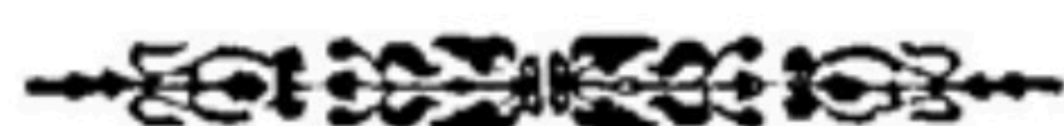
নাটক।

# শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহরকুমার ভট্টাচার্য্য।

# শঙ্করাচার্য্য।

( ইতিহাস-মূলক আধ্যাত্মিক নাটক )।



শ্রীহরকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত।



Calcutta.

PRINTED BY BEHARY LALL BANERJEE,
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS,
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE AUTHOR, BHATPARAH.

1898.

মূল্য ॥০ আট আনা।

# উৎসর্গ-পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়
রায় বাহাদুর মহোদয় ক্ষেমাস্পদেষু—

মহন্,

দূর হইতে আপনার নাম শুনিয়াছিলাম। আর শুনিয়াছিলাম, কেহ কোন বিষয়ের জন্য আপনাকে জানাইতে গেলে, বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে না। তাই আমি আমার "শঙ্করাচার্য্য" লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হই, এবং আপনার বিপুল মহিমার কিঞ্চিৎ অংশ আমার উপর পতিত হওয়ায় আজ উহা মুদ্রিত দেখিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত আপনাকে সহস্রমুখে ধন্যবাদ দিতেছি। মহন্, আপনি দাতৃত্ব-গুণে বিপুল যশস্বী হইয়াছেন বটে, কিন্তু নিজে কখনও যশের অভিলাষ রাখেন না। আমি কৃতজ্ঞতা-বশে পুস্তক খানি আপনাকেই উৎসর্গ করিব ইহা জানিতে পারিয়া আপনি আমাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু এবিষয়ে আপনার অবাধ্য হইলাম, ক্ষমা করুন।

একান্ত কৃতজ্ঞ

গ্রন্থকার

মৎপ্রণীত এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি সম্বন্ধে

বঙ্গের কবি-কুল-গৌরব-রবি

# শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## মহোদয়ের

অনুগ্রহ-পত্র।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের কোনও আত্মীয় আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আমার চক্ষুর পীড়া বশতঃ আমি নিজে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইহার পাঠ শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের নীরস জীবন লইয়া যে এমন সুন্দর কাব্য রচিত হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে আমি কখনো মনেও করি নাই। কিন্তু ইহার পাঠ শ্রবণে আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এই নাটকখানি, বিশেষতঃ ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক এত উৎকৃষ্ট ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে, যে আমি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না। আমি এই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিতেছি না, কেবলমাত্র ইহার পাঠ শ্রবণে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহাই এ স্থলে ব্যক্ত করা আমার অভিপ্রায়। গ্রন্থকার একজন প্রকৃত কবি। বিশেষতঃ ইঁহার নাটক রচনা করিবার শক্তি এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অভিনয় ব্যতিরেকে নাটকের উৎকৃষ্টতা সম্পূর্ণ-রূপে পরিস্ফুট হয় না, এবং তাহা না হইলে, ইহার মনোরঞ্জনকারিতা লোকের সম্যকরূপে

বোধ-গম্য হয় না, কিন্তু ইহা যে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তক সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহি না, কেবল পাঠক-মহোদয়গণকে এই মাত্র অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন মনোযোগ পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করেন। গ্রন্থকারের সহিত পূর্ব্বে কখনও আমার আলাপ পরিচয় ছিল না, এবং এখনও নাই। এমন কি, পরস্পরে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম যে, ইনি ভাটপাড়ার সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র এবং ইনিও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সংস্কৃতে একখানি উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আদর ও তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা, বাঙ্গালা-সাহিত্যের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ আমার সংস্কার এই যে, বাঙ্গালা-সাহিত্য যদি কখনও সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা ও উৎকর্ষ লাভ করে, তাহা এই শ্রেণীর লেখকদিগের দ্বারাই সাধিত হইবে। সুতরাং ইঁহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা যে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত হইবে, এ আশা সম্পূর্ণরূপেই করা যায়। ইঁহার নাটক রচনা করিবার শক্তি "নুরজাহান্" নামক আরো একখানি গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। জগদীশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

কাশী সহর,
২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সম্বন্ধে

বাঙ্গালা-লেখক-বর্গের মুখ-পাত্র

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের

মন্তব্য এবং সমালোচনা সকল, মৎপ্রণীত "বৃন্দাবন-কল্পলতিকা" নামক সংস্কৃত কাব্য ও "কল্কি-পরিণয়" এবং "নুরজাহান্" নামক আর দুই খানি বাঙ্গালা নাটকের সহিত মুদ্রিত হইতেছে।

---

# নিবেদন পত্র।



আজ তিন বৎসরের কথা, আমি এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি এবং তৎপূর্ব্বে আরো এক আধখানি লিখিয়াছি। কিন্তু এপর্য্যন্ত একখানিও মুদ্রিত করি নাই। আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর পুস্তক বাহির হইতেছে। কিন্তু বিশেষ খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা ভিন্ন মাদৃশ ব্যক্তির লেখা ভাল লোকে পাঠ করিবেন, এত সৌভাগ্যের আশা করা যায় না। বিশেষতঃ নাটক নভেল সকের জিনিস। বালক ও নব্যযুবকবর্গই অনেক স্থলে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন, প্রবীণ বিচক্ষণ মহোদয়গণের মধ্যে ইহার পাঠক সংখ্যা অল্পই। এরূপ স্থলে, মদ্বিধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সন্তানের অর্থ-ব্যয় অসঙ্গত ও যুক্তি-বহির্ভূত বিবেচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি, হেমবাবু ইন্দ্রবাবু প্রমুখ দেশোজ্জ্বলকারী মহাপুরুষগণের উৎসাহে এবং উৎসর্গ-পত্রে লিখিত রায়-বাহাদুর মহোদয় ও আরো কতিপয় ধনবান্ ব্যক্তির আমার গ্রন্থগুলির উপর অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ায় দুই চারি খানি পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছি। আর কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহোদয় আমার গ্রন্থগুলি শুনিয়া নিজের গুণে আমাকে ভাল বাসিয়াছেন এবং পুস্তকগুলির মধ্যে যে গুলিতে কিছু কবিত্ব বা গুণাংশ আছে বিবেচনা করিয়াছেন, সেইগুলি নিজের প্রেস হইতে ছাপাইয়া দিতে-ছেন। তবে, নিতান্ত চক্ষুঃলজ্জার খাতিরে যাহা না দিয়া থাকিতে পারি না, সেইরূপ কিছু কিছু দিতেছি মাত্র।

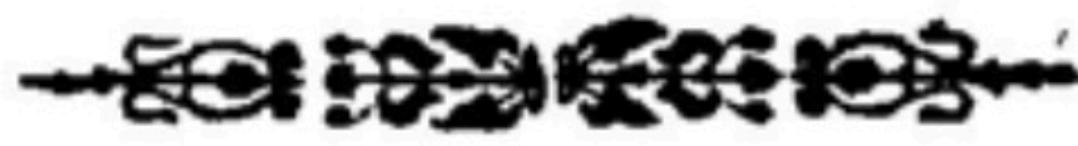
তাঁহার এই বিপুল অনুগ্রহ, এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। সে যাহা হউক, উল্লিখিত যে সকল মহামহিমগণ এই প্রকার স্নেহ দেখাইয়া, মদ্বিধ ক্ষুদ্র ব্যক্তির গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তাঁহাদের উপর আমি কত কৃতজ্ঞ, ইহা দশ জনের নিকট নিবেদন করাই, এই নিবেদন-পত্র খানির উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই, শঙ্কর-দিগ্বিজয়-সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ভাষায় দুই একখানি পুস্তক যাহা আছে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রবাদ শোনা যায়, তাহা হইতেই কতকগুলি নাট্যোপযোগী ঘটনা বাছিয়া লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইল। তবে, কল্পনার সাহায্য যে একেবারে না লইয়াছি এমত নহে। বিশিষ্টা, লীলাবতী ও অমরক নামে যাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন, গ্রন্থ-ভেদে তাঁহাদের নানাবিধ নামান্তরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে সকল নামের নাট্য-গ্রন্থে উল্লেখ করা বা ইতিহাসকারের ন্যায় তাহার তথ্যাতথ্যের বিচার করা নাট্যকারের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। হস্তার মুখে যে সকল উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার কতকগুলি, সংস্কৃত ও ইংরাজি কয়েকটী সার-গর্ভ বাক্যের অনুবাদ ও রূপান্তর মাত্র।

আমার প্রুফ্ দেখিবার দোষে এই পুস্তকখানির কোন' কোন' স্থানে সামান্য এক আধটুকু ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে! শিক্ষিত মহোদয়গণ তাদৃশ ক্ষুদ্র দোষের উপর প্রখরভাবে দৃষ্টিপাত না করেন ইহা আমার প্রার্থনা রহিল।

---

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি।



## পুরুষগণ।

শিব, কৃষ্ণ, নরসিংহ, বেদব্যাস, গৌতম-ঋষি।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| গোবিন্দস্বামী | | ... | ... | শঙ্করের গুরু। |
| শঙ্কর | ... | ... | ... | বিশিষ্টার পুত্র। |
| পদ্মপাদ, হস্তামলক | প্রভৃতি | ... | ... | শঙ্করের শিষ্য। |
| মণ্ডন | (সুরেশ্বর) | ... | ... | বিদ্বৎ-প্রধান। |
| অমরক, সুধন্বা | | ... | ... | রাজ-দ্বয়। |
| ক্রকচ | ... | ... | ... | কাপালিক। |

চণ্ডাল, শিষ্যগণ, মন্ত্রী, কাপালিক, প্রতিহারী, হস্তার পিতা প্রভৃতি।

## স্ত্রীগণ।

দুর্গা, সরস্বতী, মায়া, রাধা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বিশিষ্টা | ... | ... | ... | শঙ্করের মা। |
| লীলাবতী | ... | ... | ... | মণ্ডন-পত্নী। |
| কলাবতী | .. | ... | ... | লীলাবতীর ছাত্রী। |
| রাণী | ... | ... | ... | অমরকের মহিষী। |

ছাত্রীগণ, গ্রাম্যস্ত্রীগণ, হস্তার মা, শূদ্রী প্রভৃতি।



# শঙ্করাচার্য্য।

( ইতিহাসমূলক আধ্যাত্মিক নাটক। )



## প্রথম অঙ্ক।

### ১ম দৃশ্য।

বিল্ববন। আর্দ্রবস্ত্রে বিল্বপত্রপূর্ণ সাজি হাতে শঙ্কর।

শঙ্কর। কৈলাস গিরীন্দ্র মাঝে সদাশিব সদা রাজে
নিরুপম মনোরম ধাম
ভয়ে রবিশশী চলে পবন সভয়ে খেলে
সুরাসুর সকলে সমান।
পাখী গাহে শিবগান নদীজলে কলতান
লতা দোলে শিব শিব ব'লে
মিলে যত সুরবালা ডালা ভ'রে গাঁথে মালা
নগবালা তুলে দেয় গলে।
সেথা মন্দাকিনী কূলে মনিময় বিল্বমূলে
তাপিতের জেনে মনোরথ
মহাযোগী কল্পতরু ভাবেন ব্রহ্মাণ্ডগুরু
পাতকীর নিস্তারের পথ।
হে পিণাকি'
দৈত্য কত তোমা ভ'জে পূর্ণ হ'য়ে শৈবতেজে
বীর দম্ভে স্বর্গ মর্ত্ত করিল শাসন
দীনের হৃদয় মাঝে সে বাসনা নাহি রাজে
সে সকল কিছুই না যাচে অকিঞ্চন।

হে শিব
বড় সাধ প্রাণে জাগে ভূষিত বিভূতি-রাগে,
ধরাময় শিবগুণ করিব প্রচার
প্রেমে তব গুণগানে প্রেমময় তব নামে
বহাইব দু'নয়নে সলিলের ধার।

( বিশিষ্টার প্রবেশ )।

বিশিষ্টা। হ্যাঁ রে
জীব জন্তু ধরাবাসী
কেহ নাই উপবাসী
তোর ভাগ্যে শিব শুধু লিখেছে এমন ?
পিছু বেঁকে গেছে ছায়
অপরাহ্ন হ'তে যায়
তবু কি এ'বিল্বপত্র হয় না চয়ন ?
কি বিষম !
আর্দ্র অঙ্গ ! আর্দ্র কেশ ! সজল বসন !
ভয় নাই ? প্রাণে কিরে নাই কো মমতা ?
কোথা হ'তে হেন বুদ্ধি পেলি ?
মায়ের কপাল ক্রমে
এমন অবোধ ছেলে তুই জন্মেছিলি ?

( গা মুছাইতে আরম্ভ )

শঙ্কর। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে কি মা তার,
প্রাণে জাগে ধূর্জ্জটি যাহার ?
মাগো,
নয়নে নীরদ ধারা বয়,
শৈবতেজ ধরেনা শিরায়।

জননি গো, দে গো অনুমতি—
ধরাময় করিগে বিহার,
ভস্ম মেখে শিবগুণ করিগে প্রচার!

বিশিষ্টা। বটে,
বেদ পাঠে এই বুঝি ফল হল শেষ?
উপদেশ গুরু দেখি বেশ শিখায়েছে!
মার কাছে সন্তানের সন্ন্যাস-কামনা।

শঙ্কর। বেদ?—
কি ক'ব মা তাঁহার মহিমা
চারি বেদে দিতে নারে সীমা;
পূর্ণ সব একমাত্র তাঁরি গুণগানে,
সভয়ে তাঁহারি আজ্ঞা করিছে প্রচার।
তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ দর্শন
আগম নিগম মাগো যা আছে যেখানে
দেখেছি মা বুঝেছি যতনে
সচকিতে চেয়ে আছে সে চরণ পানে;
জননি গো, ছেড়ে দেগো,
কত জন্ম করিয়ে সাধনা
নর জন্ম লভেছি ধরায়,
কত জন্ম করিয়ে সাধনা
ভক্তি আজ পিণাকীর পায়,
বৃথা কেন আর মাগো
পশু সম বাঁধিস্ আমায়?

বিশিষ্টা! কি পাগল,
বিয়ে কর্, কর্ আগে সংসার ধরম,

তুষ্ট কর দেব দ্বিজ অতিথি অনাথ,
পুত্রে রাখ্ পিতৃগণে করিতে তর্পণ
বিধবা মায়েরে আগে শ্মশানেতে শো'য়া,
না পালিতে ব্রাহ্মণের সংসার ধরম
কোন্ শাস্ত্রে বানপ্রস্থ ভিক্ষুক আশ্রম ?

শঙ্কর। বিবাহ! সংসার! সে কি কথা ?
ধরায় জনম মাগো নিছি কতবার,
কতবার ভেসেছিমা বাসনার স্রোতে,
কতবার কামিনী-সম্ভোগ,
কতবার করেছি মা ইন্দ্রিয়ের ভোগ ;
বাসনা একেই প্রাণে দুশ্ছেদ্য বিকার,
বিঁয়ে দিয়ে, খুলে দিয়ে বাসনার দ্বার
অনলে ইন্ধন দিয়ে কি হবে মা আর ?
কত জন্ম তপস্যার ফলে
এবার আমার যদি হয়েছে মা মন
আর কেন অনর্থ এ সংসারবন্ধন ?
ছেড়ে দেমা, পরমার্থ করি অন্বেষণ,
ছিঁড়ে দে মা বন্ধনের ডোর
ভব ঘোর ঘুচাই এবার।

( শিবগুণ গাহিতে গাহিতে সশিষ্য গৌতম ঋষির প্রবেশ )

গীত।

চরম প্রলয় মাঝে পরম পুরুষ রাজে
কবলিত বসুমতী বিষম-আঁধারে

উর্দ্ধে গরজে ঘন ঘোর জলদগণ,
ধরাতল নভ'থল মিশেছে পাথারে
প্রলয় ঝটিকা বহে দূর দিগন্ত ভাঙি'
গ্রাসিত রবিশশী নিয়তির গ্রাসে
এক পুরুষ শুধু, বিশ্ব নিয়ন্তা
রাজে মহান্ ভীম নিয়তির পারে।

বিশিষ্টা। বড় ভাগ্য তপোধন পেনু দরশন
শ্রীচরণ দিন শিরে তুলে।
(প্রণামান্তে)
হে তাপস, কি দিব বসিতে,
বিল্ববন,—কুশাসন নাইতো এখানে।

গৌতম। শুন কথা,—
ব্যস্ততার নাহি প্রয়োজন,
পুত্র তব জগতের সার,
পিণাকীর পূত অংশে জনম তাহার,
আসিয়াছি দেখিবারে তারে,
বসিব না, দেখে চলে যাব।

শঙ্কর। যোগিবর
শঙ্কর চরণে এই প্রণিপাত করে
আশীর্ব্বাদ করুন কিঙ্করে।

(প্রণাম)

গৌতম। তুষ্ট হ'নু ভক্তিতে তোমার
লও বর যা'ইচ্ছা শঙ্কর।

শঙ্কর। যোগিবর,
বড় সাধ প্রাণে

সযতনে শিবনাম ছড়াব ভুবনে
জনেজনে শিবগুণ শিখাব গাহিতে,
কিন্তু তপোধন
দুখে সদা মন ওঠে কেঁদে
মা আমার সাধে বাদ সাধে ;
মুনিবর, দেবে যদি বর,
দাও বর, যাহে—
জননী অপত্য-স্নেহে দিয়ে বিসর্জ্জন
ছিঁড়ে দেন সন্তানের সংসার বন্ধন।

গৌতম। ভাল বৎস
হ'তে এই হিতব্রতে ব্রতী—
অচিরেতে অনুমতি পাবে জননীর।

বিশিষ্টা। মুনিশ্রেষ্ঠ, করুণা নিদান,
দিন মোরে ব'লে
কি হ'ল এ পাগলের দশা ?

গৌতম। আছে মাগো, জনেক পাগল,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে এক অধিপতি,
মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহিম-সাগর,
বিশ্বের নিয়ম কর্ত্তা, বিধাতার ধাতা,
নিরপেক্ষ সাক্ষী তিনি পাপের পুণ্যের
করমের ফলদাতা তিনি,
এক সেই পাগলের শুধু আজ্ঞা ভরে
শূন্য পথে রবিশশী ঘোরে,
শ্রান্তি হ'রে স্নিগ্ধ সমীরণ,
দুরন্ত সে পাগলের আজ্ঞামাত্র শুনি'

জলদ বরষে জল, গরজে অশনি,
প্রভাতে পূরব-গায় কিরণ ঘটায়
তপন সে পাগলের মহিমা ছড়ায়,
নদী গায় কলতানে পাগলের গান,
বিভোর সন্ন্যাসিগণ তাঁর মহিমায়
অসার সংসার সুখে জলাঞ্জলি দেয়
মেতে রয় নির্জ্জন গুহায় ;
মাগো
তোমার এ পাগলের হৃদয়-দর্পণে
পূর্ণ-ছায়া পড়েছে সে মহাপাগলের,
তোমার এ দুধের গোপালে
তাই হেন করেছে পাগল
উতরোল তাই হেন পাগলের নামে ;
হেন পুত্র গর্ভে তব সতি—
রত্নগর্ভা তুমি পুণ্যবতি।

বিশিষ্টা। তপোধন,
পদে নিবেদন,
বলে দিন পরমায়ু' পুত্রের আমার,

গৌতম। ( শঙ্করের প্রতি )
বৎস,
আন কর দেখি আয়ু'রেখা।
( হাত দেখিয়া )
ওঃ
নিয়তির কঠোর লিখন !

( গমনোদ্যত )

বিশিষ্টা। ( গৌতমের পা জড়াইয়া )
কহ দেব, কি দেখিলে তবে,
না কহিলে পদতলে নারী-হত্যা হবে।

গৌতম। বৎসে
মানুষের নাই কোন' হাত
আয়ুঃ শেষ ষোড়শ বরষে।
( প্রস্থান )

বিশিষ্টা। বাল্য-কালে পুত্র-কামনায়
সংযমনে অনশনে অজিন-শয়নে
পতি-সনে করেছিনু পশু-পতি-সেবা
করেছিনু পূতমনে কত শিবপূজা,
হে পিণাকি দিলে তুমি বর,
বন্ধ্যা-কোলে পুত্র এনে দিলে,
দাসীরে কি ভাসাতে অকূলে ?
ভালে শেষে এই ছিল লেখা ?
( কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়া )

শঙ্কর। জননি গো—
বৃথা শোকে কি হেতু রোদন ?
ভাব' মাগো কাহার মরণ ?
নয়ন মুদ্রিত ক'রে বুঝ ভাল ক'রে
জীবকুল "আমি" বলে যারে,
নহে তাহা চক্ষুঃ কর্ণ নাসা,
নহে তাহা হস্তপদ শির,
নহে তাহা সমগ্র শরীর,

মাগো,
আমি ব'লে আখ্যা আছে যার,
নিত্যবস্তু,—ধ্বংস নাই তার,
যথা নর এক বস্ত্র করি পরিহার
বস্ত্রান্তর করে ব্যবহার,
সেইমত, পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য সহ
দেহ হ'তে দেহান্তরে "আমি" চ'লে যায়
অনলেতে পুড়ে শুধু মাটী ভস্ম হয়।
মাগো—
কেন ভয়? কেন এ ভাবনা?
আমি তো মা মরিব না কভু।
( বিশিষ্টার হাত ধরিয়া )
উঠ মাগো, ধৈর্য্য ধর,
আহারাদি করগে প্রস্তুত,—
যায় বেলা,
যত্নে তোলা বিল্বপত্র ধ'রে
শম্ভুশিরে করি গিয়ে দান

( প্রস্থান )

বিশিষ্টা। হে পিণাকি'
পুনর্ব্বার নেবে দাসী বর
বিল্ববৃক্ষে বিল্বপত্র না রাখিব আর,
আজ থেকে কায মোর শিবের সাধনা
আজ থেকে দিনরাত শিব আরাধনা,
শম্ভু-পদে যদি থাকে ভক্তির সঞ্চার
স্বর্গগত পতিপদে যদি মতি থাকে

দেখি—

কার সাধ্য পুত্র কাড়ে মার কোল থেকে।

( হাঁপাইতে হাঁপাইতে বালক বালিকাগণের প্রবেশ )

সকলে। ওগো, তোমার ছেলে বিল্বপত্র ধু'তে নদীতে নেবেছিল, কুমীরে ধরেছে! কেউ ভয়ে জলে নাম্‌তে পাচ্চে না। এখনো ডুব জলে নেযেতে পারে নি, শিগ্‌গির চল।

বিশিষ্টা—কে আছ গো বাঁচাও শঙ্করে

চলে নারী জলে ঝাঁপ দিতে।

( পাগলিনীর ন্যায় প্রস্থান )

---

## প্রথম অঙ্ক।

২য় দৃশ্য।

পূর্ণা নদী। কুম্ভীরাক্রান্ত শঙ্কর। তীরে কয়েক জন স্ত্রী পুরুষ।

১ম স্ত্রী—আপনারা সব মদ্দ মদ্দ মিন্‌ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চেন, আর ছেলে টা যায় যে—

শঙ্কর। (হাত জুড়িয়া)

দয়া ক'রে শুন গো সকলে
একেবারে সবে মিলে আস যদি নেবে,
ভয় পাবে, কুম্ভীর পলাবে,
একজন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা হবে।

(ক্রমশঃ দূর জলে নীত হওন)

এলে না? ভাল, নেব নাকো জলে,
দয়া ক'রে ধারে এসে বস্ত্র দাও ছুঁড়ে
বস্ত্র ধ'রে বোধ হয় পারিব উঠিতে।

(গভীর জলে নীত হওন)

না, না,—হ'ল না,—হ'ল না,
মাটী নাই,—অগাধ সলিল!
ডুবে যাই!—যাই এইবার!
মাগো,
শঙ্করের এই তবে শেষ
উদ্দেশেতে করিনু প্রণাম!

(ডুবে যাওয়া)

নেপথ্যে। এই যে এসেছি আমি

ভয় কি মানিক।

( বেগে বিশিষ্টার প্রবেশ )

বিশিষ্টা। ( পাগলিনীর ন্যায় )

কই! কই!

শত শত লোকের সাক্ষাতে

কোথা গেল শঙ্কর আমার!

( জলে ঝাঁপ )

স্ত্রীগণ। আহা, মাগী আবার যায় দেখ! মাগী আবার যায় দেখ!

( বিশিষ্টাকে জল হইতে উত্তোলন )

বিশিষ্টা—কই! কই! শঙ্কর কোথায়!

আজ দেখ জগতের কি নিয়তি শেষ!

দেখ কত-ভয়ঙ্করী শিব-ভক্তা নারী!

পুত্র-শোকে মনস্তাপে নিদারুণ শাপে

দেখ আজ উন্মাদিনী কি করে দুর্দ্দশা!

খসাই শশাঙ্ক রবি শূন্যপথ হ'তে!

জ্বালাই বাড়বানল পূর্ণানদী জলে!

উড়াই কেরল রাজ্য পরমাণু রূপে!

দেব গণে ভস্মরূপে করি পরিণত!

না রহিবে ইন্দ্র চন্দ্র পবন তপন,

না রহিবে ব্রহ্মা বিষ্ণু নাম,

আর যদি তব পদে থাকে গাঢ় মতি,

তোমারেও না ডরিব শিব!

দেখিবে চকিত নেত্রে সমগ্র ভুবনে
ভস্ম হ'ল পশুপতি সতীর বচনে !

শঙ্কর। (সহসা ভাসিয়া উঠিয়া)
কি কর গো, কি কর জননি,
বৃথা রোষ কর' পরিহার,
প্রাণ রক্ষা হইবে আমার ;
জটাধারী যোগাচারী কে যেন সন্ন্যাসী,
ত্রিলোচন ত্রিতাপ-ভঞ্জন,
মোর হাত ধরিয়া আদরে
কহিতেছে সুমধুর স্বরে
"বাছারে
উদ্ধারিব তোরে জল হ'তে,
প্রাণ রক্ষা করিব যতনে,
পরমায়ুঃ ক'রে দিব দ্বিগুণ বর্দ্ধন,
মোর সম বেশ নিয়ে, মোর গান গেয়ে,
যদি তুই দেশে দেশে করিস্ ভ্রমণ।"

বিশিষ্টা। কই বাপ ! কই রে শঙ্কর !
এস ত্বরা, এস কূলে উঠে ;
মহর্ষি-গৌতম-বর হউক পূরণ
পূর্ণ হোক শিবের বাসনা ;
থাকিব,—কাঁদিব একা,—যেয়ো তুমি চ'লে,
মন-সাধে ক'র যাদু সন্ন্যাস গ্রহণ,
যথা ইচ্ছা করিও ভ্রমণ,
মন খুলে দিনু অনুমতি ;
প্রাণ যায়, কূলে এস, কোলে নেই তুলে !

(শঙ্করের সাঁতার ও গলা জল হইতে বিশিষ্টা কর্ত্তৃক
কূলে উত্তোলন।)

১ম স্ত্রী। ষেঠের বাছা, ষষ্ঠীর দাস! মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে দাও!
মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে দাও।

২য় স্ত্রী। মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে দাও! মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে দাও।

১ম স্ত্রী। আহা! জল খেয়ে খেয়ে ছেলে যেন কালী হ'য়ে
গেছে!

বিশিষ্টা। আয় বাপ, কোলে এক্‌বার।

শঙ্কর। মা গো,
থাক ক্ষণ তরে
রাখ ধ'রে বিল্বদল গুলি
আর্দ্র বস্ত্র ক'রে আসি ত্যাগ।

(কূলস্থিত বিল্বপত্রের সাজি বিশিষ্টার নিকট দিয়া
শঙ্করের প্রস্থান।)

বিশিষ্টা। হে পিণাকি'! কৃপা-পারাবার!
যেই দয়া দেখালে দয়াল,
তার যোগ্য ভক্তি-উপহার
না সম্ভবে মানবহৃদয়ে;
গৌরীপতি! পশুপতি! ব্রহ্মাণ্ডের পতি!
দাসীর প্রণতি লহ দেব!

১ম পুরুষ। হ্যাঁহে, ব্যাপারখানা কি! জলজ্যান্তো
কুমীরের মুখ থেকে উঠে এল, গায়ে কোন' জায়-
গায় একটা আঁচড় পর্য্যন্ত নেই!

২য় পুরুষ। তাইতো!!!

৩য় পুরুষ। হ্যাঁ মোশাই কোথায় কুমীর! আপনাদের

বামুনদের ঘরের ছেলেপিলের মহিমে বোঝা ভার। মিছিমিছি একটা হজোগজো ক'রে তুলে লোকের আম্‌পিত্তি বের ক'রে দেওয়া! বাসরে।—

(প্রস্থান।)

৪র্থ পুরুষ। ভায়া, বল্‌তে কি ছোঁড়াটা পষ্ট ডুব সাঁতার কাট্‌ছিল আমার স্বচক্ষে নিয্যস্‌ দেখা!

১ম পুরুষ। তাই বল, নইলে আমরা এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ছেলেটাকে কুমীরে ধর্‌লে এমন কুমীরের পোলা আজও সৃষ্ট হন নি। যত অর্ব্বাচীন গুলো জন্মেছে; কেবল রঙ্গ! কেবল রঙ্গ! এস সব, এখানে বাজে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।

(পুরুষগণের প্রস্থান)।

১ম স্ত্রী। আহা আজ মাগীর কপাল পুড়্‌তে পুড়্‌তে র'য়ে গেছে।

২য় স্ত্রী। ভগবানের কি বিড়ম্বনা দেখ, কার কপালে কখন যে কি আছে! এস বোন্‌, আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।

১ম স্ত্রী। মা শেতলা, যে যেখানে আছে সব বাঁচিয়ে বোত্তে রেখ মা।

২য় স্ত্রী। মা ষষ্ঠী আমার ঘোঁতনকে ভাল রাখ।

(স্ত্রীগণের প্রস্থান ও দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া ভস্ম মাখিয়া গৈরিক বস্ত্রে শঙ্করের প্রবেশ)।

শঙ্কর। মাগো,

একবার শঙ্করেরে কোলে তুলে নাও

শেষবার আজ একবার
মানবের স্বর্গভূমি মার কোলে উঠি।

বিশিষ্টা। একি বেশ—একি কথা—একি যাদুমণি!
কাল প্রাতে হইও সন্ন্যাসী,
আজ যে রে আছ উপবাসী
শুকায়েছে চাঁদ মুখ খানি।

শঙ্কর। মাগো,—
আর আমি নহে তো সংসারী,
ব্রমচারী সন্ন্যাসী এখন;
প্রণিপাত করি দু'টী পায়,
যাই আমি—চাই মা বিদায়!—
(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)।

মাগো,—
পা দু'খানি তুলে দে মাথায়
ভুলে যা মা শঙ্করের কথা।—

বিশিষ্টা। প্রাণে মোর আরো ব্যথা, আরো ব্যথা এস,
ভেঙে যাক্ পাষাণ-হৃদয়, ছিঁড়ে যাক্ প্রাণের বন্ধন,
দুখিনী মৃত্যুর কোলে করুক শয়ন;
হে বারিদ,
নাই কি একটী বজ্র তোমার ভাণ্ডারে
পড়িতে এ দুখিনীর শিরে?
বুক বুঝি গেল মোর—গেলরে ফাটিয়ে!

শঙ্কর। মাগো
কেঁদ না আমার তরে,
ভাল ক'রে দেখ বিচারিয়ে

কৌপীনধারীর প্রায়
ভাগ্যধর কে আছে ধরায় ;
ক্ষুধা হ'লে ভিক্ষা ক'রে খায়,
দুরাকাঙ্ক্ষা না রয় জীবনে,
উদাস লহর প্রাণে ছোটে,
টোটে চিন্তা পুত্র-কলত্রের,
গহনে একান্তে ব'সে ভাবে ধ্যান-যোগে
ভগবান্ ভবানী-বল্লভে,
কেন তবে বৃথা মাগো কাঁদিস্ কাঁদাস্ ?

বিশিষ্টা। ( চোখ ঢাকিয়া আরো ক্রন্দন )।

শঙ্কর। একি ! একি ! কেন মোরে ঘেরে মায়া-ঘোরে !
মা—আর হেথা নয়,—
বিলম্বেতে মমতা বাড়িবে
ছিঁড়িবে না স্নেহের বন্ধন !

( গমনোদ্যত )।

যাই তবে,—যাই চ'লে তবে,—
কিন্তু
ভবে মোর সুধামাখা "মা" বলা ফুরাল,—
একবার শেষবার ডেকে যাই মাকে,—
"মা"—"মা"—চলিল মা শঙ্কর তোমার।

( প্রস্থান )

বিশিষ্টা। একি হল ! চ'লে গেল ফেলে ?
কোথা যাই ? পুত্র মোর নাই !
মা হ'য়ে কেমনে
এ জীবনে ভুলি গো সন্তানে !

হয় শিশু ভূমিষ্ঠ যে দিন
সেই দিন হ'তে যত কথা—
সব গাঁথা থাকে মার প্রাণে !
প্রথমে দেখিল ধরা, চেনে না কাহায়,
নিরুপায়,—নিরাশ্রয়,—
কাঁদে চেয়ে মার মুখ পানে
মা বোঝে মনের কথা।
ক্রমে দিন কাটে পরে পরে,
বাড়ে শিশু,—নব শশিকলা,
হামা দিয়ে খল খল হেঁসে
ধেয়ে আসে জননীর কোলে,
গলা ধ'রে দাঁড়ায় ভূতলে,
চাঁদ মুখে ক্রমে ফোটে বাণী.
আধো বোলে "মা" "মা" ব'লে ডাকে,
নিরমল পূর্ণিমা নিশায়
চাঁদা চায় চেয়ে মার পানে,
এ জীবনে ভুলিব কেমনে,
আঁকা যে গো সব এই প্রাণে !
রাত হয়—মহাধূম—চোখে ঘুম নাই,
ওঠে—পড়ে—মারে—বুকে চড়ে,
মা তাহারে ভয় পাওয়া স্বরে
জুজুবুড়ি দেখায় অদূরে,
তবে শিশু আঁখি মুদে পড়ে ঘুমাইয়ে
ভয়ে ভয়ে পিয়ে পিয়ে স্তন;
কি করি এখন সবে বল গো আমাকে

সব আজ হেরিতেছি আঁখির সম্মুখে!

( পাগলিনীর ন্যায় প্রস্থান )

---

## প্রথম অঙ্ক।

### ৩য় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য প্রদেশ। গোবিন্দ স্বামী সমাধিতে উপবিষ্ট। সম্মুখে শঙ্কর দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। উঃ, কি মেঘ! কি ঝড়! কি বিদ্যুৎ! বহির্জ্জগতে যে এই প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত, গুরুদেবের ভ্রূক্ষেপ নেই। আজ সাত দিন এম্নি সমভাবে সমাধিতে নিমগ্ন। এর কাছে কি সংসারী! সংসারী কি কখনো প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়ের দিনে এই অনাবৃত ভয়ঙ্কর গিরিশৃঙ্গে ব'সে নিশ্চিন্ত মনে এমন শান্তি উপভোগ ক'ত্তে পারে! সংসারী কি কখনো ইন্দ্রিয়ের অতীত, বাঙ্‌মনের অগোচর নিরুপম জ্যোতিঃ সন্দর্শন কর্‌বার জন্যে এমন সময়ে এমন আত্মমনঃসংযোগে অধিকারী হয়েছে! সংসারী কি!! সংসারী কেবল তুচ্ছ উদরের চিন্তায়, ক্ষুদ্র যশের চিন্তায়, অনর্থ পুত্রকলত্রের চিন্তায়, দগ্ধ হ'য়ে তৃষ্ণা নিবারণ কর্‌বার আশায় পুনঃ পুনঃ মৃগতৃষ্ণিকায় ঘুরে বেড়াচ্চে।

তাইতো, কি হবে! বৃষ্টি এল যে! উঃ কি মেঘ!! কি ঝড়!! কি বিদ্যুৎ!! একি—

একি—মুষলধারে বৃষ্টি!! গুরুদেবের বুঝি আজ আমার সমক্ষে সমাধি ভঙ্গ হয়। কি করি,—কি করি,—ওরে কমণ্ডলু, তুমি আজ আমার মন্ত্রের প্রভাবে শূন্যমার্গে উত্থিত হ'য়ে সমুদয় ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ নিজের ভিতরে ধারণ কর গে যাও। শুনেছি, ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্যদেব আবশ্যকের সময় তপোবলে সপ্তসিন্ধু গণ্ডূষে পান করেছিলেন, আজ তুমি আমার তপোবলে শূন্যে উত্থিত হ'য়ে সমুদয় বিপ্লব নিজে ধারণ ক'রে ধরণীকে প্রকৃতিস্থ কর'—যাও—যাও—যাও।

(কমণ্ডলুর শূন্যে উত্থান ও ঝড়বৃষ্টি নিবৃত্তি)

গোবিন্দস্বামী। (ধ্যানভঙ্গে)

একি! সহসা যে আর্দ্রা বনভূমি!
বসুমতী পূরিতা কর্দ্দমে!
তুমি বৎস এখনো এখানে?
ধ্যানে মগ্ন কতক্ষণ আমি?

শঙ্কর। গুরুদেব,

ধ্যানাবেশে সপ্তদিন ব'সে,
সপ্ত দিন আছি আমি পাশে,
দৈব-বশে আজি অকস্মাৎ
এল ঘন প্রভঞ্জন সহ,
ঢালিল নীরদ-ধারা মুষল ধারায়,
পেনু ভয় পাছে দেব ধ্যান-ভঙ্গ হয়,
নিবারিতে বিপ্লব সকলে
মন্ত্রবলে কমণ্ডলু দিছি শূন্যে তুলে।

গোবিন্দস্বামী। বৎস

তপো-বলে ধন্য বলী তুমি
গুরু-ভক্তি আদর্শ তোমার,
আহা মরি,
অনাহারী অনিদ্রিত সপ্তদিন ধরি'!
বৎস
গুরু-সেবা হয়েছে তোমার;
দিনু বর, যাও কাশীধাম,
যার তরে সাজিয়াছ শৈশবে সন্ন্যাসী
যার তরে ঘোর' ফের' অচল-শিখরে
খোঁজ' যারে নিবিড়-কান্তারে
তারে তুমি সেথা পাবে দেখা,
পূর্ণ তব হবে মনস্কাম।

শঙ্কর। গুরুবাক্য—গুরুবাক্য—নহে তবে আন;
যাব কাশীধাম, দেখা দেবে ঈশানী ঈশান;
মন-সাধে ভস্ম মেখে কায়,
স্নান করি' মণি-কর্ণিকায়,
নেহারিব সে পবিত্র ধামে
মহেশ্বরী মহেশ্বর-বামে;
সার্থ হবে মার গর্ভে শো'য়া
সার্থ হবে ভবে জন্ম ল'য়া;
গুরুদেব!
মূর্তিমান্ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর!
ধৈর্য্য আর ধরে না হৃদয়ে;
পতিতের নিস্তারক, পাতকীর বল,

পথহারা পান্থের সম্বল,
পা' দু'খানি দিন শিরোপরি
যাত্রা করি বারাণসী পুরী।

( মস্তকে পদ ধারণ করিয়া )

গুরুদেব,
আজি মোর শোক-দুঃখ গেল,
পাতক ঘুচিল,
পূত হ'ল নর-কলেবর ;
তুচ্ছ অতি তুলসী-মঞ্জরী
তুচ্ছ অতি জাহ্নবীর বারি
ত্রিতাপ-নিবারি-পদ পেয়েছি মাথায় ;
দেব,
শুনি যদি ও' মুখের বাণী
বেদ-বাক্য তুচ্ছ ব'লে মানি,
করুণায় পুনঃ কহ কাতর-কিঙ্করে
পুরহরে পাব দরশন।—

গোবিন্দ স্বামী। গুরু-ভক্ত উঠ বাছাধন ;
কাতর যাঁহার তরে,
যাও তাঁরে করগে দর্শন।

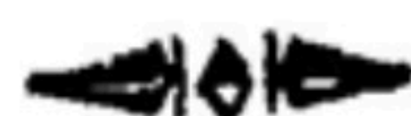
শঙ্কর। চল্ মন, চল্ বারাণসী,
উত্তরে বরুণা জাগে, অসি দক্ষ-ভাগে,
অনুরাগে পূর্ব্বভাগে ভাগীরথী বয়,
প্রেমময় মনোরম ধাম,
গাহে জীব সদা শিব-নাম,
অবিরাম কাংস্যঘণ্টা বাজে দেবস্থানে ;

উমা সেথা স্বর্ণ-পাত্র পূরে
ভিক্ষা দেয় ক্ষুধার্ত্ত শঙ্করে,
"গৌরীপতে !" "ত্রিপুরারে !" ডাকে ভক্তগণ,
চল্ মন,—চল্ চ'লে তবে,
যাবে ভব-ভয়,
দেখা দেবে অভয়া অভয়,
গুরুবাক্য,—গুরুবাক্য—মিথ্যা কভু নয়।

( প্রস্থান )

---

## প্রথম অঙ্ক।



### ৪র্থ দৃশ্য।

৺ কাশীধাম। তিনটী কুক্কুর লইয়া এক চণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডাল। হ্যাঁ রা কেলো,
ঠ্যাং ভেঙেছিস্ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে না এলে কি নয়!
একটু খানি কোলে ক'রে আয় দিয়ে দেই ফুঁ।

(কেলোকে কোলে লওয়া)

হ্যাঁরা, তোরা চার্‌টেতে না আস্‌তেছিলি?
এক্‌টাকে যে দেখ্‌ছি নাকো?
নোটো বেটা কোথায় গেল?
নোটো—নোটো—তুঃ—

(বেগে নোটোর প্রবেশ ও ক্রমশঃ শঙ্করের প্রবেশ)।

শঙ্কর। এই সেই কাশীধাম জগতের সার,
শিব নামে নাচ'রে শঙ্কর!
রাজা নিজে পশুপতি ত্রিলোকের পতি,
রাজ্যেশ্বরী অচলকুমারী!
শঙ্কর রে,
ক'রে ক'রে নৃশংসতা নিঠুরমন্ত্রণা
মা'কে শুধু দেছরে যন্ত্রণা;
ত্রিলোক-পতির রাজ্যে দেরে গড়াগড়ি,
আনন্দ-কানন-মাঝে দেরে গড়াগড়ি,
শিব-নামে ঝরা আঁখি-জল;

হ'বে নাকো ধরায় আসিতে
হ'বে নাকো ভবে আর মা'র গর্ভে শু'তে ;
ভয়ে যম দণ্ড ফেলে দেবে
চতুর্ব্বর্গ চরণে লুটাবে ;
শঙ্কর রে
শিব ব'লে ডাক্ বাহু তুলে,
ভুলে যা রে জন্ম মৃত্যু ভূত ভবিষ্যৎ,
ভুলে যা রে ক্ষুধা তৃষ্ণা ধরম করম ;
শঙ্কর, পাগল হ'রে ভুলে যা আপন।

(চণ্ডালকে ঘেঁসে আসিতে দেখিয়া)।

রে চণ্ডাল,
স্নান ক'রে যায় দ্বিজ পিণাকী পূজিতে,
ভয় নাই, ঘেঁসে আস কুক্কুরের সাথে ?

চণ্ডাল। ভয় পাই নে ঠাকুর তোমার চোখ রাঙানিতে ;
পথ রয়েছে যাও না চ'লে বারণ করে কে ?

শঙ্কর। রে বর্ব্বর,
জাননা শবর জাতি অস্পৃশ্য ধরায় ?

চণ্ডাল। ঘুরচ ফিরচ বটে, আজো চেয়ে দেখনি,
বনে ব'সে কাঁদচ কেবল, ধাঁদা ঘুচেনি।

শঙ্কর। তোর সনে বাক্য-ব্যয়ে বৃথা যায় কাল,
রে চণ্ডাল
ভাল চাস্ ছাড়্ পথ কুক্কুরের সাথে।

চণ্ডাল। বাবা,
কুকুর দেখে চাঁড়াল দেখে হাঁপিয়ে যে গো গেলে !

ঠাকুর,
এক(ই) সূর্য্যি গঙ্গাজলে মদের বোতলে !

শঙ্কর। একি !
বেদের সিদ্ধান্ত যাহা বেদান্তের মত—
কোথা হ'তে শিখিল চণ্ডাল !
ধিক্ থাক্ অভিমানী পণ্ডিতের দল,
ধিক্ থাক্ ঘৃণাপ্রিয় বিদ্বন্-মণ্ডল !
সেই চিন্তা, সেই ধ্যান, সেই আলাপন,
অধ্যয়ন, তা'রি অধ্যাপন,
নিয়ত জল্পনা তা'রি, তাহারি কল্পনা,
এক মনে, অনশনে, নিশা-জাগরণে,
দিন রাত চর্ব্বিত-চর্ব্বণে,
কত দেখে, কত শুনে, কত উপদেশে,
গোটাকত' লেখা কথা শিখে,
অভিমান সর্ব্বশক্তিমান্,
ক্ষমতার অনন্য আধার,
বিধাতার রাজ্যে তাঁ'র নাই সমতুল,
ভুল ভ্রান্তি আকাশ-কুসুম ;
বিদ্যা শুধু অবিদ্যা জাগায়
বিদ্যা শুধু মানবের আঁখি হ'রে লয়,
চোখে কা'রে' না ধরে ভুবনে
কারো গুণ না পড়ে নয়নে,
সিদ্ধ-হস্ত জগতের দোষ-অন্বেষণে
সদা ভোর নিজ-অভিমানে।
দাঁড়ায়ে চণ্ডাল-বেশে কে গো মহাজন,

অভাজন গুরু ব'লে মানিল তোমায়,
কে গো তুমি দাও পরিচয়,
ব্রহ্ম-জ্ঞান দাও উপদেশ,
ঘুচে যাক্ অবিদ্যা-বিকার,
ভেদ-বুদ্ধি ঘুচাও আমার।

চণ্ডাল। (বিশ্বনাথের পথ দেখাইয়া)
এই পথে চ'লে যাও    মোরে ধরাধরি কেন
থাকি আমি নিজ-মনে নিজে ভোরপুর,
না চাঁড়াল, না বামুন, সদা পায়ে পায়ে ঘোরে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চারিটী কুকুর।

শঙ্কর। কি কহিলে? প্রাণে যে গো উঠিল সংশয়!!
সদাশয়, দেহ পরিচয়,
কোথা থাক'? নিবাস কোথায়?

চণ্ডাল। কাশীতেই বেশি থাকা, কাশীই বা বলি কেন
কোথায় বা যাতায়াত নাই!
শিব-নাম ভালবাসি,    যেথা শিব-নাম পাই
সেখানেই ছুটে ছুটে যাই।
একটা পাহাড়ে মেয়ে    মোরে বড় ভালবাসে
সে আবার মাঝে ম্যাঝে সংসারী সাজায়;
সদা ধ্যান-মগ্ন-হ'য়ে    কোন' গিরি শৃঙ্গে ব'সে
ভাবি আমি "পাতকীর কি হ'ল উপায়!"

শঙ্কর। যে হও সে হও তুমি
পরিচয় দাও বা না দাও,
ধরি পায়
ব্রহ্ম-জ্ঞান শিখাও আমায়;

শিষ্য যদি না থাকে সেবার
গুরু তুমি—শিষ্য আমি—পূজিব তোমায়।

চণ্ডাল। (হাসিতে হাসিতে)
মোর শিষ্য ?—মোর পূজা ?
জান তুমি ত্রেতা-যুগে জানকী হারায় রাম;
কেঁদে কেঁদে ব'লেছিল সেও সে সময়
রাবণের হাতে থেকে সীতা উদ্ধারিয়ে দাও
হে দয়াল কায়মনে পূজিব তোমায়।
মোর নাম ধ'রে কাঁদা সে বড় এমন নয়
ক্রমে হ'য়ে গেল তা'র রাবণ-সংহার;
তাই সেতু-বন্ধে এসে সেও মোরে পূজেছিল,
পূজিবে না দিয়ে দিনু জানকী তাহার ?

শঙ্কর। (পায়ে ধরিয়া)
সাধকের সাধনের ধন!
দেবতার আরাধ্য রতন!
চিনেছি হে পতিতপাবন!
আর কোথা পলাইবে জোরে,—
দৃঢ় ডোরে বেঁধেছি এবার!
দিলে যদি দেখা,
শিঙা-করে বাঘাম্বরে দাও দরশন!
দেখ নাথ তোমার কারণ,
ভাসায়েছি জননীরে অকূল-পাথারে!
অকাতরে ত্যজিয়াছি শৈশবে সংসার!
বনবাসী!—কৌমারে সন্ন্যাসী!
বনে বনে, দুরন্ত শ্মশানে,

অন্বেষণে ঘুরেছি একাকী!
গেছি সাগরের কূলে!—সিংহের কবলে!
দুখী ব'লে দয়া যদি হ'ল
দেখা দাও,—বাসনা পূরাও!
কত ক'রে সকাতরে ডেকেছি তোমারে,
নাম ধ'রে করেছি চীৎকার,
ঢালিয়াছি নয়নের ধার,
অশ্রু-জলে ব'য়েছে পাথার,
সে রোদন কাণে কি হে পশে নি শঙ্কর!!!

চণ্ডাল। রে বালক!
কি বুঝিবি আমার হৃদয়!
ভক্ত যদি কণ্টকেতে পা'য় ব্যথা পায়
সে কণ্টক কৈলাসেতে যায়,
শেল হ'য়ে হৃদয় বাজায়;
দিবা নিশি এই হৃদি মাঝে
সেইরূপ কত শেল বাজে
কি বুঝিবি, তুই যে বালক!
মরু-ভূমে গহনে শ্মশানে
তব সনে গেছি পথে পথে,
কেঁদছ—কেঁদেছি সাথে সাথে;
ডাকিয়াছ "কোথা ওহে কৃপা-পারাবার!"
অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে শুনেছি চীৎকার।
কল্পতরু মিলাইয়ে দিনু গুরু;
গুরুর কৃপায়, দিবানিশি মন্ত্র-সাধনায়,
কর্ম্ম-ক্ষয় হ'ল এত দিনে;

মম সনে হইল মিলন ;
উমা সনে একাসনে ওই মোরে কর দরশন !

(চণ্ডালমূর্ত্তির অন্তর্ধান। শিবদুর্গার আবির্ভাব।)

শঙ্কর।

তোরে ভালবাসি, রে হৃদি ! পিয়াসি' ! আঁখি ভ'রে হের হরে,
যোগি-জন-মনো-মোহন-মাধুরী, হেরিলে পাগল করে।
কল কল কল, সুরধুনী খেলে, নিবিড় জটার তলে,
ধক ধক ধক, হুতাশন জ্বলে, 'ফটিক-ধবল ভালে।
ফণ ফণ ফণ, বেড়িয়ে শরীর, গরবে ফণিনী গাজে,
ঝক ঝক ঝক, চাঁদিমার কলা, ঝলিছে ললাট মাঝে।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু, বামে আঁখি ঢলে, কি জানি কাহার আশে,
মৃদু মৃদু মৃদু, ব'সে বাম-পাশে, অচল-কুমারী হাসে।
বিভব সম্পদ, সুরপতি-পদ, অধীন কিছু না মাগে,
হে ভবেশ ! যেন, জনম জনম, চরণে ভকতি থাকে।

(প্রণাম)

শিব। শুন বৎস,
নিদারুণ অবিদ্যা-বিপাকে
শোকে তাপে তপ্ত ধরাতল !
অশ্রু-জল মুছাতে যতনে,
তত্ত্ব-কথা ছড়াতে ভুবনে,
বেদের সিদ্ধান্ত যাহা বেদান্তের মত
কর' তুমি ভারতে প্রচার ;
দিনু বর
পর-তত্ত্ব-অন্বেষণে স্ফূর্ত্তি পাবে মতি
ধী-শক্তি কূটার্থ-বিচারে,

কল্পনায় দীপ্ত হ'বে সমুজ্জ্বল-বিভা
প্রতিভা খেলিবে অন্তস্তলে ;
আর শোন',
যে পরম-জ্ঞান তুমি পরিণামে পা'বে,
চরমে আমার সনে যে জ্ঞানে মিশিবে,
আজ, বৎস, প্রসাদে আমার
চারি ধার হের, সেই জ্ঞান-চক্ষুঃ ভ'রি।

(শিবদুর্গার অন্তর্ধান।)

শঙ্কর। একি হেরি! একি হেরি! খুলিল নয়ন!
ভেঙে' গেল জাগ্রৎ-স্বপন!
জল-স্থল-তরু-লতা-গগন-পবন
রবি-শশি-তারকা কোথায়!
ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! ভ্রান্তি সমুদয়!
বিভুময় বিশ্ব-চরাচর!
নানা ভাবে বিভুরে ভাবায়
অবিদ্যার মোহ-আবরণ!
সর্প-বুদ্ধি রজ্জুতে যেমন!
ছাড় ভ্রম! মেল রে নয়ন!
"সদানন্দ-রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং!!!"
ভ্রম সব ক্ষিতি-অপ্-তেজ'-বায়ু-ব্যোম্!
"সদানন্দ-রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং!!!"

(প্রস্থান)

## প্রথম অঙ্ক।

৫ম দৃশ্য।

কুটীর-প্রাঙ্গন। বেদান্ত পুঁথি হাতে পদ্মপাদ।

পদ্মপাদ। আমি কোন'দিন শান্তির আশায় দরিদ্রের কুটীর থেকে ভূপতির প্রাসাদ পর্য্যন্ত অন্বেষণ ক'রেছিলেম। কামিনী-হৃদয়ের কোমল প্রেমকে কমনীয় শান্তির আকর মনে ক'রে নারী-কুলের চিত্ত-বিনোদনের জন্য দিবানিশি তদ্‌গতচিত্তে যত্ন ক'রেছিলেম। একমাত্র শান্তির উপায় ভেবে যশোলালসায় অর্থ-আশায় বুক পূর্ণ ক'রে রেখেছিলেম। কিন্তু, এক্ষণে গুরুদেব ভগবান্ আচার্য্যের কৃপায় বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি, আত্ম-সংযম ভিন্ন সুখ শান্তি কোথায়ও নাই। নারী-চিন্তা, যশ-ইচ্ছা, ধন-আশা, হৃদয়ে যত প্রশ্রয় দেবে, শান্তি পাওয়া দূরে থাক্ অশান্তির তীব্র-দংশনে হৃদয়কে সাধ ক'রে ততই শ্মশানে পরিণত করবে। যত দিন পর্য্যন্ত শম-দম-তিতিক্ষা না আসে, ততদিন হাজার শান্তি অন্বেষণ কর', কোথায়ও শান্তি পা'বে না। গুরুদেবের কি স্বর্গীয় উপদেশ! কি গভীর জ্ঞান! কি পর-দুঃখ-কাতরতা! ধর্ম্ম-পিপাসুদের পিপাসা শান্তির জন্য, সংসার-দগ্ধ অভাগাদের সান্ত্বনার জন্য, পথ-ভ্রষ্ট পথিকদের পথ-প্রদর্শনের জন্য

বেদান্ত-সাগর মন্থন ক'রে, মণি-মানিক্যময় এই সকল অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ ভাষ্য, দয়াময় শঙ্করাচার্য্য অনন্ত-ভবিষ্যতের জন্য দিনরাত ব'সে ব'সে লিখ্‌ছেন। (সহসা চমকিত হইয়া)
আহা!
তেজঃপুঞ্জ কলেবরে করে আগমন
কেবা তপোধন! হেথা কিবা প্রয়োজন!

(ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ব্যাস। বদরী-আশ্রমে বাস, নাম দ্বৈপায়ন,
গিয়ে থাকি হর-গৌরী পূজিতে কৈলাসে;
এক দিন ভগবতী কহিলেন হেসে
"এস দেখে দ্বৈপায়ন, পেয়ে শিব-বর,
শিব-ভক্ত শিব-অংশ শিব-তুল্য নর,
প্রচারিতে বেদান্ত তোমার
কি রহস্য ভাঙিছে ভাষ্যেতে।"
তাই, আজ সপ্তাহ যাবৎ,
ছিনু আমি তোমাদের আচার্য্য-আশ্রমে;
দেখিলাম ভাষ্য শঙ্করের;
বয়সে বালক,—কিন্তু জ্ঞানে বৃহস্পতি!
কিবা দার্শনিক ভাষা! কি যুক্তি সুন্দর!
কিবা তর্ক! কি উজ্জ্বল প্রতিভার খেলা!
ষোড়শ বরষ মাত্র ছিল পরমায়ুঃ,
বিশিষ্টার শিব-ভক্তি বশে—
আর সেই ভগবান্ শম্ভুর আদেশে—
পরমায়ু' হ'ল তা'র দ্বাত্রিংশ বৎসর।

পদ্মপাদ। নমি পদে ভগবন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন!
নমি পদে মহাকবি মহাভারতের!

(প্রণাম)

ব্যাস। শুন' বৎস,
সার্ব্বভৌম বৌদ্ধ-অধিকারে
আর্য্য-ধর্ম্ম লুপ্ত ধরা'পরে;
আর্য্য-গণ যথেচ্ছ করিছে,
স্বেচ্ছামত ধর্ম্মেরে গড়িছে;
তাই
তোমাদের আচার্য্য-প্রধান,
আমার আজ্ঞায়,—
যে অবধি ধরা 'পরে স্থিতি-কাল তা'র
পরমার্থ পরতত্ত্ব প্রচারিবে ভবে;
ভক্ত-শিষ্য তোমারা ক'জনে,
দিবানিশি থাকি' তাঁর সনে,
সুখে দুখে, দিবসে নিশীথে,
গুরু-সেবা ক'র কায়-মনে।

পদ্মপাদ। দেব,
বড় ভাগ্য, গুরু-সেবা ঘটিবে জীবনে!
প্রাণ-পণে সেবিব চরণ,
অনুক্ষণ রব' পাশে পাশে,
পা'ব জ্ঞান নিত্য নিত্য নব উপদেশে!

ব্যাস। উদ্দেশে তোমার, হের, ল'য়ে শিষ্যগণ
আগমন করিছে শঙ্কর!

যাই আমি নিজের আশ্রমে,
গুরু-সনে থাকিও সর্ব্বদা!
মণ্ডন নামেতে আছে বিদ্বৎ-প্রধান,
লীলাবতী ভার্য্যা তার বিদুষী ভুবনে,
সত্যে বেঁধে সাক্ষী মেনে তা'রে
মণ্ডনের সনে আগে হইবে বিচার;
ভ্রান্তি তার ক'রে নিরসন,
জয় ক'রে আর আর ভ্রান্ত-বুধ-গণ,
ধর্ম্মতেজে আলোকি' ভুবন,
ধর্ম্ম-পথ প্রচারিয়ে ভবে,
শঙ্কর শঙ্কর-অংশ শঙ্করে মিশাবে।

(প্রস্থান। সশিষ্য শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।
পদ্মপাদের প্রণাম।)

শঙ্কর। পদ্মপাদ,
চল তুমি সাথে আমাদের,
দিগ্বিজয় বাঞ্ছা গিরিশের!

পদ্মপাদ। গুরুদেব,
অবগত সমুদয় ব্যাসের বদনে;
চরণের চির-সঙ্গী আমি।

শঙ্কর। তবে
এক প্রাণে সকলেতে মিলে
শিব-গুণ গাহ যাত্রা-কালে।

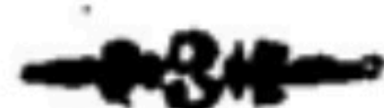
## গীত।

সকলে—

কি ব'লে তোমারে শিব ডাকিব বল হে তাই
রবি-শশি-গ্রহ-তারা ভ্রমিছে মহিমা গাই'।
ভাবিতে ভাবিতে তোমা আপনা হারায়ে যাই
তোমারে হারালে নাথ হতাশে আকাশে চাই।
তোমার স্মরণে প্রাণে দ্বিগুণ শকতি পাই
নামেতে শিহরে অঙ্গ তোমার তুলনা নাই।

(প্রস্থান)

# দ্বিতীয় অঙ্ক।



## ১ম দৃশ্য।

সুসজ্জিত গৃহ। লীলাবতী ও মণ্ডন।

লীলা। আমার আয়ু' বোধ হয় সাঙ্গ হ'য়ে এসেছে।

মণ্ডন। সে কি লীলাবতি!

লীলা। হ্যাঁ, দেখে নিয়ো আমি আর বাঁচ্‌ব না।

মণ্ডন। সে কি, অমন ক'রে কষ্ট দিচ্চ কেন?

লীলা। কষ্ট কি? তোমায় রেখে চ'লে যাব, আমার কত আমোদ।

মণ্ডন। কেন! কি হ'য়েছে?

লীলা। আমি রোজ স্বপ্ন দেখি আমার শ্বশুর শাশুড়ী বাপ্‌ মা সকলে যেন স্বর্গে থেকে নেবে এসে আমায় ডাকেন।

মণ্ডন। কি সেই কথা আবার ভাব্‌চ? স্বপ্ন সব মিথ্যা তা' কি জান না? আমার কাছে ও সব ব'ল না।

লীলা। আচ্ছা আমার কথা মনে থাক্‌বে তো, না ভুলে যাবে?

মণ্ডন। লীলাবতি তোমার কথা কি আমি এ' জীবনে ভুল্‌তে পারি? আর ও' রকম ব'ল না। অন্য কথা তোল'।

লীলা। আচ্ছা বল দেখি ছেলে বেলার কথা তোমার আজও মনে আছে ?

মণ্ডন। ছেলে বেলাকার কথা কি লীলাবতি ভোলা যায় ?
বর্ত্তমান্ জনক-জননী !
কি আনন্দ,—নব-বধূ গৃহে এলে তুমি !
তাঁদেরি চিন্তার ভার—তাঁদেরি ভাবনা
পুত্র পুত্র-বধূ কিসে সুখেতে কাটাবে !
লীলাবতি,
এ'জীবনে সে দিন গিয়েছে !
অতীতের সে সব কাহিনী
স্বপন সমান যেন এখন বিরাজে।

( পুস্তকাদি হস্তে কলাবতীর বেগে প্রবেশ )।

লীলা। কির‍্যা কলা ? কি হ'য়েছে ?

কলাবতী। আমাদের মঠের ধারে একদল কি রকম মানুষ এসেছে !

লীলা। আরে পাগ্লি, তাই হাঁপাতে হাঁপাতে আস্‌ছিস্ ? নে, যা' বলি লিখে নে দেখি।—তোদের সব পড়া হ'য়েছে ?

কলাবতী। হ'য়েছে।

লীলা। যা' বলি সকলে মিলে লিখ্‌গে।

( কলাবতীর খাতায় লিখিতে আরম্ভ )

(১ম) রবি-শশী কত বেগবান্ ?
(২য়) কি প্রমাণ নভো বিদ্যমান্ ?

(৩য়) কি কি গুণ ধরে সমীরণ ?

(৪র্থ) কি পদার্থ মধ্য-আকর্ষণ ?

(৫ম) ধ্রুব-তারা কত দূর ?

(৬ষ্ঠ) কি গতি তাহার ?

(৭ম) কেন টানে লঘুরে বৃহৎ ?

মণ্ডন। বল্‌না কলা,
বৃহৎ লঘুরে টানে কি প্রমাণ তায় ?
যদি তা'ই হয়,
সৌর-লোক কেন তবে টানে না ধরায় ?

লীলা। বল্‌ তো কলা
পাঠ স্বীকার কর দেখি আগে
গুরুর কাছে পাওনি এমন কত শিখ্‌তে পাবে।

কলা। ঐ দেখুন সেই রকম একটা লোক আকাশ থেকে নাব্‌চে, আমি সকলকে ডেকে আনি গো।

(ছুটিয়া প্রস্থান। শঙ্করাচার্য্যের যোগমার্গে
আকাশপথে অবতরণ।)

শঙ্কর। ছি ছি
শুনি তুমি বিদ্বৎ-প্রধান,
দ্বারে দ্বারী কত অত্যাচারী
বিনাদোষে কত প্রাণ নাশে,
হে ধীমান্‌
তা'র কিছু রাখনা সন্ধান ?
হেরে প্রাণে লাগিল বিস্ময়,
শমন-কিঙ্কর প্রায় ভীম প্রতিহারী

হানে বাড়ি ভিখারীর গায়,
অতিথিরে হুঙ্কারে খেদায়,
গৃহমাঝে গৃহস্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমায়!
দেখ বেত্রাঘাত,
সর্ব্বাঙ্গেতে রুধিরের পাত,
অপরাধ চেয়েছি সাক্ষাৎ।
বুধবর,
তোমার এ' হেরি' ব্যবহার
অর্থ সাথে পাণ্ডিত্যেতে জন্মিল ধিক্কার।

মণ্ডন। রে অবোধ!
ধর্ম্ম সাথে সাধিছ বিরোধ?
জ্ঞানশূন্য কে সে বেদদ্বেষী
কলিকালে যে তোমারে সাজালে সন্ন্যাসী?
মূর্খাধম, করহ প্রস্থান,
না হেরিব বেদ-অপমান।

শঙ্কর। হে বিদ্বন্,
ভ্রম তব করিব শোধন;
জেন' আমি দ্বৈপায়ন প্রেরিত সন্ন্যাসী;
কলিতে সন্ন্যাস নাই—বেদ তার চাই;
নাহি অন্য সাধ,
ভিক্ষা শুধু তোমা সনে বাদ প্রতিবাদ;
সাথে মোর আছে দণ্ডিগণ,
প্রতিহারী প্রবেশিতে করিল বারণ,
তাই তা'রা দ্বারে তব আসন পেতেছে।

মণ্ডন। রে বাতুল অর্ব্বাচীন কা'র সনে বাদ?

শোন নি কি মণ্ডনের নাম ?
যা'র গুণগ্রাম
ধরাধাম আলো ক'রে ঘোরে !
কীর্ত্তি যা'র প্রদীপ্ত বিভায়
সিন্ধুপ্রান্তে দিগন্তে খেলায় !
লোটে পা'য় ভূপতির শির !
এক যা'র সার্ব্বভৌম দাপে
বুধবৃন্দ থরহরি কাঁপে !
প্রতাপেতে ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল !
রে বাচাল,
নাহি হেন কাল,
তোমা সনে করিব বিচার।

শঙ্কর। শুন' বুধবর,
যদি তুমি শিশু ব'লে না কর' বিচার,
যেথা যা'ব কুকীর্ত্তি ঘোষিব;
আচরিব যাহে তব হয় অপমান ;
প্রাসাদে, কুটীরে, বনে, নগরে, প্রান্তরে,
অপযশ গা'ব ঘুরে ঘুরে ;
বাল বৃদ্ধ-ভূপতি-ভিখারী
নর-নারী উদাসি-সন্ন্যাসী
যখন যাহারে পা'ব কহিব সকলে
"গণ্য বুধ-কুলে
কালে কভু আছিল মণ্ডন,
এবে তা'র বিস্মরণ এসেছে দারুণ ;
বিচারার্থী হেরিলে শিহরে,

আড়ম্বরে রাখে পূর্ব্ব-মান,
কাঁপে প্রাণ তর্ক নাম হ'লে,
সদা ভয় পাছে পরাজয়,
পাছে হয় গৌরবের ক্ষয়,
নেহারিলে বিপক্ষ-বিবুধে
উঠে ঘাত মুহু র্মুহু বুকে,
ভয়েতে কালিমা ভাসে মুখে,
দু'খে তা'র পশু-পাখী কাঁদে!

মণ্ডন। আরে শিশু বড়ই নির্ভয়ে
বাক্য-বাণ হানিলি হৃদয়ে!
আগম, নিগম, কিবা, তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ,
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজের নীতি,
তর্ক-শাস্ত্র, রতি-শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন,
যাহে তোর আছে অধিকার,
প্রশ্ন কর্, চল্ গিয়ে দেখাই বিচার।—

(গমনোদ্যত)

শঙ্কর। কেন হেন বিষম উতলা!
পলাল কি ছুটিয়ে বিচার?
শুন' কথা—
ভার্য্যা তব মধ্যস্থা বিচারে,
ধর্ম্মে চাহি' সে কহিবে জয়-পরাজয়;
আর,
নহে ইহা শিশু-খেলা,—ধর্ম্মের বিচার!
এস, করি পণ,
সে বিচারে আমি যদি হারি,

হৃষ্ট-চিত্তে ছাড়িব সন্ন্যাস,
গুরু-পদে বরিব তোমায়,
সে হৃদি করিব বামা-কেলি-সরোবর
পুরহর যেথা শোভা পায়,
আর, যদি তব পরাজয়,
শিষ্য হ'বে, ধরিবে সন্ন্যাস,
অগ্রাহ্য সকল, কৌপীন সম্বল,
অবিরল তরু-তলে বাস ;
যে অঙ্গে সুগন্ধি-দ্রব্য কর' বিলেপন
ভস্ম তা'র হ'বে আচ্ছাদন ;
বিসর্জ্জিবে কামিনী-কাঞ্চন,
ভোগত্যাগী ভিক্ষাজীবী দীন হীন ভাবে
কাটাইবে বনে বনে নিরীহ জীবন।

লীলা। নহে নাথ সামান্য এ' জন !
প্রয়োজন নাহি প্রতিজ্ঞায় ;
গম্ভীর বদন, হের, প্রশান্ত মূরতি !
দেহ-কান্তি ফুল্ল-নিরমল !
আঁখি যেন অন্তস্তল বেঁধে !
নাহি বুঝি কেঁদে কেঁদে কেন উঠে মন !
মহাজন হ'বে বা বালক !
আসিয়াছে করিতে ছলনা।

মণ্ডন। লীলাবতি,
হও সতি মধ্যস্থা বিচারে,
অনুমতি ক'র না লঙ্ঘন ;
পতি-ভাব করিয়ে বর্জ্জন

ভাব' মোরে সাধারণ নয় ;
বিচারান্তে বুঝিয়ে সকল
অবিকল ক'বে ফলাফল ;
উঠ ত্বরা, এস সুলোচনে,
অর্ব্বাচীনে বাক্য-বাণে বিঁধেছে হৃদয় ;
কাল-ক্ষয় কর' যদি আর
পতি-হত্যা সম পাপ লাগিবে তোমার।

(মণ্ডন ও শঙ্করের প্রস্থান।)

লীলা। হায়!
বদ্ধ পতি নিদারুণ প্রতিজ্ঞার পাশে,
না জানি অদৃষ্ট মোর কি কঠোর হাসে!

(প্রস্থান।)

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## ২য় দৃশ্য।

বিদ্যা-গৃহের বহির্ভাগ। লীলাবতীর বেগে আগমন।

লীলা। নিরুপায়!—নিরুপায়!—হ'ল পরাজয়!
কি করি সম্প্রতি, দণ্ড লয় পতি!
কেহ কি গো আছ দয়াময়
অসময়ে ডাকিহে তোমায়!
পতি মোর হ'বে দণ্ডধারী,
নারী হ'য়ে কেমনে সহিব!
কেমনে রহিব একা গৃহে!
শিশু-বেশী কে তুমি সন্ন্যাসী—
কাল হ'য়ে আসিলে নারীর!
বিচারেতে পরাজিত পতি
সতী নারী কি দোষ ক'রেছে!

(দণ্ডি-বেশে মণ্ডনের প্রবেশ।)

মণ্ডন। এই নে আমি সন্ন্যাসী সেজেছি; এতক্ষণে বোধ হয় তোর সাধ মিটল। লীলাবতি এতদিন আমি অন্ধ ছিলেম, আজ আমার চোখ ফুটেচে, যাবার সময় বেশ বুঝে যাওয়া গেল, রমণীর প্রণয়, রমণীর ভালবাসা, কেবল সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। উঃ, যাহাকে আমি প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাস্তেম, সংসার-গহনে জীবনের

একমাত্র প্রিয়তমা সঙ্গিনী মনে ক'ত্তেম, অনন্য-শরণা আশ্রিতা লতিকা মনে ক'রে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রেও যা'র সুখ-শান্তি অন্বেষণ ক'ত্তেম, তা'র এই কায'! আরে পিশাচি লীলাবতি তোর এই কায'! তুই কি বুঝে, কোন্ সাহসে, কোন্ যুক্তিতে, সাধারণের নিকট, আমার তর্ক কুতর্ক হ'চ্চে ঘোষণা ক'রে মূর্খ-সন্ন্যাসীর কুতর্কের পক্ষ সমর্থন ক'রে চ'লে এলি! তুই কি ক'রে বল্লি, তর্কের মুখে আমি নিজের ভ্রম দেখ্‌তে পাচ্চিনে! যে সন্ন্যাস কলিতে ঘোর পাতকের আলয়, সেই সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বার জন্যে পতিকে অকাতরে বিদায় দিলি? আরে পিশাচি, কাঁদিস কি! কেঁদে কি আর ভালবাসার পরিচয় দিতে পার্‌বি? কাল-সর্পী হ'য়ে মর্ম্মে মর্ম্মে যে বিষম দংশন ক'রেচিস্, দু'টোপ চোখের জল দিয়ে কি সে জ্বালা আর সান্ত্বনা ক'ত্তে পার্‌বি? ভেবে ছিলাম তোর আর মুখ-দর্শন কর্‌ব না, কিন্তু যে তুষানল তুই এ'জীবনে জ্বালিয়ে দিলি, তা' একবার তোর কাছে না ব'লে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌লেম না। থাক্ তবে, আমি চল্লেম।—

লীলা। (পা'য়ে ধরিয়া)

কোথা যাও, ফিরে চাও বারেক কৃপায়,
চির-দাসী পদে আজ আশ্রয় মাগিছে;
আছে কি না আছে মনে, দেখ বিচারিয়ে,
স্মরিতে শিহরে কায়,

কহিলে হে উন্মত্তের প্রায়,
পতি-হত্যা-সম-পাপ লাগিবে আমায় ;
তোমারি আদেশে, আর, সে কলুষে ডরি',
করিয়াছি সত্যের পালন,
নিজে আমি ডাকিয়াছি নিজের মরণ ;
তবু,
যতক্ষণ র'বে প্রাণ দাসীর শরীরে,
যতক্ষণ ব'বে শ্বাস পাপ-কলেবরে,
কা'র সাধ্য জোর ক'রে তোমারে কাড়িবে ?
নারী,—তবু শাস্ত্র-চর্চ্চা ক'রেছি শৈশবে,
হ'বে আজ পরীক্ষার দিন ;
হে স্বামিন্
রাখ কথা, থাক ক্ষণ-তরে,
দেখ আজ চির-দাসী পারে কি না পারে
সন্ন্যাসীরে প্রতিফল দিতে,
পতি-ধনে রাখিতে ভবনে।

মণ্ডন। এতক্ষণে বুঝেছ কি ভ্রম ?
ক'রে পাপ অনুতাপ এল কি এখন ?
চল তবে নিজ ভ্রান্তি ক'বে,
অর্ব্বাচীন সন্ন্যাসীরে প্রতিফল দিবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

### ৩য় দৃশ্য।

বিদ্যা-গৃহ। ছাত্রীগণ ও শঙ্কর দণ্ডায়মান।
মণ্ডন ও লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। হে সন্ন্যাসি'
ঠেকিয়াছি আজি ঘোর দায়,
সত্য ক'রে সত্যে পতি পালিতে না চায়!
হেরি চমৎকার,—
পুরুষ-আকার
কিন্তু
মন ছার ললনার মত!
দেখ' ধীর,
গণ্ড বহি' ঝরে বুঝি নীর,
সকাতরে চায়,
ছল ছল আঁখি বিষাদ জানায়,
দেখে হয় করুণা-সঞ্চার!
সাধূত্তম, যেথা লয় মন
পতি-সনে করহ গমন;
হেরি যেই অশুভ লক্ষণ
প্রয়োজন নাহি বিলম্বেতে।

মণ্ডন। আরে—আরে—পাতকিনি!
কপটতা এসেছ খেলিতে?
রমণীর বেশ ধ'রে কে এ' পিশাচিনী!

রে পাপিনি, কাল-ভুজঙ্গিনি,
পত্নী হ'য়ে আছ গৃহে দংশিতে আমায়?
এখনো যাস্ নি জ্ব'লে পতি-কোপানলে?
আকাশে কি বজ্র নাই বিনাশিতে তোকে?

লীলা। বৃথা কোপে কেন জ্বল' নাথ!
মৃত্তিকার কায়,—যা'বে মৃত্তিকায়,
ধরাধামে সত্যই সকল,
সেই বল, পথিকের সেই সে সম্বল;
দারা পুত্র ধন জন বিফল সকলি।

মণ্ডন। একি! একি! কনকের কণ্ঠমালা ভেবে
গল-দেশে বিষধরী ক'রেছি বেষ্টন!
শোন্ ওরে স্বামিদ্বেষি' শিক্ষিতা রমণি,
ভেবেছিস্ জন্ম-শোধ বিসর্জ্জিয়ে পতি
মন-সাধে নির্ব্বিবাদে কাটাবি যৌবনে,
নিধুবনে মত্ত র'বি উপপতি সনে;
পতি-শাপ পাপীয়সি রাখ্ মনে ক'রে
"পরমায়ু' সাঙ্গ তোর মাসেকের পরে।"

(রাগের সহিত প্রস্থান।)

শঙ্কর। তুমি সতি জ্ঞানবতী অদ্বিতীয়া ভবে,
কহ তবে কি হেতু রোদন?
খ্যাতি তব চিরদিন ভুবন গাহিবে;
সত্য-ধর্ম্ম পালিবারে গেলে,
বিনা দোষে পেলে পতি-শাপ,
মনস্তাপ লাগিল তোমার,
লহ বর যদি কিছু বাঞ্ছা থাকে প্রাণে।

লীলা। এত ক্ষণে উদ্দেশ্য-পূরণ !
ইষ্ট-সিদ্ধি এতক্ষণ পরে !
আর কোথা পলাবে সন্ন্যাসী,
দাসী তবে উদ্ধারিল পতি।
সতীত্বেরে করিতে প্রমাণ
ইষ্ট-দেব পতি সনে অসতীর ভান।
যা রে কলা, বল্ গিয়ে তাঁ'রে
বৃথা শাপ দিলে দুখিনীরে,
বিনা দোষে আয়ুঃ নিলে হ'রে ;
তাঁ'রি তরে এ পাপ চাতুরী
সতী নারী তাঁ'রি তরে সেজেছে অসতী।

(কলাবতীর প্রস্থান)

শাস্ত্র-আজ্ঞা জান তুমি ধীর
সতী-নারী অর্দ্ধাঙ্গ পতির ;
সে অর্দ্ধেক না করি' বিজয়
ভেব' নাকো পতি-পরাজয় ;
বর দিতে ক'রেছ স্বীকার,
সাধূত্তম, পাল' অঙ্গীকার ;
দাও বর,—মোর সনে করিবে বিচার ;
সে বিচারে ফলাফল দেখে
স্থির হ'বে দোঁহাকার জীবনের গতি।

শঙ্কর। ভাল সতি, লও বর, করহ বিচার,
রক্ষা কর' পতিরে তোমার ;
যদি হারি ছাড়িব সন্ন্যাস,
ভাসাইয়ে দিব জলে দণ্ড-কমণ্ডলু।

লীলা। স্বামী-দ্বেষি' দেখ'হে সন্ন্যাসি'
অপমান ক'রেছ পতির
আজি তা'র যোগ্য সাজা দিব
পুনর্ব্বার সংসারী সাজাব।

শঙ্কর। শুনহ সুন্দরি,
ব্রহ্মচারী,—নারী সনে নিষিদ্ধ নিবাস,
তপোহ্রাস বামা-সহবাসে ;
কি বিচার প্রশ্ন কর' তা'র,
শুধে ধার পরিহরি ললনার দল।

লীলা। হের ব্রহ্মচারি', চারিধারে নারী,
নারী সাথে প্রতিজ্ঞা তোমার,
নারী-সনে রতি-শাস্ত্র হউক বিচার।

শঙ্কর। শুন' সতি, রতি-শাস্ত্র নাই আলোচনা,
প্রাণে কভু করি নি কো নারীরে ধারণা,
আঁখি তুলে দেখি নি ললনা ;
জানি না কো মাতায়ে যুবায়
বিলাসিনী কি খেলা খেলায় !
ব্রহ্মচারী,—নারী-কথা নিষেধ আমার,
ধর্ম্ম-শাস্ত্রে করহ বিচার।

লীলা। যদি তব সর্ব্ব-শাস্ত্রে নাই অধিকার,
বিদ্যার পরীক্ষা দিতে বিবুধ-সকাশে
কি সাহসে এসেছ সন্ন্যাসী ?
যে শাস্ত্রেতে জানা আছে, আছে অধিকার,
সে শাস্ত্রে বিপক্ষ সনে কিরূপ বিচার !
অঙ্গীকার পরস্পর জান না জিনিতে ?

শঙ্কর। একি দায়!—কোথা দয়াময়:
আজ বুঝি অনাথের তপো-ভঙ্গ হয়!
ঘেরি ব্রহ্মচারী—চারিধারে নারী,
তায়
রতি-শাস্ত্র বিচারিতে চায়!
নিরুপায়!—সত্য-ভঙ্গ হয়!
সত্য-রক্ষা তরে,
নারী-কথা, রতি-শাস্ত্র, দিব আজ স্থান,
বিচারান্তে প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান।
দেখ' কৃপা-পারাবার!
কুকথায় প্রাণে যেন না পশে বিকার!
কর' নারি কি প্রশ্ন তোমার।

লীলা। কহ কা'র ছলে অপরেতে ভুলে
আপনার হ'তে আপন হয়?
আপনার হ'য়ে হৃদয়ে বসিয়ে
সে কেন হৃদয় ছিঁড়িয়ে লয়?
কি চাহে কহেনা চাহিলে রহে না
কোথা হ'তে আসে নয়ন-পথে,
আসে, চ'লে যায়, সকলি ফুরায়,
মরমেতে কেন লাগিয়ে থাকে?
যত সে ভাবায় তত ব্যথা পায়
তবু ব্যথা চায় কিসের আশে?
ঘটে পরমাদ সাধে কেনে বাদ
বিষাদেতে সাধ কেন বা আসে?

শঙ্কর। ভাষে নারী এ'কি নব-ভাষা!!

"উদ্দেশ্য" "বিধেয়" কিছু পাই না সন্ধান!
ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার!!
শূন্য যেন জ্ঞানের ভাণ্ডার!!
সুলোচনে,
প্রশ্ন তব বিবরিয়ে কও,
"যোগ্যতা" দেখাও
যত্নে আগে নিজ-পক্ষ কর সংস্থাপন!
হ'লে পরে বিষাদ-সঞ্চার,
তখনি তো বাসনার ক্ষয়,
বৈরাগ্য-উদয়,
প্রাণে হয় প্রতিকার-মতি!
তত্ত্বে দৃষ্টি খোলে! দিব্য-আঁখি মিলে!
ভোলে জীব শোক-তাপ ব্যথা!!!
সুলোচনে,
প্রশ্নে কোথা "যোগ্যতা" তোমার?

লীলা।

সাধের ব্যথা কোমল প্রাণে সাধ ক'রে দেয় ঠাঁই,
আর কি ব্যথা ভুল্‌তে পারে, আঁখি ঝরে তাই।
কল্‌জে ভাঙে', পাঁজর ভাঙে', প্রাণ ফেটে যায় তাপে,
যতন ক'রে বুকে ধ'রে তবু ব্যথা রাখে।
ছাই হ'বে না, প্রাণ যা'বে না, দিন-যামিনী দ'বে,
দইতে দইতে, সইতে সইতে, সকল স'য়ে যাবে।
ভুল্‌বে কিসে, রয় কি বশে, আর সে গতি নাই,
সাধ ক'রে সব কেনে ব্যথা, সাধের মুখে ছাই।

শঙ্কর। ধৃতি-শক্তি আজি অপগত!!

অভিভূত তর্কের প্রভাব !!
পরাভব কূট-কল্পনার !!
নিরুপায় !—কি করি উপায় !
রতি-শাস্ত্রে শেখে বা রমণী
অর্থ-হীন ভাব-হীন বাণী !!
সুবদনি, প্রশ্ন পুনঃ কও,
বুঝাইয়ে দাও,
প্রাণে মোর হ'ল না ধারণা।

লীলা।

যায় না ধরা ধ'ত্তে গেলে, যা'র মেলে তা'র আপ্‌নি মেলে,
একটীবার ঠাঁই-সে পেলে, আর তো যাবে না।
কোমল কঠিন কতই খেলে, সক্ ক'রে সে জ্বালায় জ্বলে,
ফেলতে গেলে দ্বিগুণ জ্বালা, ফেল্‌তে দেবে না।
দিনে রেতে থাক্‌বে মেতে, ঘুর খাওয়াবে নিজের পথে,
বাঁধ্‌বে ডোরে আর তো জোরে রইতে দেবে না,
সাড় রবে না থাক্‌বে গ'লে, আস্‌বে না কো আন্‌তে গেলে,
হারিয়ে যা'বে অগাধ জলে, ফিরিয়ে পা'বে না।

শঙ্কর। কহে নারী কোন্ দেশী ভাষা ?
হেন বাণী শুনি নি কখন,
পুরাণেতে নাই নিরূপণ,
দর্শনেতে নিদর্শন নাই !!
কোথা' যাই ! কাহারে সুধাই।
যোগ-সূত্র ! কর্ম্ম-সূত্র ! সাংখ্য ! পাতঞ্জল !
কোথা আছ জৈমিনি কণাদ !
ঠেকিয়াছি ঘোর বিসম্বাদ,

নারী আজ প্রমাদ ঘটায় !
সত্যে বেঁধে সন্ন্যাস ছাড়ায় !
আজি মোর ঘোর অসময়,
এ'সময় দেহ দরশন,
করুণায় ফুটাও নয়ন ! !
শুন সতি,
রতি-শাস্ত্র কভু মোর নাই অধ্যয়ন ;
কহ বাণী এ'হেন ভাষায়,
প্রশ্ন যাহে বোঝা যায়—বোধ-গম্য হয়।

লীলা।

বুঝবে কি তা' নাই তো মানে, প্রাণের কথা প্রাণ সে শোনে,
রয় তো হৃদয় বুঝ্বে কথা, নয় তো বোঝা দায়,
লাগ্বে ধাঁধা শুন্বে যত', বুঝ্বে যত' নূতন তত',
হারিয়ে দেখ ঘুচ্‌বে ফাঁকি, আপনি বোঝা যায়।
হোক্ না কথা হাজার ঘেরে, যে ঠেকে সে অম্‌নি ধরে,
যেই মজে নি সেই বোঝে নি, দায় বোঝান' তা'য়,
বুঝবে ব'লে অগাধ জলে সক ক'রে সব হৃদয় ঢালে,
সক যা'তে রয় বুঝ্‌তে মজা, মজ্‌তে তা'তে হয়।

শঙ্কর। নারী আজ নিলে প্রতিশোধ !!!
দৃষ্টি-শক্তি-রোধ !!!
"শাব্দ-বোধ" হয় না কথায় !!!
কে কহিবে কি হ'বে উপায় !
কোথা' দেব কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন !
দেখ তব অনুমতি করিতে পালন,

দিতে হ'ল দণ্ড-বিসর্জ্জন !!
হে শূলিন্ !
শঙ্কর যে একান্ত অধীন !!
আজিকার এ' দুর্দ্দিন ঘুচাও তাহার।
ত্রিলোচন ! তোমার কারণ,
জননীরে করেছি বর্জ্জন !!
বড় আশে এসেছি সন্ন্যাসে !!
দেখ এসে, সে সন্ন্যাস যায়,
প'ড়ে আজ নারী-মন্ত্রণায় !!
তুমি, নাথ, দীন-দয়াময় !
আমি, নাথ, অনাথ-আশ্রিত !
অনন্ত আকাশ, তুমি নাথ !
আমি, নাথ, অকূল পাথারে !!
( ভূতলে বসিয়া পড়া। )

লীলা। কেন হেন হা হুতাশ ? কেন বা নিঃশ্বাস ?
এ' রহস্য, এ' মীমাংসা, যদি পেতে চাও,
তর্কের কর্কশ-চিন্তা দাও ভাসাইয়ে,
দূরে ফেল তন্ত্র-মন্ত্র-পুরাণ-দর্শন,
শেখ' প্রেম, লেখ' প্রেম-গাথা,
প্রেম-কথা কহ নারী-সহ,
হও নিজে নারীর অধীন,
নিশিদিন রহ নারী-সনে,
নারী-ধনে প্রাণে দাও ঠাঁই,
যা'বে ভ্রম, ফুটিবে নয়ন,
সূক্ষ্মতম এ' রহস্য বুঝিবে তখন।

শঙ্কর। ছি ছি নারি,—ব্রহ্মচারী আমি,
বিদ্যাবতী হ'য়ে সতি কহ হেন কথা।

লীলা। কি করিবে! উভয়থা হও যে সংসারী!
পরাভব মান' যদি, তা'ও তব পণ
বিসর্জ্জন করিবে সন্ন্যাস!
তবু যদি সে সন্ন্যাসে সাধ
দিনু ছাড়ি',—যাও চ'লে সত্য-ভঙ্গ করি'।

শঙ্কর। শুন সতি,
দীর্ঘ-জীবী হবে তব পতি,
কিছু দিন দাও অবসর,
চিন্তা ক'রে প্রশ্ন তব করিব উত্তর।

লীলা। হে সন্ন্যাসি'
লীলা-খেলা মাসাবধি মোর ;
দিনু কাল,—চিন্তা ক'রে যাহা মনে ধরে,
ব'ল এসে মাসের ভিতরে।

শঙ্কর। জননি গো!
দিছি তোরে নিদারুণ তাপ,
সেই পাপ ফলিল এখন!
স্নেহময়ি!
তোর কথা করি নি স্বীকার,
আজ এক ক্ষুদ্র নারী ধরায় সংসার!
প্রতিকার কি করি ইহার!
অকুল পাথার!!—অকুল পাথার!!

( শঙ্করের প্রস্থান। কলাবতী ও মণ্ডনের প্রবেশ। )

মণ্ডন। লীলাবতি! স্বর্ণলতি'! শান্তির সোপান!
অয়ি প্রিয়ে পতি-গত-প্রাণ!
মণ্ডন পাতকী আজ সতী-হত্যা পাপে!
অনুতাপে যাবে তুষানল!
লীলাবতি! ভারতের উজ্জ্বল রতন!
মণ্ডনের শান্তিময় স্নিগ্ধ-নিকেতন!
চকোরের শশি-কলা! পিপাসার জল!
চিরকাল স্বামি-পদে মতি,
না বুঝিয়ে অপরাধী পতি.
আজ, সতি, ক্ষম দোষ তা'র!

লীলা। প্রাণেশ্বর! কেন এ বিকার?
কত ভাগ্য!—রাখিয়ে তোমায়
লীলা তব ঘুমাইবে অনন্ত-নিদ্রায়।
কিসে দুখ?
মোর সম পাবে দেখ' কত লীলাবতী।
চল নাথ, ছাড় এ' বিকৃতি,
না হেরিলে তব হাসি মুখ
মরণেও সুখ নাই মোর।

মণ্ডন। যাব?—যাব?—কোথা যাব?
বলহীন, শক্তিহীন হ'য়েছি যে আজ!
সব শূন্য!—সব শূন্য!—ছিন্ন ভিন্ন প্রাণের বন্ধন!!

( সকলের প্রস্থান। )

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## ৪র্থ দৃশ্য।

অশ্বত্থ-মূল। শঙ্করের শিষ্য-গণ। ঘর্ম্মাক্ত-শরীরে শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। পদ্মপাদ,
আজি হত প্রায়! শক্তিহীন কায়!
পরাজয় নারীর বিচারে।

পদ্মপাদ। একি!
রক্ত-মুখ!—ঘর্ম্মাক্ত-শরীর!
শ্রান্তি-ভরে অবসন্ন-কায়।
কি উপায়!—কি হ'বে এখন!
নিদারুণ দৈব দুর্ব্বিপাক!

(শঙ্করের নিকটে গিয়া।)

গুরুদেব,
সুখে দুখে ও'পদ ভরসা,
ওই পদ নিরাশার আশা,—
হেন দশা নেহারি' নয়নে
কোন্ প্রাণে ধরিব জীবন?
দেব,
অসম্ভব কেন হেন ভাব?
কি কারণ এ' পরিবর্ত্তন?

শঙ্কর। কি কহিব আর পদ্মপাদ!
হ'ল বাদ মণ্ডনের সনে,

পরিণামে রহিল নীরব,
পরাভব কহিল আভাষে,
কিন্তু শেষে না বুঝি' চাতুরী
পড়িলাম রমণীর ফাঁদে,
কত ছাঁদে কহিল ভারতী,
দিনু বর,—রতি-শাস্ত্রে চাহিল বিচার,
হের, শেষে যে দশা আমার!

পদ্মপাদ। জয়াজয়ে, মহাজ্ঞানী হ'য়ে,
গুরুদেব কেন এ' প্রভেদ?
কেন খেদ পরাভব স্মরি'?
সবি সেই পুরারির খেলা,
মূলাধার শূলী সবাকার।

শঙ্কর। জয়াজয়ে মানি না প্রভেদ,
পরাজয়ে কিছু নাই খেদ,
প্রাণে শুধু নিদারুণ ব্যথা
বামা-পাশে আছি সত্যে বাঁধা,
আজ হ'তে মাসের ভিতর
প্রশ্নে তা'র না দিলে উত্তর
পুনর্ব্বার অদৃষ্টে সংসার!
হে শূলিন্!
শিব-দাস, শিব-ভক্ত, শিব-গত-প্রাণ,
শিব-নামে উন্মাদ পাগল,
প্রতিফল এই দিলে তা'য়!
জ্ঞান-হারা শিব-গুণ-গানে
নাচে গায় হাসে শিব-নামে

পরিণামে এই হ'ল তা'র।
পদ্মপাদ!
দেখা পেলে ব'ল আশুতোষে
"কিবা দোষে ছাড়ালে সন্ন্যাস?"

দৈববাণী। মৃত অমরক রাজ শায়িত চিতার মাঝ
ধর, বৎস, ধর উপদেশ,—

শঙ্কর। শোন শোন দৈববাণী কি কহে কাহিনী!

দৈববাণী। মৃত অমরক রাজ শায়িত চিতার মাঝ
ধর, বৎস, ধর উপদেশ,
যোগে তনু তেয়াগিয়ে সত্বর সে রাজ-দেহে
তপোবলে কর গে প্রবেশ।
সেই দেহে ল'য়ে নারী রতি-বিদ্যা শিক্ষা করি'
এস ফিরে মাসের ভিতরে,
তব দেহ শিষ্যগণে রেখে দেবে সযতনে
যত দিন না আসিবে ফিরে!

শঙ্কর। পদ্মপাদ!
বৃথা আর কাল-ক্ষয় ক'রে!
চলিনু সংসারে,
কুল-হারা অন্ধ নরে ঘোরে ফেরে যেথা!
যেথা,
মোহ-বাণ হানে বামাগণ,
প্রলোভন হাসে চারিদিকে,
যেথা, ক্লান্ত নর ইন্দ্রিয়-তাড়নে
রিপুগণে করে হুহুঙ্কার,

ঠেকি' দায় চলিনু সেথায়!
পদ্মপাদ!
যদি দেখ সংসারের ভীষণ কল্লোলে
জীবনের লক্ষ্য ভুলে যাই,
যেয়ো সেথা তোমরা সবাই,
তত্ত্ব কথা দিও উপদেশ
এ আদেশ ভুল না আমার;
আসি তবে, কি আর কহিব!
যদি দেখ সংসারেতে দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে,
আছি মোহে দারা পুত্র ল'য়ে,
জ্ঞান দিয়ে, আঁধার ঘুচায়ে,
সবে গিয়ে কহিও তখন,
"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ!"
যদি দেখ গুরু তোমাদের
সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে
পথ-ছাড়া কুল-হারা অন্ধ-পারা ঘোরে।
'কোথা কুল' 'কোথা কুল' ক'রে,
সবে মিলে কহিও তখন
"কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।"
অনিত্যেতে মত্ত হ'য়ে যে দিন ভাবিব
ভবধামে চির দিন রব',
আসিবে না মরণের দিন,
সবে গিয়ে বুঝাইয়ে কহিও সে দিন

"নলিনী-দল-গত-জলমতি তরলম্
তদ্বদ্-জীবন মতিশয়-চপলম্।"
ঘুরি ফিরি যদি দেখ অকূলেতে প'ড়ে
"গতি নাই" "গতি নাই" ক'রে,
পদ্মপাদ!
সবে গিয়ে ব'ল তার-স্বরে
"গতিরিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"
যদি পেয়ে দারা-পুত্র-গণ
নিত্য-ধন হই বিস্মরণ,
অভাগারে বলিও তখন,
"যাবৎ বিত্তোপার্জ্জন-শক্তঃ
তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর দেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥"
যদি দেখ সংসারেতে সুখ-লালসায়
ঘুরি ফিরি অনিত্য-আশায়,
যেয়ো সেথা, কহিও আমায়,
"কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ।
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-ভাণ্ডম্॥"
পদ্মপাদ!
যদি দেখ মাতিয়ে সংসারে,

যৌবনেতে যুবতির হাসি-মুখ হেরে
ধর্ম্মভার ফেলে রাখি বার্দ্ধক্যের তরে,
উচ্চৈঃস্বরে সকলেতে গাহিও তখন,
"বালস্তাবৎ ক্রীড়া-সক্তঃ
তরুণ স্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ॥"
আসি তবে, কাল ব'য়ে যায়,
পদ্মপাদ,
শিবগুণ শুনাও আমায়।
(দেহ-ত্যাগের জন্য যোগাসনে উপবেশন।)

শিষ্যগণ। গীত।

আদি সময়ে যবে, না ছিল জল 'থল.
না ছিল সমীরণ, না ছিল বিমান,
আছিল মহাকাল কেবল ঈশান।
কালে হৃদয়ে তাঁর সাধ জাগিল কভু
রাজিল রবি শশী নিখিল-ভুবন
রাজিল জীবকুল চেতন পরাণ।
আবার পাগল কবে এ খেলা বিনাশিবে
সাজিবে নিজ মনে ভৈরব ভীম
বাজিবে ঘন ঘন প্রলয় বিষাণ।

পদ্মপাদ। চল ভাই গিরিগুহা মাঝে
তৈলে ফেলে রাখি মৃতদেহ।
(মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।)

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## ১ম দৃশ্য।

শ্মশান। অমরক রাজার মৃতদেহ ধরিয়া চিতায় রাজ্ঞীর উপবেশন। নিকটে মন্ত্রি-সেনাপতি প্রভৃতি অনুচরগণ দণ্ডায়মান।

রাজ্ঞী। শুন মন্ত্রি' মন্ত্র-পূত ক'রে
দাও বহ্নি দম্পতির শিরে,
কাল হ'রে কিবা প্রয়োজন?
বোঝ না কি বৈধব্য-বেদন?
হের ওই, দেব-কন্যা-গণে
ব'সে আছে স্বর্গীয়-বিমানে!
পতি সনে চলে সতী সহমরণেতে,
নিনাদে মঙ্গল-বাদ্য বাজাও চৌদিকে,
উচ্চ-তানে গাহ জয়-ধ্বনি।

মন্ত্রী। রাজ-রাণি, শোন মা জননি,
প্রজা-কুল ব্যাকুল সবাই;
তোর যে, মা, সন্তান তাহারা,
মা-হারা কেমনে তা'রা কাটাইবে দিন?
অধীনের রাখ' কথা, মাগো, ধৈর্য্য ধর,
ধরা হ'তে ভূপতির কর' পারত্রিক।

রাজ্ঞী। হের মন্ত্রি' দাঁড়ায়েছ ভয়ঙ্কর স্থলে!
ধু ধু ক'রে জ্বলে নর-কায়!
দেহী হেথা দেহ ছেড়ে অনন্তে মিশায়!
আগ্নেয় অক্ষরে হের কহিছে শ্মশান,
"জীবনের এই পরিণাম"!!

হেলে দুলে চটুল পবনে,
হের, চিতা লিখিছে গগনে,
"নর নারী ধনী কি নির্ধন,
সমভাবে ধাতার সৃজন,
শ্মশানের কলেবর করিতে পোষণ ! !"
দাঁড়াইয়ে এ' হেন প্রদেশে,
ছি ছি মন্ত্রি' মতি মোরে দিতেছ কলুষে ?

অমরক। (শঙ্করের আবির্ভাব হওয়ায় চৈতন্য পাইয়া)
নিদ্রাবেশে ছিনু অচেতন !
বম্ শিব, বম্ ত্রিলোচন !
(ভয় পাইয়া দুই এক জন ভৃত্যের দূরে পলায়ন।)

রাজ্ঞী। একি !—একি !—মূর্চ্ছা মাত্র তবে !
দেবতা গো,
তাই কর' ! তাই কর' আজ !
ভিক্ষা দাও অনাথিনী দুখিনীর ধনে,
প্রজাগণে করহ সনাথ !
এস মন্ত্রি', রাখি শয্যাপরে,
এখনো জীবিত রাজা, ধরসে রাজারে।
(অমরকের দিকে ফিরিয়া)
মহারাজ !
কেন হেন নিস্পন্দে চাহিয়ে ?

অমরক। (অন্যমনস্ক হইয়া)
হেরিতেছি চিতার মাঝারে
হুহু ক'রে নর-দেহ পোড়ে !

শুনিতেছি অস্ফুট-ভাষায়
ধূধূ ক'রে চিতা গেয়ে যায়,—
"হে ধনিন্‌! কাঙালে খেদাও,
হে দাম্ভিক! দম্ভ নিয়ে রও,
দিনান্তেও হয় কি স্মরণ
চরমের শ্মশান শয়ন?"

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুল-ক্রমে এখানে আনা হয়েছিল।
আবার রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক্?

অমরক। রাজা? রাজা?
রাজা যদি কেন হেন বেশ-বিপর্য্যয়!
রাজা যদি রাজ-বেশ রাজ-ভূষা কই?

মন্ত্রী। হে ভূপতি,
আনীত শ্মশান,
দুর্ঘটনা ক'রে অনুমান।

অমরক। বুঝেছি!—বুঝেছি!
রাজ-বেশ কাঙালে দেখাতে!
রাজ-ভূষা ললনা ভোলাতে!
সে সকল খ্যাতি আর লাম্পট্যের তরে!
সে সকল নারী-মাঝে প্রমোদ-আগারে!
নহে তাহা শ্মশানের তরে!!

(শূন্যে শিবের আবির্ভাব)

শিব। মায়া,—মায়া,—

(শূন্যে মায়ার আবির্ভাব)

মায়া। কহ তাত,
কি কারণ স্মরণ দাসীরে?
(প্রণাম।)

শিব। মায়া,

যোগ-ভরে পশিয়াছে শঙ্কর আমার

হের ওই অমরক-দেহে ;

কিন্তু তা'র পূর্ব্বভাব নহে তিরোভাব,

সে সংস্কারে আপনারে হেরিছে নির্লেপ,

যাও মায়া, আশু গিয়ে স্পর্শ কর' দেহ,

পুনঃ মোহ করহ সৃজন।

মায়া। ত্রিলোচন!

তপোবলে যে আমারে বিসর্জ্জন দেছে,

তা'র কাছে পশি, হেন কি শক্তি আমার?

শিব। ছাড়' ডর,

ভক্তের হিতের তরে

মোর বরে যাইবে সেথায়।

মায়া। দাসী তবে চলিল ত্বরায়।

(শিবের অন্তর্ধান ও পশ্চাৎ হইতে গুপ্তভাবে অমরকের দেহ স্পর্শ করিয়া মায়ার অন্তর্ধান।)

অমরক। (রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া)

আহা!

দেহের শীতল কান্তি! রক্তিম কপোল!

অধরে লাবণ্য ঝরে! মরি কি রূপসী!

ভূমে খসি' যেন পূর্ণ-শশী!

যৌবন-ভরা গোল-বাহু-ডোরে

কেন মোরে রেখেছ বেড়িয়ে?

সুলোচনে,

মোর সনে কি কায শ্মশানে?

একি ! একি ! কি লাগি' কাতরা ?
দু'নয়নে নীরদের ধারা ?
আঁখি ঝরে যদি মোর তরে,
সুস্থ আমি হের চন্দ্রাননি !
নাহি গ্লানি, চলহ ভবনে।

( চিতা হইতে অমরকের উথান )

মন্ত্রী। ধন্য সতি, সতীত্বের বলে
মৃত-পতি পুন ফিরে পেলে।

( সকলের প্রস্থান। )

---

## তৃতীয় অঙ্ক।



### ১ম দৃশ্য।

পর্ব্বত। পুষ্পমালা-বেষ্টিত শঙ্করাচার্য্যের মৃত-দেহ।

সম্মুখে শিষ্য-গণ।

১ম শিষ্য। পদ্মপাদ,
নির্দ্দিষ্ট-সময় অবসান প্রায় ;
কই ? ফিরে আসেন কোথায় ?
হের, মৃত-কায় বিভীষিকাময়,
হেরে প্রাণ ভয়ে কম্পমান
কি করুণ মুখের ব্যাদান !
সে সৌষ্ঠব নাহি আর, ম্লান কলেবর,
চেয়ে আছে নিষ্প্রভ নয়ন ;
ভাই রে,
এ'দশা যে দেখা নাহি যায় ;
বসুধার সুধাকর, জ্ঞানের আকর,
প্রভাকর অবিদ্যা-তিমিরে,
তাঁরে আজ এ' ভাবে নেহারি,
কিসে ধরি এ'পাপ-জীবন ?
২য় শিষ্য। গুরুদেব !
কতদিন আর নিদ্রা-বশে ?
মাংসাশে শকুনীগণ উড়ে উড়ে আসে,
অদূরে শৃগাল ব'সে সতৃষ্ণ-নয়নে ;
কতদিনে এ'নিদ্রা ভাঙিবে ?

দেব !
কি কারণ নিষ্পন্দ নয়ন ?
কিবা দুখে কথা নাই মুখে ?
পুনর্ব্বার কবে নাথ হেরিব নয়নে ?
বেদোপম কবে বাণী পশিবে শ্রবণে ?
পুনর্ব্বার কবে তর্ক শুনিব নির্জ্জনে
বেদান্তের নিগূঢ় সন্ধানে ?

পদ্মপাদ। ভাই, আর রোদন ক'রে কি হবে? নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হ'তে যায়, এক্ষণে আচার্য্যের আদেশ মত তাঁহাকে অন্বেষণ ক'রে উদ্বোধ করান'ই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কোনও গুপ্তস্থানে নিয়ে কেহ কেহ এই দেহ রক্ষা করুন, আর কেহ কেহ চল আচার্য্যের অন্বেষণ ক'রে, তাঁহার আদেশ-মত মোহ-মুদ্গরাদি দ্বারা উদ্বোধ করাইগে।

( মৃত-দেহ লইয়া সকলের প্রস্থান )।

---

## তৃতীয় অঙ্ক।

২য় দৃশ্য।

প্রমোদ-উদ্যান। করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক
অমরক উপবিষ্ট। পশ্চাতে রাজ্ঞী দণ্ডায়মানা।

রাজ্ঞী। আবার ব'সে ব'সে সেই রকম ভাব্‌চ?

অমরক। (চমকিত হইয়া)

এস প্রিয়ে, একা অনে'ক্ষণ,
খুলে গেছে সমুদয় প্রাণের বন্ধন।

(রাজ্ঞীর উপবেশন।)

প্রিয়ে,
একা আমি থাকি যবে ব'সে,
যবে তোমা নাহি হেরি পাশে,
কি যে আসে হৃদয়ে বিকার,
কিছু তা'র পাই না সন্ধান।
কি যেন কি ছিল! আর যেন নাই!
তা'রে যেন খুঁজি! কা'রে যে, বুঝিনা!
ধু ধু ধু ধু করে জল-স্থল!
অন্তস্তল হুহু হুহু করে!
হেরে পুনঃ ও' চাঁদ-বদন
বিস্মরণ সব;—
বিপুল-বৈভব-ভূমি, তুমি প্রেমময়ি,
ধন, জন, কেলিবন, প্রমোদ আগার,
হেরি সব কি সুন্দর!—কি স্নেহেতে গড়া।
ধরা যেন মাধুরীতে ভরা!

পুনঃ সে ভাব পাশরি ;—
ঢালে বারি প্রাবৃট্‌-গগন,
বাতায়নে পবনের শুনিয়ে নিস্বন
প্রাণে সেই কি যেন বিকার
শূন্য সব ! কে যেন আমার !
হৃদয় বিকল, খুঁজি অন্তস্তল,
বুঝি বুঝি, বুঝিতে পারি না !

রাজ্ঞী। বৃথা নাথ কেন এ বিকৃতি ?
ভেবে দেখ, সবি তো তোমার ;
বিশাল এ'রাজ্য, এই বৈভব তোমার,
দাস, দাসী, ধন, জন, সবাই তোমার,
কেলি-বন, উপবন, প্রমোদ-আগার,
নর্ত্তক-নর্ত্তকী যত সকলে তোমার,
রথ, রথী, পদাতিক, এ'সব তোমার,
মন্ত্রী, সেনা, সেনাপতি, সামন্ত, তোমার,
সহস্র সহস্র প্রজা "রাজা" "রাজা" ব'লে
এই যে রাজত্বময় করিছে চীৎকার
যাচে তা'রা এইরূপে করুণা তোমার,
তুমি সকলের রাজা, সকলে তোমার।

অমরক। প্রিয়ে,
বুঝি, তবু ঘোচে না বিকার ;
হয়েছিল ঘোর-ব্যাধি,
সকলি এ তা'রি পরিণাম !
পূর্ব্ব-কথা বিস্মরণ সব !
যবে চারিধার নিভৃত নির্জ্জন,

থাকি ব'সে চিন্তায় মগন,
সব যেন খুলে আসে প্রাণের বন্ধন!
ত্রিভুবন হেরি শূন্যময়!
পুনঃ হৃদে ধরিয়ে তোমায়
সমুদয় শূন্য পূরে যায়,
শুনে ওই চাঁদ-মুখে বাণী
আসে যেন নবীন জীবনী,
আবির্ভাব অভিনব ভাব,
উথলয় প্রেম-সিন্ধু-ধারা ;
জল-স্থল, জীব-জন্তু, ধরা,
নেহারি আমার যেন সবাই তাহারা ;
কিন্তু,
তোমা-হারা,—আবার বিকার!
এস প্রিয়ে, শূন্যময় হৃদি,
এ'বিকারে তুমি লো ঔষধি।

( আদরে স্কন্ধ-বেষ্টন। নেপথ্যে ঘণ্টা-ধ্বনি। )

রাজ্ঞী। শুন ওই দ্বারে ঘণ্টা বাজে!
কোন্ কাযে' প্রতিহারী প্রবেশ মাগিছে।

( সলজ্জ ভাবে রাজ্ঞীর অবস্থান। প্রতিহারীর প্রবেশ। )

প্রতিহারী। ( অভিবাদন পূর্ব্বক )
মহারাজ, জনকতক বৈরাগী আজ পাঁচ ছ' দিন দোরে ধন্না দিয়ে ব'সে রয়েছে। হাজার ধমক দিলে, হাজার গলাধাক্কা দিলেও নড়ে না। ভিক্ষে দিতে গেলে ভিক্ষে নেয় না। বলে, "গাইতে

পারি, মহারাজকে গান শোনাব, আর কিছু ভিক্ষে চাইনে।" আজ পাঁচ ছ' দিন খায় না দায় না, ঠিক এক ভাবে এক জায়গায় ব'সে।

অমরক। আরে! নিরীহ ভিক্ষুকের প্রতি অত্যাচার? সত্বর ল'য়ে আয়।

(দ্বারবানের প্রস্থান। পুনরায় তাহার সহিত ছদ্মবেশী পদ্মপাদাদি শিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

শিষ্যগণ। জাগ' অবোধ মন জাগ'রে জাগ'রে,
জনম কি চিরদিন ঘুমাতে অঘোরে,
গত, দিবস যত, করম অসারে,
বিভাবরী নারী সহ মদন-বিকারে,
কবে, ডুবিবি তবে, মহিমা-সাগরে,
সেই মহিমা-সাগরে।

অমরক। শুন প্রিয়ে, কি গায়ক! কি সুন্দর গান! কোথা যেন ধায় প্রাণ তান-হারা হ'য়ে!

রাজ্ঞী। কি কহিব, হৃদয়ের পশি' অভ্যন্তরে, জোর ক'রে প্রাণ যেন নিয়ে যায় ছিঁড়ে!

অমরক। গায়ক, তোমরা থাম্‌লে যে? আবার গাও।

গীত।

শিষ্যগণ। বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণ স্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তা মগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।
গত, দিবস যত, * * * ইত্যাদি॥

অমরক। উধাও হৃদয় যেন বসুমতী বেপে !
ধরা যেন অকূল পাথার !
কে আমার ! কে চেনে তাহারে !
কোথা কূল কে বলিতে পারে !

গীত।

শিষ্যগণ। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব-বিচিত্রঃ।
মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং ॥
গত, দিবস যত, * * * ইত্যাদি।

অমরক। ওগো মোরে রেখ না কো ঘরে !
সে আমার বিরলেতে ঘোরে !
হেরি যেন সদা পাশে পাশে !
আসে আসে কেন সে আসে না ?

গীত।

শিষ্যগণ। যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জন-শক্তঃ
তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর-দেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥
গত, দিবস যত, * * * ইত্যাদি।

অমরক। ওগো মোরে ধ'রে দাও তা'রে !
আমি তা'র রব' গলা ধ'রে !
এ' দুখ কি মরিলে ফুরায় !
যে আমার সে আমার নয় !

গীত।

শিষ্যগণ। নলিনী-দল-গত-জলমতি-তরলম্
তদ্‌বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
† ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

অমরক। চুপ চুপ চুপ, ধরেছি ধরেছি ধরেছি!!—
একি হ'ল!—একি হ'ল বল!
এল এল কেন সে এল না!
ধরি ধরি ধরা নাহি দেয়!
স'বে স'ক প্রাণে যত সয়!

গীত।

শিষ্যগণ। কস্ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্ম-পদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

অমরক। প্রাণ যেন কূলহীন অনন্ত-আকাশ!
আমি যেন ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে!
হেরি আজ সব শূন্যময়!
কিছু নাই,—কেহ না আমার!
আমি ব্যেপে নিখিল-সংসার!
জল-স্থল-তরু-লতা-গগন-পবন
রবি-শশি-তারকা কোথায়!
ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! ভ্রান্তি সমুদয়!
বিভ্রমময় বিশ্ব-চরাচর!

† "ক্ষণমিহ" "গতিরিহ" এই দুই পাঠই দেখা যায়।

নানা ভাবে বিভুরে ভাবায়
অবিদ্যার মোহ-আবরণ!
সর্প-বুদ্ধি রজ্জুতে যেমন!
ছাড় ভ্রম! মেল রে নয়ন!
"সদানন্দ-রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং !!!"
ভ্রম সব ক্ষিতি-অপ্-তেজ'-বায়ু-ব্যোম্!
"সদানন্দ-রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং !!!"

পদ্মপাদ, চিন্‌তে পেরেছি; যাও, আমি সত্বর যাচ্ছি।
(প্রস্থান।)

রাজ্ঞী। ছদ্ম-বেশে ভূপতি সকাশে?
পাপাচারি'! আরে রে ভিখারি!
ভয় নাই? প্রাণে কি রে হয় নি মমতা?
ভাব' নি কি তপ্ত-শেল নাসারন্ধ্রে যাবে,
ছিঁড়ে খাবে জীয়ন্তে কুক্কুরে?
ভাব' নি কি যাবে সবে শূলের উপরে?

পদ্মপাদ। রাজ-রাণি, শুন মা জননি,
স্বামী তব নাই ইহ-লোকে।
যবে তাঁকে শো'য়ালে চিতায়.
যোগে কায় তেয়াগি' সে দিন
মৃত-দেহে এল দেহী মহাপুরুষের।
শুন মাগো,
নির্দ্দিষ্ট-সময় তাঁ'র আজ অবশেষ,
তাই, মোরা শিষ্যগণে পালিতে আদেশ,
ধরি' ছদ্ম-বেশ,
আসিয়াছি উদ্বোধিতে তাঁরে।

( বেগে মন্ত্রীর প্রবেশ )

মন্ত্রী। শুন রাণি !—দারুণ কাহিনী !
সর্ব্বনাশ !—বহে না নিঃশ্বাস !
ধরা'পরে ভূপতির মৃত-দেহ প'ড়ে !!

রাজ্ঞী। কে পার গো রক্ষা কর এসে,
দাসী হব—অর্দ্ধ-রাজ্য দিব !!

( রাজ্ঞী ও মন্ত্রীর প্রস্থান। শিষ্যগণের পলায়ন।
মন্ত্রীর বেগে পুনঃ প্রবেশ। )

মন্ত্রী। ওঃ !
দেখা নাহি যায় !—দেবতা নিদয় !!
হেরি' মৃত-পতি,
সতী চির-মূর্চ্ছা-গতা !!
মাতা-পিতা-হারা বসুন্ধরা !!

( প্রস্থান। )

---

## তৃতীয় অঙ্ক।

৩য় দৃশ্য।

কক্ষ। মণ্ডন পাগলের ন্যায় উপবিষ্ট। চারিধারে লোকজন।

মণ্ডন। শানিত শায়ক আন! আন তরবারি!
ভুজঙ্গের বিষ আন হরি'!
তুষানল জ্বেলে দাও পশিব তাহায়!
আন দড়ি বাঁধিব গলায!
আশ্রিতা কনক-লতা, সংসার-বন্ধন,
যায় লীলা জন্মের মতন!
সহস্র-বৃশ্চিক মোরে করসে দংশন!
ধেয়ে এস নরকের শিখা!
পতি-রতা পতি-প্রাণা অধীনা ললনা
পতি-শাপে ধরাছেড়ে যায়!!
শত বজ্র মণ্ডনের পড়হ মাথায়!
ছেয়ে ফেল কালান্ত-অনল!!
যাও চ'লে,—পলাও সকলে,—
সর্পে দিব আলিঙ্গন! ভক্ষিব গরল!
ঝাঁপ দিব অগাধ সলিলে!!
নবনী-কোমল তনু!—নবীন বয়স!—
জোর ক'রে আয়ু' নিছি ছিঁড়ে!!
কুঠারে কেটেছি ফুল্ল-লতা!!!
শত-খণ্ডে ভগ্ন হোক্ রুদ্ধ-বক্ষঃ-দ্বার!
হৃৎ-পিণ্ড চূর্ণ হ'য়ে যাক্!

( লীলাবতীর প্রবেশ। )

লীলা। এত লোক আসিয়াছে সাধিতে তোমারে,
দিন বুঝে দেখা বুঝি দেবে না লীলারে ?
আয়ু' পূর্ণ হ'তে আর অল্প বাকি আছে,
এ সময় একবার এস মোর কাছে।

মণ্ডন। লীলাবতি ! কেন সতি আসিছ আবার ?
কিবা আশে চণ্ডালের পাশে ?
শুকাইবে রবি-করে অম্লান-কুসুম,
রাহু-গ্রাসে পশিবে চন্দ্রমা,
কোন্ প্রাণে কেমনে দেখিব ?
তোমার আবাস নহে পাপ-বসুমতী,
যাও সতি, স্বর্গ-ধামে যাও !
চণ্ডালের তরে নহে তুলসী-মঞ্জরী
পারিজাত নহে অসুরের !
নন্দন-কাননে যেথা দেব-কন্যা-গণে
ফুল্ল-মনে খেলিয়ে বেড়ায়,
যাও লীলা, খেল গে সেথায় !
স্বরগেতে মাধুরীর হয়েছে অভাব,
যাও, গিয়ে অভাব পূরাও !

লীলা। এস নাথ, বিষাদের নাই তো সময়,
এখনি ফুরাবে আয়ু' কাল ব'য়ে যায়।
বেদিকায় পঞ্চবটী কেমন করেছি,
কেমন তুলসী-বন চারিধারে দিছি,
কেমন রেখেছি কাছে এনে শালগ্রাম,
বৈষ্ণব এসেছে কত গাবে হরি-নাম,

কিসের বিষাদ তবে? কেন বৃথা ভাব'?
পরকালে দুজনায় আবার মিলিব।

মণ্ডন। সুকুমার তনু!—কোমল বয়স!
একা লীলা কোথা যাবে?
যেথা যাব, দোঁহে ঘুরিব ফিরিব,
চলহ দুজনে তবে।

লীলা। ও'কথা এন না মুখে ব'ল না কো আর,
তোমা রেখে চ'লে যাই, ভাগ্য সে আমার।

মণ্ডন। ওহো!
আজ লীলা পাশরি কেমনে?
যুগ-যুগান্তের কথা ভাসিতেছে মনে।
সুখের সে ফুল্ল-নিশা, বিবাহ-বন্ধন,
করে কর প্রথম গ্রহণ,
হাসি-মুখে চারিদিকে সীমন্তিনী-চয়,
দৃষ্টি সাথে পরস্পরে চিত্ত-বিনিময়,
বামা মাঝে কর-তালি, হাস্য নিরুপম,
সুখময় প্রথম সে বাসর-সঙ্গম,
বিদ্যমান যেন বর্ত্তমান।
তার পর কত আশা! কত সুখ সাধ!
কত সুখে দুজনাতে দিন অতিপাত!
বল লীলা জুড়াইব কোথা?
সব কথা অন্তরেতে গাঁথা!!

লীলা। মনে হ'লে দুখ যদি পাও মোর তরে,
মনে ক'রে কিবা কায' ভুলিও লীলারে।

মৃত্যু-কথা ভেবে যদি ব্যথা লাগে মনে,
ভেব কেহ জন্মে নি কো লীলাবতী নামে।

( বেগে কলাবতীর প্রবেশ। )

কলাবতী। ওগো সেই দণ্ডী গুলো আবার এসেছে।

মণ্ডন। সেই দণ্ডী?
ভোলে নি তো অঙ্গীকৃত পণ!
তবে বা সে হবে মহাজন!
মাতৃ-দুগ্ধ ছেড়ে শিশু ঈশ্বরে তুষিতে
ঘোরে ফেরে বাল্য-কাল হ'তে,
এত দিনে, হবে বা তাহার
ঐশী শক্তি মিলেছে অপার!
একবার ধরি গিয়ে তা'রে,
সাধি গে— কাঁদি গে—পায় ধ'রে,
প্রাণ যদি রাখা যায় প্রাণ-বিনিময়ে
লীলারে বাঁচায়ে দাও মোর প্রাণ নিয়ে!

( বেগে প্রস্থান ও সকলের অনুগমন )

## তৃতীয় অঙ্ক।



### ৪র্থ দৃশ্য।

প্রাঙ্গন। তুলসী-বৃক্ষাদির নিকট লীলাবতীর মৃতদেহ। ছাত্রীগণ ও শঙ্কর এবং মণ্ডনকে ধরিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ দণ্ডায়মান।

মণ্ডন। ছাড় মোরে ! নাহি কি মমতা !
দেখ,
ভূমে লোটে কনকের লতা !
না মিটিতে ভোগ-তৃষ্ণা, বিলাস-বাসনা,
না টুটিতে সংসারের সাধ,
লীলা মোর মুদিল নয়ন !
কে পার গো রক্ষা কর লীলারে আমার,
মণ্ডনের প্রাণ ভিক্ষা দাও ;
লীলাবতি ! লীলাবতি ! কত ডাকি তোমা !
কেন প্রিয়ে ধূলায় ধূসর ?
কত দিন বলেছ যে স্কন্ধ-দেশ বেড়ি',
সহচরী রবে তুমি জীবনে মরণে !
এখনো জীবিত আছি, কোথা প্রিয়তমে ?
হেরিলে কাতর কত দেছ উপদেশ,
দেখ আজ কতই আতুর !
অন্তস্তল চূর !
এস লীলা, বোঝাও আমায় !

শঙ্কর। তোমাদের, শুন বালাগণ,
বিদ্যাবতী লীলাবতী সতী
মাতৃ-তুল্য করিতেন স্নেহ ;
সতীর পবিত্র-দেহ ল'য়ে
আজ গিয়ে কর গে সৎকার।

( ছাত্রীগণের মৃত-দেহ লইয়া প্রস্থান )

মণ্ডন। অস্তস্থলে শত-চিতা জ্বলে,
লীলা মোর জ্বলিবে অনলে !
এ জনমে পাব না তো আর,
ছেড়ে দাও দেখি একবার !
বুকে ধ'রে "লীলা" "লীলা" ক'রে
একবার করিব চীৎকার,
একবার দিব আলিঙ্গন,
হৃদয়ে মিশায়ে নোব' হৃদয়ের ধন !
কি বিচারে রাখিতেছ ধ'রে ?
যা'র ধন দেবে না কো তা'রে ?
আজীবন আমি স্নেহে করেছি পালন,
আমি প্রেমে করিয়াছি সৌষ্ঠব সাধন,
অঙ্গ-রাগ ক'রে দিছি আমি সে যতনে,
আমি সাজায়েছি কত রত্ন-আভরণে,
একি ধর্ম্ম !—আজ তারে দিলেনা আমারে ?
ছাড়িলেনা ?—ছাড়িলেনা ?
এতক্ষণে হ'ল তার চিতা-আয়োজন !
এতক্ষণে ধ'রে তা'রে করায় শয়ন !
এতক্ষণ অগ্নি দেছে সে চাঁদ-বদনে !

অনলেতে লীলাবতী পোড়ে এতক্ষণে !
গেল !!—গেল !!—সব গেল !!
লীলা সহ সে মাধুরী সব ছাই হ'ল !!
স্বর্ণ-রথ এল !!
সুর-বালা এল !!
ওই লীলা হেসে চলে গেল !!!

শঙ্কর। ছিছি,
খ্যাতি তব শুনি ক্ষিতিময়,
বাল-বৃদ্ধ তব গুণ গায়,
জ্ঞানী ব'লে দাও পরিচয়,
কি সে জ্ঞান বিচারিতে নারি,
নারী সম ঢাল আঁখি-বারি ?
নিজ চিত্ত,—
আধিপত্য কিছু নাহি তায় ?
স্বেচ্ছায় সে হাসায় কাঁদায় ?

মণ্ডন। প্রেমময়ী লীলা পত্নী যা'র,
কত প্রেমে ছেয়ে রাখে হৃদয় তাহার,
কি শোভায় সাজায় সংসার,
হে সন্ন্যাসি',
তুমি কি বুঝিবে বল সে সকল কথা !
ভোগ-হীন যাপ' কাল গহনে গহনে,
কর্ম্ম তব ইন্দ্রিয়-শাসন,
তুমি কি বুঝিবে বল মর্ম্ম সংসারীর !
দিবসে, নিশীথে, দুখে, জাগ্রতে, স্বপনে,
লীলাবতী জীবনের ফুল্ল-সহচরী !

যখন দারিদ্র্যে পড়ি' বিহ্বল মগন,
লীলাবতী উপদেশ দেয়!
অসময়,—ছেড়ে গেছে বন্ধু পরিজন,
আছে সাথী লীলাবতী তায়!
লীলাবতী সুখে সুখী, সম্পদে সহায়,
লীলাবতী বিপদে বোঝায়,
স্বার্থময় মাটীর ধরায়
লীলাবতী কয় জনা হয়!
ধরাতলে লীলাবতী ক' জনায় পায়!
বহু জন্ম তপঃ-পর ভাগ্যধর যা'রা,
লীলাবতী পত্নী পায় তা'রা।
আশে পাশে আজ লীলাবতী,
চারিধারে হাসে লীলাবতী,
অন্তস্তলে লীলাময়ী স্মৃতি,
বসুমতী লীলাবতীময়,
প্রেমের সজীব-মূর্ত্তি লীলা সে কোথায়!

শঙ্কর। সদাশয়, শুন কহি জাগতিক গতি,
যত বার ধর' কলেবর,
দারা-পুত্র নব, নব জনক-জননী,
মায়া জীবন-ব্যাপিনী;
পুনর্ব্বার দেহ-পরিহার,
সেই মত আধেয় আবার,
কিন্তু সব আধার নূতন;
লীলা ব'লে ডাক তুমি যা'য়,
সে এখন হয়েছে নূতন,

নূতন চিনেছে, নূতন কিনেছে ;
তোমা শুধু দিয়ে গেছে স্মৃতি,
যে অবধি তুমিও তেমতি
না পশিছ নব-কলেবরে,
ব্যগ্র হও নূতনের তরে ;
এই রীতি প্রকৃতির নীতি,
যে অবধি নিবৃ'তি না পাও ;
চাও যদি কর' দরশন,
দিব্য-আঁখি করিনু অর্পণ,
রাজে লীলা সরোজ-আসনে,
গুঞ্জে কত মধুব্রত-কুলে
পদ-মূলে মকরন্দ-আশে,
ধ্যানে বসি' কত মুনি-ঋষি,
চারি পাশে দেব-কন্যা গায়,
নিজে বামা বল্লকী বাজায়,
মোহ তায় ত্রিভুবনময় ;
যা'র তরে ঢাল' আঁখি-ধার,
জিজ্ঞাসহ সে তোমারে চাহে কি না আর।

( শূন্যে চতুর্দ্দোলায় সখীগণ-পরিবৃত-সরস্বতীর পদ্মাসনে আবির্ভাব ।)

গীত।

সখীগণ। বিমল-শ্বেত-সরোজ-মাঝে বিমল-শ্বেত-সরোজ রাজে
কোমল-চরণ-সরোজ-মাঝে নূপুর মধুর বাজিছে।
বদনে মধুর মধুর ভাষ অধরে মৃদুল মৃদুল হাস
করেতে হৃদয়-তিমির-নাশ নবীনা-বীণা রাজিছে।

মাতোয়া অস্ফুট-মধুর-তানে অমল-ধবল-কমল-জ্ঞানে
ললিত-চরণে তৃষিত-প্রাণে ভ্রমর-নিকর গাজিছে।

মণ্ডন। লীলা! লীলা!
ছাড়ি' বসুমতী কোথা চল সতি?
দশা মোর দেখসে সম্প্রতি;
দেহে নাই বল, ক্ষত অন্তস্তল,
অবিরল হাহাকার প্রাণে;
হারা তুমি হৃদয়ের নিধি,
ছিন্ন ভিন্ন হৃদি,
ছিন্ন প্রাণের বন্ধন, শূন্য ত্রিভুবন,
শূন্য হৃদয় আগার, স্মৃতি মাত্র সার,
অন্ধকার ঘেরা চারিধার,
ধরা আজ অকূল পাথার!

১ম সখী। দেখ দেখ সখি ব'য়ে যায় আঁখি
কে ও? সকাতরে ডাকিছে কারে?

সরস্বতী। প্রিয়-জন তরে দুখ-শোক-ভরে
ধরণীর জীব রোদন করে।
(নিম্নে মণ্ডনের দিকে চাহিয়া)
বিদ্যা, ধন, জন কি চাহ মণ্ডন?
ঢাল' আঁখি-জল কিসের আশে?
কহ বার বার "অকূল পাথার"
সাথে মহাজন অকূল কিসে?

মণ্ডন। সতি,
ছাড় বৃথা শ্লেষ, অসহ্য এ ক্লেশ,
কোথা শেষ পড়ে না নয়নে;

করহ শীতল, স্থলে দাবানল !
মর্ম্ম-স্থল ভস্ম অবশেষ !
নাহি অন্য মন, মৃত্যু আকিঞ্চন !
কাঁদি নিরবধি, আঁখি-জলে নদী !
হৃদি আগ্নেয়-গহ্বর !
দুখে পশু-পাখী কাঁদে,
হেরে পাষাণ বিদরে,
অভাগারে ক'র না ছলনা !

২য় সখী। মানব বাতুল, আকুল নহে।

( সখীগণের পূর্ব্ববৎ গীত ও চতুর্দ্দোলার ক্রমশঃ গমন )

মণ্ডন। লীলা যেয়োনা নীরবে,
ফেটে যাবে বুক !
জ্ব'লে যাবে জীয়ন্তে মানুষ !

( চতুর্দ্দোলার ক্রমশঃ গমন )

লীলা যেয়ো না,—যেয়ো না,—করসে সান্ত্বনা,
চাহি মিষ্ট ভাষ, অন্য নাহি আশ,
ক্ষণ তরে দে' যাও আশ্বাস !
দিছি অভিশাপ, পাপে সহি তাপ,
আর ব্যথা দিয়ো না কো বৃথা !

( চতুর্দ্দোলার অন্তর্দ্ধান )

কই কোথা ! কোথা !
চির হৃদ্য-ভাব, অনন্ত আলাপ,
বিলাপ প্রলাপ ভেবে গেলে ?
প্রণয়-বন্ধন মুহূর্ত্তে ছেদন ?
পলে বিস্মরণ সব ?

নেহারি' এ দশা, দারুণ নিরাশা,
ভালবাসা এল না হৃদয়ে?
হায়,
কা'র তরে শোক করে নরে!
কা'রে স্মরি' ঢালে আঁখি-বারি!
যা'র তরে ধরা হেরে অকূল-পাথার,
দিক্ অন্ধকার, পলকে প্রলয়,
নয়নে জলদ-ধারা বয়,
চ'লে গেলে, সে তো তবে ফিরিয়ে না চায়!
দেখা হ'লে কহে না কো কথা,
পেলে ব্যথা, হেসে চ'লে যায়?
মন প্রাণ ঢেলে যা'য় আজ ভালবাসে,
কত মতে তোষে,
ভাসে কত সুললিত-ভাষা,
দেখা হ'লে কাল তা'র সনে,
হানে বাক্য-বাণে, সকৌতুকে চায়,
এ মমতা, এ সম্পর্ক, লোপ সমুদয়?
হায়,
এই তবে নারীর প্রণয়?
যে প্রেমের তরে,
আপনারে ঢালে অনায়াসে,
বক্ষে বহ্নি পোষে,
অন্তস্তল করে ছার খার,
সীমা তা'র হেন ক্ষুদ্র কাল?

ধিক্,
নারী তরে কেন তবে কাঁদি,
প্রেমে বিনিময় যদি জীবন অবধি ?

শঙ্কর। মণ্ডন,
বোঝ' তবে সংসারীর ভ্রম ;
অসারেরে করে অন্বেষণ,
সার ধন ঠেলে অনায়াসে ;
জ্ঞানাঙ্কুশে করহ দমন,
মন উন্মত্ত বারণ ;
অনিত্যেতে ছাড়' অভিলাষ,
যাহে নাশ, তাহেই নৈরাশ জেনো পিছে ;
আছে পাত্র প্রেমের ভিখারী
প্রেম পেতে মাত্র অধিকারী,
প্রেম-সিন্ধু, প্রেমময়, অনন্ত-প্রেমিক ;
ক্ষুদ্র তব প্রেম-স্রোতস্বিনী
ছোটাও সে সাগর-সঙ্গমে ;
দেখো,
প্রণয়ে বিরহ নাই, আশায় নৈরাশ নাই,
স্মৃতির দংশন নাই তাহে ;
যত চাবে তত সুধা পাবে,
নিত্য নবীন-সোহাগ,
নব-অনুরাগ ;
মাধুরীতে ভরিবে পরাণ,
যত সাধ হৃদয়ে ধরিবে,

ক্লান্তি নহে, শুধু শান্তি তার পরিণাম,
অবিরাম আনন্দ-তুফান !

মণ্ডন। জ্ঞানাম্বুজ-বিভাসক,
কে তুমি হে সর্ব্বজ্ঞ-বালক,
অবতীর্ণ আলোক দেখাতে ?
ভ্রমে চিনি নাই নিধি, গুরু-অপরাধী,
ক্ষম যদি ভবে কীর্ত্তি রবে।
যাব গহনে গহনে, রব' তব সনে,
ভক্ষ্য ফল-ফুল, শয্যা তরু-মূল ;
করুণা-নিদান !
শিষ্য আজ পদে চাহে স্থান ;
দিও না কো ঠেলে,
দাও ব'লে কে সে প্রেমময়,
নর কিবা নারী, কিসে তা'রে ধরি,
কোথা তা'র স্থান
কিসে ভরি শূন্যময় প্রাণ !

শঙ্কর। নর কিবা নারী তা'রে কে করে নির্ণয় !
দেয় ধরা যে ভাবে যে চায় ;
এলোকেশী, দিগম্বরী, করে অসি-ধ'রে,
নেচে নেচে, হেসে হেসে, শব-হৃদি-'পরে,
কখন' সে কাতর জনায়
'মাভৈ' 'মাভৈ' রবে দিতেছে অভয় ;
কভু, নটবর পুরুষ-প্রবর,
বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে

কেঁদে কেঁদে, রাধা নাম ঘোরে সেধে সেধে ;
পাখী রাধাকৃষ্ণ বলে,
নামে যমুনা উথলে,
প্রেমে শিলা যায় গ'লে ;
কভু, ব'সে সংযমী পুরুষ,
জটায় জাহ্নবী খেলে, চন্দ্রকলা ভালে,
রুক্ষ-কেশ, হীন-বেশ, ভিক্ষুকের শেষ,
যেচে যেচে কিন্তু অকাতরে,
ইন্দ্র-পদ, চন্দ্র-পদ, দিতেছে ভক্তেরে,
ধরে তাঁরে যে ভাবে যে স্মরে,
যেবা মন ডাকহ তাঁহারে।

মণ্ডন। হে ছদ্মবেশি-মহাজন, হে শিশুবেশি-যতিবর, হে গুরুদেব, লীলা গেছে, আমার সকল সাধ ফুরিয়েছে। সংসারের সুখ সব বুঝেছি। এক্ষণে অনুমতি করুন পদ্মপাদ প্রভৃতির ন্যায় আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করি। লীলার আয়ু' সাঙ্গ হওয়ায় সে তা'র প্রশ্নের উত্তর শুনে যেতে পারে নি, কিন্তু বুদ্ধির প্রভাবে আপনাকে চিনেছিল। তাই মরবার সময় বারবার ব'লে গেছে শিশুর সঙ্গ ছেড় না।

শঙ্কর। মণ্ডন, স্বয়ং সরস্বতী তোমার ভার্য্যা হ'য়ে এসেছিলেন। আর, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার অংশে তোমারও জন্ম। আজ থেকে তোমার নাম সুরেশ্বর হ'ল। পবিত্র কৌপীন পরিধান ক'রে, চল এক্ষণে আমরা

শৃঙ্গ-গিরিতে গমন করি। আর, বহু তপস্যায়ও যাঁর দর্শন মেলে না, সেই সারদা দেবী আমাদের সকলকে দর্শন দিয়ে গেছেন। শৃঙ্গ-গিরিতে সারদা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে সকলে সেবা ক'র্‌ব।

(সকলের প্রস্থান।)

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

কক্ষ। হস্তা পাগ্‌লা। পশ্চাতে খাদ্য-দ্রব্য-হাতে তাহার মা'।

হস্তা। (নিজের মনে ভ্রমণ করিতে করিতে।)

(১) ভোগের দ্বারা বাসনা-নিবৃত্তি হয় না।

(২) যশের আশা ছেড়ে, কর্ত্তব্য কায' কর', যশ' আপনি আস্‌বে।

আমি একটু সংসারীদের উপদেশ কচ্চি।

(৩) সৌজন্য থাক্‌লে তাহা দ্বারাই জগৎ বশীভূত হবে, স্তবের আবশ্যক কি?

উঃ, থাকি থাকি গুরুকে ভুলি কেন?

(ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বারম্বার প্রণাম।)

মা। বলি ও হস্তা, এমন ছেলেও তুই আমার জন্মেছিলি; খাবার হাতে ক'রে ক'রে আর কতক্ষণ ঘুরব? তুইও খাবিনে আমায়ও খেতে দিবিনে?

হস্তা। (উঠিয়া) মা আমি তাঁর সঙ্গে যাব।

মা। আরে বোকা, তাঁর সঙ্গে কোথায় যাবি? তিনি তীর্থে-তীর্থে বনে-বনে ঘোরেন, পাগল নিয়ে কি কর্‌বেন?

হস্তা। (নিজমনে পুনরায়)

(৪) ঐশ্বর্য্য হ'লেই মত্ত হোয়োনা, দৈন্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য প্রায়ই অধিক অনিষ্টকর।

(৫) জ্ঞান না থাক্‌লে মুর্খই সর্ব্বস্ব।

(৬) খোষামুদে অপেক্ষা কটুভাষী মিত্র।

মা। ওরে ও হস্তা, আমার কি আর খিদে তেষ্টা নেই?

হস্তা। (অন্যমনস্কভাবে)

আমি একটু ব'সে ব'সে সংসারীকে উপদেশ কচ্চি।

(৭) ফল-পুষ্প-পূর্ণ উপবনেও শূকর বিষ্ঠা অন্বেষণ করে, নিন্দুকে গুণীরও দোষ খোঁজে।

(৮) যৌবনে অলস হ'লে বার্দ্ধক্যে দারুণ মনঃকষ্ট।

উঃ, থাকি থাকি গুরুকে ভুলি কেন?

(ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রণাম।)

মা। কোথা থেকে হাড় হাবাতে এক দণ্ডী এসে, কথা ফুটিয়ে দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে। আগে হাবা গোবা ছিল, সে বরং ছিল ভাল। বলি, ও হস্তা, কিছু কি খাবিনে? না তোর সামনে মাথা খুড়ে মরব?

হস্তা। গুরুদেব দেখ্‌ব আপনার টান।

(পুনরায় অন্যমনস্ক হইয়া)

(৯) পরাধীন ধনবান্ অপেক্ষা স্বাধীন নির্ধন ভাল।

(১০) পরাধীন জীবন কষ্টের আবাস।

(১১) লম্পটের জীবন সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীন।

(১২) আকাঙ্ক্ষা লঘু না ক'ল্লে স্বাধীন হওয়া যায় না।

মা আমি তাঁ'র সঙ্গে যাব।

(১৩) বিজ্ঞদের কথা না শোনাই নির্ব্বুদ্ধিতা।

(১৪) নির্ব্বোধের মন বৃথা আশায় মত্ত।

গুরুদেবের নাম ক'রে একটু মাথা খুঁড়ি।

( পূর্ব্ববৎ মাথা খোঁড়া। হস্তার পিতার প্রবেশ। )

মা। বলি কোথা থেকে হাড় জ্বালানে এক দণ্ডী জোগাড় ক'ল্লে? দেখ একবার ছেলের রকম দেখ।

পিতা। ছিছি, তিনি মহাপুরুষ, তাঁকে হাড় জ্বালানে ব'ল না। স্বয়ং মণ্ডন মিশ্র, এই বৈভব, এই খ্যাতি, সমুদয় ত্যাগ ক'রে তাঁর শিষ্য হয়েছেন; যিনি নরকুলে অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন! আর শোননি কি, সম্প্রতি গর্ভধারিণীর করুণ চীৎকার দেখে, সেই বালক এক মৃত শিশুর জীবন দান ক'রেছেন। আর, তিনি যদি সামান্যই হবেন, তবে এ বোবার মুখে কেমন ক'রে কথা ফোটালেন? এখন যা বলি মন দিয়ে শোন, তিনি সশিষ্য শৃঙ্গ-গিরিতে গমন কচ্চেন। আর অধিক দিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন না। তিনি বল্‌চেন "তোমার পুত্রটিকে আমায় ভিক্ষা দাও। এ পুত্র নিয়ে তোমার কোন' উপকার নেই।"

হস্তা। ( মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে ) গুরুদেব, দেখ্‌ব তোমার টান।

মা। বালাই, ষেটের বাছা, পাগল ছেলে কি কারো হয় না? পাগল হ'লেই বুঝি ছেলেকে লোকে জলে ভাসিয়ে দেয়? দণ্ডীর নিকিচি করেচে, সেই তো যত নষ্টের গোড়া। কোথাও কিছু নেই আমার ছেলেকে খেপিয়ে তুল্লে। ওই যে পোড়ার মুকো আসচে।

হন্তা। ( উঠিয়া )

কই? কই?

( উচ্চ হাস্য। পরে তৎক্ষণাৎ অন্যমনস্ক হইয়া। )

(১৫) বেশভূষা ক'ল্লে যুবতীর মিত্র হওয়া যায় বটে, কিন্তু নিজের শত্রুতা করা হয়।

(১৬) প্রাণে গোপনে আঘাত করা নির্গুণ ব্যক্তির কর্ম্ম।

( শঙ্করের প্রবেশ ও হন্তার পিতার প্রণাম। )

(১৭) চঞ্চল ব্যক্তিদের আশা অনেক, কিন্তু ফল অল্পই পায়। স্থির ব্যক্তিদের কৃত নিয়মে চলাই তাহাদের মঙ্গল।

(১৮) সকল বিষয়ে স্বার্থ বুঝ্‌তে গেলে, আসলে ফাকি পড়্‌তে হয়।

( শঙ্করকে দেখিয়া চমকিত হওন ও পায়ের নিকট মাথা খোঁড়া। )

মা। ঠাকুর, আমার ছেলেকে ভাল ক'রে দাও, তুমিইতো পাগল ক'রে দিলে।

শঙ্কর। কেন মা তোমার ছেলেকে কিসে পাগল ভাব্‌লে? কোন' কথা কি পাগলের ন্যায় শুন্‌চ? এঁকে তোমার ছেলে ভেব না, এঁর পরিচয় শোন। অতি শৈশবাবস্থায় পুত্রকে কোলে ক'রে তুমি একবার তোমার সহচরীদের সহিত যমুনা স্নানে যাও। যমুনাতীরে পুত্রকে শায়িত ক'রে তোমরা অনন্য-মনে জলক্রীড়া ক'ত্তে ছিলে, এমন সময়ে যমুনার জল-বৃদ্ধি হওয়ায় তোমার পুত্র জলমগ্ন হয়। শেষে, তীরে উঠে যখন পুত্রের অন্বেষণ কর', তখন জলে মৃত পুত্রকে ভাস্‌তে দেখ্‌লে ও ক্রোড়ে ল'য়ে কত রোদন ক'ল্লে। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রের

চৈতন্য হ'ল। তোমরা ভাব্‌লে, বুঝি পুত্র মরে নাই, মূর্চ্ছা মাত্র হ'য়েছিল। কিন্তু যথার্থ তা নয়; সেই যমুনা-তীরে একজন সিদ্ধ-পুরুষ তপ' ক'ত্তেন; তিনি তোমাদের রোদন শুনে করুণার্দ্র হ'য়ে নিজ-কলেবর ত্যাগ ক'রে তোমার পুত্রের দেহে প্রবেশ করেন। তোমার পুত্র সেই মহাপুরুষ, এঁকে সংসারে রাখা তোমার কর্ম্ম নয়; আমাকে ভিক্ষা দাও।

মা। ঠাকুর, আপনার পায়ে ধরি, অমন কথা আর বল্‌বেন না; অবোধ ছেলের উপরই মা'র বেশি মায়া; ঠাকুর আমাকে ক্ষমা করুন।

শঙ্কর। ভাল, ক্ষমতা হয় তোমার ছেলেকে রাখ। আমি চল্লেম, আমার শিষ্যগণ গ্রামের প্রান্ত-ভাগে আমার জন্য অপেক্ষা ক'চ্চে।

(প্রস্থান)

হস্তা। (উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে)

(১৯) অধিক ঘনিষ্টতায় সম্ভ্রম নষ্ট করে।

(২০) রক্ত-মুখ অপেক্ষা হাস্য-মুখে অধিক কার্য্য পাওয়া যায়।

কই, কোথায় গেলেন! কোথায় গেলেন! মা আমি চল্লুম!

(ছুটিয়া প্রস্থান)

মা। আবার কোথায় যায় দেখ, এমন পাগলের পাল্লায়ও পড়েছি, ওরে ও হস্তা!

(প্রস্থান)

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

২য় দৃশ্য।

গ্রামের প্রান্তভাগ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বেদান্ত পাঠে রত।

সুরেশ্বর। (স্বগত) ভেবেছিলাম, লীলাবতীকে বুঝি আর এ জীবনে ভোলা যাবে না। কিন্তু গুরুদেবের অমূল্য উপদেশ সকল পাঠ ক'রে, এই তো ক্রমশঃ সকলই আবার ভুলে যাওয়া যাচ্চে। ভাবা গিয়েছিল, এ হৃদয়ে আর সুখের আশাও কখনো আস্‌বেনা। লীলার মৃত্যুর পর সুখের নাম পর্য্যন্ত মুখে আন্‌তেও হৃদয় যেন ভেঙে যেত। কিন্তু, এইতো আবার, সুখের জন্য, শান্তির জন্য, কত প্রয়াস পাচ্চি। তবে প্রভেদ, তখন সুখের প্রকৃত উপায় জান্‌তেম না, এখন গুরুদেবের বেদান্ত-ভাষ্য অধ্যয়ন ক'রে সে উপায় জান্‌তে পারা গেছে। আগে যখন যা'র আশাই হৃদয়ে আস্‌ত, ভাব্‌তেম সেই দ্রব্যের অভাবেই আমি অসুখী, অমনি সেই দ্রব্য লাভের জন্য অনাহারে অনিদ্রায় কত চেষ্টা, কত শ্রম করেছি; সে দ্রব্যের ধ্বংসে যে আবার দারুণ মনঃকষ্ট পেতে হবে, যত আশা ততোঽধিক নৈরাশ্য সহ্য ক'ত্তে হবে, এ কথা একবারও ভাবি নি। মনে কর, লীলাবতীর জন্য আমার দুঃখ। কেন দুঃখ?—লীলাবতীকে বিবাহ ক'ত্তে বাসনা হল, আশা হ'ল বিবাহ ক'রে সুখী

হব; বিবাহ কল্লেম, লীলাবতী আমার হ'ল, সেই জন্যই তো তা'র অভাবে এখন এত কষ্ট। কিন্তু, এক্ষণে আচার্য্যের কৃপায় বোঝা গেছে, প্রবৃত্তি-মার্গে সুখ নাই, শান্তি নাই, আশার বিশ্রাম নাই। নিবৃত্তি মার্গেই সুখ, নিবৃত্তি মার্গেই শান্তি। মনে কর, যদি আমি লীলাবতীকে বিবাহ না কত্তেম, লীলাবতীর উপর মমত্ব স্থাপন না ক'ত্তেম, তা'হ'লে লীলাবতীর জন্য একটা অভাব কিসের? আর, অভাব থাকলেও একের অভাবে অপরের দুঃখ কিসের? আহা, গুরুদেবের নিবৃত্তি-মার্গ কি স্বর্গীয় উপদেশ! শান্তির কি প্রশস্ত উপায়!

( সুরেশ্বরের পুনরায় বেদান্ত পুথিতে মনঃ-সংযোগ ও হস্তার প্রবেশ )

হস্তা। ( নিজ-মনে )

(২১) দুর্জ্জনকে শাসন করা সহজ নয়, তা'কে তুচ্ছ ক'রে চল, তা'হ'লেই যথেষ্ট।

(২২) যা'দের কোন' ক্ষমতা নাই, তারাই স্ত্রীলোকের উপর নিষ্ঠুরতা করে।

(২৩) নীচ ব্যক্তির সম্মান কর' তত ক্ষতি নাই, মানী ব্যক্তির কদাচ অপমান ক'র না।

পদ্মপাদ। তুমি কে?

হস্তা। ( নিজ-মনে )

(২৪) অর্থের প্রয়োজন অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা অধিক।

(২৫) অঙ্গীকৃত বিষয় সত্বর পালন ক'র্‌বে, তা'ব'লে অঙ্গীকার সত্বর ক'র না।

পদ্মপাদ। তুমি কে?

হস্তা। অ্যাঁ

(পুনরায় নিজ-মনে)

(২৬) দম্ভ, অভিমান প্রভৃতি জঘন্য পদার্থ সকল যদি তোমার শিক্ষার পরিণাম বিবেচনা কর', তা'হ'লে বরং অশিক্ষিত থাকিও।

পদ্মপাদ। তুমি কে?

হস্তা। অ্যাঁ।

পদ্মপাদ। তুমি কে?

হস্তা। আমি একটু সংসারীকে উপদেশ দিচ্চি।

পদ্মপাদ। পাগল নাকি!

হস্তা। (পূর্ব্ববৎ)

(২৭) গুণী তোমার গুণ বুঝ্‌বে, অপরে না বুঝ্‌লে দুঃখিত হোয়ো না।

(২৮) বসন্তের গুণ কোকিল বোঝে, কাক বোঝে না।

কি ভয়ানক, গুরুদেবকে ফেলে আমি এগিয়ে এসেছি?—হস্তা কাণ মল, হস্তা কাণ মল্।

(কাণ মলিয়া প্রস্থান)

পদ্মপাদ। পাগল।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও পশ্চাতে পশ্চাতে হস্তার পুনঃ প্রবেশ ও শিষ্যগণের শঙ্করকে প্রণাম।)

হস্তা। (নিজ-মনে)

(২৯) মনের শোভা প্রফুল্লতা।

(৩০) অসৌভাগ্যে হতাশ হোয়োনা, প্রাতঃকাল মেঘাচ্ছন্ন হ'লে, সায়ংকাল অনেক সময়ে পরিষ্কার থাকে।

(৩১) আয়ের অধিক ব্যয় ক'র না, কারা-রুদ্ধ হ'বে।

সংসার করাও তো ধর্ম্ম, গুরুদেব সংসার-ধর্ম্ম কই

উপদেশ ক'ল্লেন ?—ওমা ! গুরুদেবকে সকলে প্রণাম ক'ল্লে, আমি কল্লুম না ?

( পায়ের নিকট গিয়া মাথা খোঁড়া )

পদ্মপাদ। দেব, এ পাগলটী কে ?

শঙ্কর। এঁকে পাগল ভেব না, ইনি একজন মহাপুরুষ। সংসারীকে উপদেশ ক'রে বেড়ানই এঁর কার্য্য। লোকে না চিনে হস্তা পাগ্‌লা ব'লে ডাকে, আমি ইঁহার নাম হস্তামলক রেখেছি। ক্ষুদ্র আমলকী ফলের মত তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি ইঁহার হস্তের ভিতর। তোমরা যেমন আমার শিষ্য, হস্তামলকও তদ্রূপ। চল শৃঙ্গ-গিরিতে গিয়ে সত্বর সঙ্কল্প পূর্ণ করি, শুভ-কার্য্যে অনেক বিঘ্ন।

( যাইতে যাইতে )

পদ্মপাদ,

বুঝিনা তো কি হল বিপদ !
কেন পদ নাহি চায় যেতে ?
কোথা হ'তে কে যেন টানিছে !
কে যেন কাতর-স্বরে ডাকিছে আমারে !

( আরো কাতর-ভাবে )

একি একি মুহুর্মুহুঃ হতেছে স্মরণ
কার যেন স্নেহ-মাখা বদন নয়ন !
কোথা হ'তে আসে ভেসে স্বর্গের মমতা !
পশে কাণে যেন কার স্নেহ-মাখা কথা ! !
"মা !" "মা !" কেন তুমি ডাকিছ আমারে ?
সন্ন্যাসীরে কি হেতু স্মরণ ?

পদ্মপাদ,
চরণ নিশ্চল, দেহে নাই বল,
কিছু কাল ব'স তরু-তলে।
(উপবেশন ও তৎক্ষণাৎ পাগলের ন্যায় উঠিয়া)
ওকি ! ওকি ! লুটিতেছে ধরা,
হারা নয়নের তারা,
শূন্যে হেরে, করে গণ্ডস্থল,
বিষাদিনী ঢালে আঁখি জল !
"দেবি ! !" "দেবি ! !" "মা ! !" "মা ! !"
পদ্মপাদ,
ধায় প্রাণ আজ মার কাছে,
কোথা আছে জননী আমার !
হৃদয় বিকল, কাঁদে অন্তস্তল,
ওঠে পড়ে মার কথা মনে !
হৃদি প্রস্তরেতে বাঁধি'
আসিয়াছি একাকিনী ফেলে,
আঁখি-জলে দেখেছি তটিনী,
বিষাদিনী কোথায় এখন !
শোনে না কো মানা, বোঝালে বোঝেনা,
ছোটে প্রাণ দেখিতে মায়েরে !
হৃদয় আকুল, ধৈর্য্য বিনির্ম্মূল,
মুদিলেও আঁখি অন্তরেতে দেখি,
মাতৃ-ভাব মাখামাখি প্রাণে,
এনে দেয় স্মৃতি স্নেহের মূরতি !
অনাথিনী কোথায় জননী !

ডাকি তোমাকে আজ বার বার,
"মা !" "মা !" কই মা আমার !
বাল্যের আশ্রয়-ভূমি ! শান্তি জীবনের !
চির-দুখী শঙ্করের মা !—
পদ্মপাদ, সারদা-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এক্ষণে ঘট্‌ল না, মা'র আমার অন্তিম সময় উপস্থিত; এ জীবনে কখনো মাতৃ-সেবা ঘটে নি, মা আজ আমায় স্মরণ কচ্চেন, আমি চল্লুম। তোমরা আমার সহিত মিলো।

( শঙ্করের প্রস্থান। হস্তা ভিন্ন অন্যান্য শিষ্যগণেরও ক্রমশঃ প্রস্থান )

হস্তা। ( নিজ-মনে )

(৩২) পা টলে ক্ষতি নাই, জিহ্বা যেন না টলে।

(৩৩) সৌভাগ্য না হয় অসৌভাগ্য জীবনের ধর্ম্ম।

(৩৪) এক পক্ষের সৌজন্য বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

(৩৫) রসজ্ঞের নিকটই রসের প্রসঙ্গ কর্‌বে। বিপরীতে দুর্নাম মাত্র ফল।

(৩৬) বড়লোক অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট অধিক উপকার পাওয়া যায়।

(৩৭) দোষ যত শীঘ্র প্রচার হয় গুণ তত শীঘ্র হয় না!

(৩৮) অল্পবুদ্ধি লোকেরা পরকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্যে নিজের লোকের হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে দারুণ আঘাত করে।

গুরুদেব সংসারীকে করুণা ক'র্‌লেন কই ?—কি ভয়ানক ! সকলে এগিয়ে গেল, আমি প'ড়ে র'য়েছি

( সবেগে প্রস্থান )

---

## চতুর্থ অঙ্ক।



### ৩য় দৃশ্য।

পথ। বিশ্বিষ্টা পীড়িতাবস্থায় শয়ানা। নূতন বৌ, চারুর মা, মেজগিন্নি প্রভৃতি পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকগণ এবং চারু প্রভৃতি বালক-বালিকা-গণ দণ্ডায়মান।

নূতন বৌ। আহা, এ মাগীর কি কেউ নেই গা, রাস্তার ধারে প'ড়ে প'ড়ে অমন ক'রে গুমচে; ঈশ্বরের বাপু এই গুনো বড় অন্যায় বিচার, কি ক'রে কষ্ট দেওয়া দেখ দেখি।

মেজ গিন্নি। সব বরাৎ, ওর ভাত আজ খায় কে; দিব্যি সংসার ছিল, ঘর ছিল, শক্ত সমর্থ এক ছেলে ছিল, মাগীর সেই ছেলেগত প্রাণ। তার পর পোড়ার মুকোর কেমন কুবুদ্ধি ধ'র্‌ল, কোথায় যে চ'লে গেল জগদীশ্বর জানেন। কেউ বলে মারা পড়েছে, কেউ বলে এক মাগী নিয়ে মেতে আছে, ও' তো ব'ল্‌ত সন্ন্যাসী হয়েছে, সত্যি মিথ্যে ভগবান্‌ জানেন; আহা মাগী হাঁ ক'চ্চে দেখ, একটু জল খাবে।

নূতন বৌ। তাই তো গা, কিসে ক'রে একটু জল দেই, ঐ একটা নাগ্‌রী ভাঙা প'ড়ে র'য়েছে, দিচ্চি একটু র'স।

(কাঁকের কলসী হইতে নাগ্‌রী-ভাঙায় জল ঢালিয়া)

এই নে লো জল খা। দেখো তো মেজগিন্নি আমার কাপড় খানা না ঠেকে।

( আল্‌গোচে জল দিয়া )

ঠেকিনি তো ?

মেজগিন্নি। জল দিলে এক রাজ্যি থেকে, কাপড় ঠেক্‌লো এক রাজ্যিতে ? বলে, তোমার এক বাই ! তার পর শোন, ছেলেটাকে না দেখে,—মায়া, কেমন পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল। আর বাড়ী যেতো না, অশদ তলায়, পুকুর পাড়ে, নদীর ধারে, শিবের মন্দিরে ব'সে ব'সে থাক্‌ত, আর শিবকে ডাক্‌ত।

চারুর মা। ( চারুর প্রতি ) আরে চেরো, ঘেঁসে ঘেঁসে যাচ্চিস্‌, ছুঁবি নাকি ? চ' বজ্জাৎ, বাড়ী চ'।

( হাত ধরিয়া লইয়া যাওয়া। )

মেজগিন্নি। আরে মাগী কাণা নাকি, ঠেলে চ'লে যায়।

চারুর মা। দেখিস্‌ যেন হাওয়া লেগে ফোস্‌কা হয় না গায়।

মেজগিন্নি। মর্‌ রাঁড়ি হতচ্ছাড়ি, ট্যালার মত যায়,
ব'ল্লে আবার রাগটী আছে, কথা সয় না গায়।

চারুর মা। কেন কথা সইব, কারো বাপের ভাত খাই ?
পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আবার ঝাঁজ দেখে যাই।

মেজগিন্নি। মর আবাগী চোখ খাগী, গতরের মাথা খায়,
কোথায় কিছু নেই, কোঁদল ঘাড়ে পেতে নেয়।

চারুর মা। আমি ম'ত্তে যাব কেন, তুমি নিপাত যাও,
তিন দিনের মধ্যে যেন পুতের মাথা খাও।

মেজগিন্নি। তুমি আঁটকুড়ো হও, নিপাত যাও।

চারুর মা। নিপাত যাও, নিপাত যাও।

( কিছুক্ষণ ঝকড়া ও বিশিষ্টা ভিন্ন সকলের প্রস্থান। )

বিশিষ্টা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত) মাগো!—শঙ্কর রে!—
যাই বাপ!—গেলুম বাপ!—শঙ্কর রে!—
শঙ্কর রে!—

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। কই মা! কই মা! কোথা মা! এই যে মা আমি
এসেছি! এই যে মা তোর শঙ্কর!

বিশিষ্টা। যাদুমণি! যাদুমণি! গলা শুনে চিনেছি! কই
বাপ্! কই বাপ্! কাছে এস! কথা কইতে
শক্তি নেই! আর দেখ্‌তে পাইনে! আমি পথে
পথে কাঙালের ন্যায় ঘুরিচি! আমার দশা
দেখ বাপ্, কাছে আয়।

শঙ্কর। এ কে! এ কে! মা! মা! একি দশা তোর?
আর কি মা নিবি নে কো কোলে?
পথি-পার্শ্বে কাঙালের মত!
নাহিকো উত্থান! কণ্ঠাগত প্রাণ!
শ্বাস-টান যুঝিছে পঞ্জরে!
সর্ব্বাঙ্গ পতন! পড়ে না নয়ন!
দেখা দেছে মৃত্যুর লক্ষণ!
মা!——মা!—
বহুদিন নিস্ নি কো কোলে,
বহুদিন ডাকি নি "মা" ব'লে,
একবার কোলে তুলে নাও!
এ দশা যে দেখিতে না পারি,
বুকে কঙ্কালের সারি!
নাহি খাদ্যের সম্বল, মৃৎপাত্রে জল!

বল্ মাগো বাঞ্ছা তোর কিবা ?
মাতৃ-সেবা করি একবার !
সেবা তোর জীবনে ঘটে নি,
কি নিবি জননি ?
সর্ব্ব-ধনে ধনী তোর হ'য়েছে শঙ্কর !
দিব গগনের তারা, সুমেরুর চূড়া,
দিব রতনের খনি, ভুজঙ্গের মণি,
চরমের সাধ তোর কি আছে জননি ?

বিশিষ্টা। হেরি যে আঁধার ঘোর, কই যাদুমণি মোর,
আয় যাদু আরো কাছে, আরো কাছে আয়।—
আর কোন' সাধ নাই, শুধু বনমালী চাই,
এস কাছে, পার যদি দাও আজ তাঁয়।—

শঙ্কর। শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ যশোদানন্দন!
বংশীধর দামোদর শ্রীধর মাধব !
মুরহারি' তাপবারি' নরকান্তকারি'!
কোথা হরি দাও দরশন !
দেখ, অন্তিম সময়
মা আমার বনমালী চায়,
দয়াময় ! দিতে হবে দয়া পরিচয় !
একদিনও জন্মিয়ে ভুবনে
মাতৃ-সেবা ঘটে নি জীবনে ;
বাঁকা-সখা ! দাও আজ দেখা !
নাহিকো সময় ! কাল ব'য়ে যায় !
বাহিরায় প্রাণ-বায়ু বুঝি !
ডাকি তোমা নাহি হেন কাল,

এস ছুটে নন্দের দুলাল !
এস ছুটে যশোদার দুধের গোপাল !
সাধ নাহি আর, শুধু মা আমার
নেবে তোমা ব্রজের চন্দ্রমা !
ছি ছি হরি, হেন দিনে হ'তেছ নিদয় ?
দেখ, ধর্ম্মের কারণে
বাল্যাবধি ঘুরিনু কাননে !
হেন দিনে দিলে না দর্শন ?
বড়ই কাতরে, ডাকি হে তোমারে !
মাতৃ-সেবা হবে না জীবনে
দুঃখ র'য়ে যাবে মনে !
আছে এখনো সময়,
ক্ষীণ শ্বাস বয় !
দয়াময় ! রাখ' অনুনয় !
যেথা দেখা দেবে তুমি,
সেই হবে ব্রজভূমি,
সেই হবে তুলসী-কানন,
সেই ভাগীরথী-তট,
সেই হবে পঞ্চবট,
দাও দেখা শ্রীনন্দ-নন্দন !

( রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব ও বিশিষ্টার মস্তকে পদ-স্থাপন। )

কৃষ্ণ। বল দেখি কে এসেছে।

শঙ্কর। ( রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া )
ত্রিভঙ্গ মুরারি হরি পাপতাপহারি' !

একি হেরি অপরূপ রূপ!
নব-জলধর-সুঠাম-সুন্দর
কিবা হাসে নটবর-বেশে!
কিবা,
অধরে মুরলী দিয়ে,
মিলাইয়ে পায়ে পায়ে,
হেঁকে বেঁকে দাঁড়ায়ে সম্মুখে!
গলে বনমালা! চূড়া বামে হেলা!
কালাচাঁদ! কৌষেয় বসন!
কিবা,
নিরুপমা প্রেমের প্রতিমা
বামে রাধা, শ্রীঅঙ্গের আধা!
রূপে দিক্ আলো করে!
চপলা শিহরে!
অবহেলে তরে জীবগণ!
দেখ মন, দেখ মনোরম
পরম পুরুষ বনমালী!
চিৎশক্তি রাধা বিনোদিনী!
দোল' হরি ল'য়ে শ্রীরাধায়,
দোল' হৃদয়-দোলায়!
এস হরি হৃদি-বৃন্দাবনে!
জ্ঞান বংশীবট, প্রেম যমুনাতট,
নট' নট' হৃদে নটবর!
ল'য়ে চিদানন্দময়ী রাধা,
থাক বাঁধা ভক্তের হৃদয়ে!

আমি অতি মূঢ়মতি,
তুমি অগতির গতি,
নমি হরি, কৃপাবারি কর বিতরণ ;
শ্মশানেতে তুমি কালী,
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসেতে তুমি মোর দেব-ত্রিলোচন !

কৃষ্ণ। সাধ মিটেছে তো ? মা'র সৎকার কর'। আর এক মূর্ত্তি ধ'রে শীঘ্র আবার দেখা দিব।

( রাধাকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও মৃতদেহ লইয়া শঙ্করের প্রস্থান। )

---

## পঞ্চম অঙ্ক।



### ১ম দৃশ্য।

ক্ষুদ্রবন। শঙ্কর আসীন।

শঙ্কর। মা'র সৎকার করা হ'য়ে গেছে, ক্রমে ক্রমে অনেক দিন অতিবাহিত হ'ল, আজো তো পদ্মপাদ প্রভৃতির দর্শন নাই! পথে তীর্থক্ষেত্রাদিতে বোধ হয় বিলম্ব হ'চ্চে। এই স্থানেই মিলিত হ'বার কথা আছে, সুতরাং আরো কিছু দিন আমি এই খানে ভগবান্ ত্রিলোচনের চিন্তা করি।

(এক কাপালিকের প্রবেশ)

কাপালিক। তারা, তারা, তারা। আনন্দময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। এতদিনে ইষ্ট-সিদ্ধি হ'ল।

শঙ্কর। করে রুদ্রাক্ষের মালা, রুদ্রাক্ষের বালা, রক্ত বস্ত্র, রক্ত উত্তরীয়, ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র, জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ নয়ন; তোমাকে প্রণাম করি, কে তুমি সাধক?

কাপালিক। উগ্রচণ্ডা তোমার বাসনা পূর্ণ করুন; অনেক অন্বেষণে তোমাকে পেয়েছি, অনেক কষ্ট দিয়েছ। ভৈরবীর নাম ক'রে শপথ কর, আমার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেবে না।

শঙ্কর। আহা, আমার জন্য কষ্ট পেয়েছেন? আমার নিকট আতিথ্য? ভৈরবীর নাম ক'রে শপথ কচ্চি, আপনার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেব না।

কাপালিক। উগ্রচণ্ডার নাম ক'রে শপথ কর, আমার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেবে না।

শঙ্কর। উগ্রচণ্ডার নাম ক'রে শপথ কচ্চি, আপনার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেব না।

কাপালিক। শ্মশানবাসিনীর নামে শপথ কর, আমার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেবে না।

শঙ্কর। বিশ্বজননী শ্মশানবাসিনীর নাম ক'রে শপথ কচ্চি, আপনার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেব না।

কাপালিক। শোন, অনেক দিনের কথা; আমি একবার ইষ্টমন্ত্র-সিদ্ধির আশায় শব-সাধনে মানস করি, অনেক পরিশ্রমে লক্ষণাক্রান্ত চণ্ডালের শব-দেহ সংগ্রহ হয়; কিন্তু জগদম্বার স্বপ্নাদেশ হ'ল,—হয় কোন' সার্ব্বভৌম-নরপতি, না হয় কোন' সিদ্ধ-পুরুষকে বলি দিয়ে, আগে তাঁর সন্তোষ না ক'র্ত্তে পাল্লে, আমার মন্ত্র সিদ্ধ হবে না।—কি শিশু! এখন থেকেই যে মুখে বিষাদের চিহ্ন?

শঙ্কর। কিছু বিষাদ নাই, শপথ করেছি, নিশ্চয় আপনার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রব; আর যদি কিছু বল্‌বার থাকে বলুন।

কাপালিক। আবার শপথ কর', আমার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেবে না।

শঙ্কর। আবার শপথ কচ্চি, আপনার ইচ্ছায় তিলমাত্র বাধা দেব না।

কাপালিক। শপথ কর, যদি তুমি কিছুমাত্র বাধা দাও, আমি অনায়াসে বল-প্রয়োগ ক'র্ত্তে সমর্থ হব।

শঙ্কর। শপথ কচ্ছি, যদি আমি কিছুমাত্র বাধা দেই, আপনি বল-প্রয়োগ ক'রে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।

কাপালিক। তার পর, স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে, আমি বিবেচনা কল্লেম, সার্ব্বভৌম নরপতি পাওয়া সহজ নয়; তোমাকে সিদ্ধ ব'লে শোনা আছে, অনাহারে অনিদ্রায় সেই পর্য্যন্ত তোমায় অন্বেষণ করা হ'য়েছে। আজ মহামায়ার কৃপায় তোমার সাক্ষাৎ পেলেম, তোমাকে আজ এ' নশ্বর দেহ ভগবতীর পূজায় অর্পণ ক'ত্তে হবে।—কি বালক? আমার মুখের দিকে চেয়ে যে? দেহে মমতা এল নাকি? তুমি না জ্ঞানী?

শঙ্কর। (নীরব)

কাপালিক। অমন ক'রে থাক্‌লে হ'চ্ছে না, আমার মন্ত্রের সিদ্ধি তোমার দেহে নির্ভর ক'চ্চে। ইচ্ছা থাক্, অনিচ্ছা থাক্, তোমাকে আজ এ দেহ দিতেই হবে; কেন মিছে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে পাপী হও।

শঙ্কর। হে সাধক তোমার ভয় নাই, আমি জীবন থাক্‌তে শপথ ভঙ্গ ক'র্‌ব না। কিন্তু ভাব্‌চি, যদি আমি আর কিছুদিন পরমায়ু' পাই, তা'হ'লে ভারতের অনভিজ্ঞ কাপালিক-কুল নির্ম্মূল ক'রে যাই। আমি পূর্ব্বে জানতেম না যে, কাপালিকগণ নর-ঘাতী দস্যু; যদি সে কথা জান্‌তেম, তা'হ'লে শাস্ত্রশিক্ষা না ক'রে, সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রশিক্ষা ক'ত্তেম। বিদ্বানের সহিত বিচার না ক'রে, কাপালিকের

সহিত যুদ্ধ ক'ত্তেম। এতদিন আমি পণ্ডশ্রম ক'রেছি; ভারতে কিছুমাত্র ধর্ম্মপ্রচার হয় নাই ঘোর তামসিক কাপালিক-কুল যখন ভারতে এত প্রবল, নিরীহ দুর্ব্বলের রক্তে যখন ভারত-ভূমি আজো আর্দ্রা হ'য়ে থাকে, তখন সাত্ত্বিকভাব কি প্রচার হ'ল? কিন্তু এ কথা আর এক্ষণে চিন্তা করা বৃথা, আমি তোমার নিকট বিক্রীত আছি, এই লও আমার দেহ, যাহা বাসনা কর'।

কাপালিক। আরে পাষণ্ড! তুই কি ক'রে সিদ্ধ হ'লি? জ্ঞানী হ'য়ে তান্ত্রিকের নিন্দা, তন্ত্র-নিন্দা অবাধে কচ্ছিস্? তুই জানিস্, কাপালিরা তন্ত্রসেবী, তন্ত্রের বাক্য শিব-বাক্য, নর-বলি স্বয়ং শিবের আদেশ।

শঙ্কর। হে কাপালিক, কখনো না। রাজায় হত্যাকারীকে দণ্ড দিয়ে থাকে, নিরপরাধীকে হত্যা ক'ত্তে কখনো আদেশ করে না। যারা তন্ত্রের মর্ম্ম বোঝে না, মীমাংসা জানে না, তারাই কোটী কোটী নিরপরাধীর প্রাণ, হাড়কাটে ফেলে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে, অপহরণ করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর সে বিষয় তর্ক ক'ত্তে চাই নে, যদি আবার জন্মাতে হয় তখন বুঝ্‌ব। লও, তোমার আনন্দময়ীকে প্রসন্ন কর, আমার শিষ্যগণ এলে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া দুর্ঘট হবে। তা'রা না আস্‌তে আস্‌তে কার্য্য সমাধা কর'।

কাপালিক। শিষ্যগণ আর লুক্কায়িত থাকা অনাবশ্যক। খড়্গাদি ল'য়ে তোমরা আস্‌তে পার'।

( কাপালির শিষ্যগণের প্রবেশ ও পূজাদির আয়োজনে
ব্যাপৃত হওন, এবং সকলের অলক্ষিতে নিজের মনে
মনে বকিতে বকিতে অদূরে হস্তার প্রবেশ। )

হস্তা। (৩৯) দুঃখের পর সামান্য সুখও রমণীয়, কিন্তু সুখ অন্তে দুঃখ অসহ্য।

(৪০) কার্য্যই জীবনের শান্তি।

(৪১) নিষ্কর্ম্মার মন কুচিন্তার ও কষ্টের চির-আবাস-ভূমি।

(৪২) কর্ম্ম ক'ত্তে হ'বে, তা'হ'লে কখনো কুকর্ম্ম ক'র না।

(৪৩) নিষ্কর্ম্মা থাকাও সম্পূর্ণ কুকর্ম্ম করা।

( সহসা হাড়কাটে শঙ্করকে দেখিয়া চমকিত হওন এবং
পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ্মপাদ প্রভৃতিকে আনিবার জন্য
বেগে প্রস্থান ও তৎক্ষণাৎ বেগে তাহাদের
সহিত পুনঃ প্রবেশ। )

পদ্মপাদ। ( প্রবেশ করিয়াই শঙ্করকে হাড়কাটে দেখিয়া )

আরে আরে নরঘাতি' পাষণ্ড উন্মাদ !
ধর্ম্মদ্বেষি' দানব পিশাচ !
ভস্ম হ'লি দেখ্ ব্রহ্ম-কোপে !
শাপে ধরা দীর্ণ হ'ল !
জলধি শুকাল' !
চরাচর জ্বলিল অনলে !
গেল মেরুদণ্ড খসি' ! লুপ্ত রবি-শশী !
কাল-নিশি ছাইল মেদিনী !
গেলি দগ্ধ হ'য়ে ! পশিলি নিরয়ে !
দেখ্ চেয়ে, ডাক্ ইষ্টদেবে !
একাধারে যক্ষ-রক্ষঃ-অমর-কিন্নর

অষ্টবসু-নবগ্রহ-দশদিক্‌পাল
নারিবে রোধিতে ব্রহ্মশাপে !
যেবা রাখে ডাক্ আজ তারে !
যার সাধ্য রাখুক্ সে তোরে !

কাপালিক। (আরক্ত নয়নে অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্ব্বক পদ্মপাদাদির প্রতি) আমার আদেশে পাপিগণ ঠিক্ ঐখানে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্।

(পদ্মপাদাদির চলৎ-শক্তি ক্ষয়)

শঙ্কর। পদ্মপাদ, গুরু-আজ্ঞায় ক্রোধ পরিত্যাগ কর'। বৃথা শাপ দিয়ে তপঃ-ক্ষয় ক'র না। আমি স্বেচ্ছায় দেহ-ত্যাগ কচ্চি। তবে, যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই, পার' তো ক'র। আমি এতদিন ধর্ম্মপ্রচারে বৃথা প্রয়াস পেয়েছি, যত দিন ভারত হ'তে অনভিজ্ঞ কাপালিকগণ নিঃশেষ না হয়, ততদিন ধর্ম্ম-প্রচার সম্ভব নয়। পার তো, তোমরা সমুদয় কার্য্য ত্যাগ ক'রে আগে কাপালিককুল নির্ম্মূল ক'র।

পদ্মপাদ। (কাপালিকের রক্তিম ও নিষ্পন্দ নয়নের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া)
একি ! একি ! নেহারি কেমন !
কাপালিক যেন হুতাশন !
একি ! একি ! কি ভাব উদয় !
তপোবল ক্ষয় !
মুহুর্ম্মুহু প্রাণে যেন ভয় !
সর্ব্বাঙ্গ বিকল ! চরণ নিশ্চল !

বাক্য সরে হেন শক্তি নাহি ধরে দেহ !
হিমাদ্রির উচ্চতম-রতন-শিখরে,
কৈলাস-আসনে কোথা,
ব'সে আছ অদ্বিতীয়-বিরাট-পুরুষ !
মহিমার নিকেতন ! করুণা-সাগর !
ব্রহ্মাণ্ডের বিচারক ! পূর্ণ-ন্যায়বান্ !
অঙ্গুলি সঙ্কেত কর' জ্বলিতে অনল !
আজ্ঞা দাও বিনামেঘে পড়িতে অশনি !
আজি, অনুগত চির-পদাশ্রিত
হয় হত ঘাতকের করে !
দনুজ-দলনী শ্যামা করাল-বদনা !
ভক্ত-জনে দে' যা মা অভয় !
পাপ-তাপ-হরা ! বরাভয়করা !
অসি-ধরা ! নাচ' শব-হৃদে !
হরি !
আছে তোমারই বচন,
সাধুগণে করিতে পালন,
নাশিবারে দুষ্কৃত-নিকরে,
ধরা'পরে ধর্ম্মরক্ষা তরে,
বারবার অবতার তব !
হে মাধব ! আশ্রিত-রক্ষক !
দেখ আজ, আশ্রিত বালক,
ধর্ম্মের কোমল মূর্ত্তি, ধর্ম্মগত-প্রাণ,
আত্মদান করে অধর্ম্মেরে !
যায় ধর্ম্মের গৌরব ! টুটিল সৌরভ !

হে কেশব ?
আর্য্য-ধর্ম্ম সত্য যদি হয়,
সত্য যদি হও তুমি ধর্ম্মের রক্ষক,
ত্বরা এস করসে উপায় !
পিতঃ ! পাতঃ ! পালক ! রক্ষক !

( গর্জ্জন করিতে করিতে নরসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব,
কাপালিককে ছিঁড়িয়া ফেলা ও শঙ্করকে
কোলে তুলিয়া চাটিতে আরম্ভ। )

পদ্মপাদ। কি বিকট উদ্ঘট ব্যাপার !
নহে বর্ণনার, মূর্ত্তি কিমাকার !
কি অদ্ভুত কিম্ভূত গঠন !
প্রখর নখর কর-যুগে !
দেখে অন্তরাত্মা কাঁপে !
হৃৎকম্প লাগে !
সিংহ-মুখে সিংহ-ডাক্ ডাকে !
নিম্নভাগে অনুকরে নরে !
ভরে বিশ্ব-গ্রন্থি খোলে ! কুলাচল চলে !
ধরা হেলে, নভো দোলে, স্বর্গ মর্ত্ত টলে !
রসাতলে কাঁপে অহিরাজ !
অর্দ্ধ-মানব ! অর্দ্ধ-কেশরী !
নমি হরি নারায়ণ নরসিংহরূপি' !
সুর-নর-ত্রাস !——বীভৎস বিকাশ !
শ্রীনিবাস ! সংহর' এ'রূপ !

( প্রণাম। )

নৃসিংহ। কাপালির পাপ-বাণী হউক নিষ্ফল,
পূর্ব্ব-বল ফিরে পাও সবে।

(নৃসিংহদেবের অন্তর্ধান।)

শঙ্কর। পদ্মপাদ
সারদার প্রতিমূর্ত্তি হ'ল না এখন,
জীবনের কার্য্য কর' কাপালি-দমন;
হবে না কো দোষ, মা'য়ে করিবে না রোষ,
অন্তরের ব্যথা জানে, মা তো অন্তর্যামী,
সেবা হবে দিন যবে দেবেন জননী;
আহা,
দস্যু-করে বিনাদোষে মরে!
রোদন নিভাও কাতরের,
দুর্ব্বলের প্রাণ রক্ষা কর';
চল ভূপ-পার্শ্বে যাব, সাহায্য মাগিব,
মূর্খ-দস্যুর শাসন
শাস্ত্র-বলে হবে না সাধন,
শস্ত্র-বল প্রয়োজন তা'য়।

(হস্তা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।)

হস্তা। (৪৪) সুকার্য্য ও কুকার্য্যের ফল যথা সময়ে ফল্‌বেই।

(৪৫) হৃদয় সর্ব্বদা কোমল রেখ, যা'র হৃদয় কঠোর তা'র আর অন্য পাতক আবশ্যক কি?

(৪৬) কটুভাষী লোক সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর-হৃদয়।

(৪৭) নম্রতায় মানুষকে শত্রুহীন করে, অহঙ্কারে তাহা বাড়ায়।

(৪৮) চন্দন-তরু যত জীর্ণ হয়, তত গন্ধ বাড়ে ; পুরুষ যত প্রাচীন হয়, তত পক্কতা জন্মায়।

(৪৯) অসৎ সঙ্গ না নিয়ে বরং একা থেক'।

উঃ, গুরুদেব যে অনেক দূর চ'লে গেলেন।

( সবেগে প্রস্থান। )

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

২য় দৃশ্য।

শ্মশান-ক্ষেত্র। শ্মশান-কালীর সম্মুখে এক শূদ্রীকে ধরিয়া ক্রকচ উপবিষ্ট। নিকটে কাপালি-শিষ্যগণ দণ্ডায়মান। চারিধারে বলি দেওয়া ছাগ, মহিষ ও নর-দেহ পতিত।

ক্রকচ। শিষ্যগণ, এইতো কুহূ-রজনীতে যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনা করা হ'ল। রজনী প্রায় তৃতীয় যাম আগত। আমি এক্ষণে শ্মশানকালীর সম্মুখে অবশিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করি। তোমরা নিজ নিজ সাধনায় রত হও গে।

(শিষ্যগণের প্রস্থান)।

শূদ্রী। কহ দ্বিজ কি বাসনা প্রাণে?
বামা সনে কি কায' শ্মশানে?
একা হেরে অবলারে,
জোর ক'রে নিয়ে আস' হ'রে!
দ্বিজ, ধর্ম্ম যাবে ছেড়ে,
ছুঁয়ো না শূদ্রীরে!
হের, আতঙ্কে শিহরে কায়,
ধরি পা'য় ছাড়হ আমায়।

ক্রকচ। ছি ছি নারি, কোন' দোষ নাই। জ্ঞানার্ণব, কুলার্ণব, জামল, প্রভৃতি তাবৎ তন্ত্রেই ব'লেছেন, পঞ্চ-

মকারের প্রত্যেকটী দেবীকে প্রসন্ন কর্‌বার অন্যতম উপায়। ছি ছি, শিব-বাক্য কি লঙ্ঘন করে?

নেহার' নির্ম্মল নিশা! নভঃ তারাময়!
নবীন নবীনা দোঁহে! দূরে লোকালয়!
বিলম্ব সহে না, অঙ্গে দাহ অনঙ্গের,
এস নারি, হৃদি চাহে স্পর্শ হৃদয়ের!

শূদ্রী। শোন দ্বিজ,
ধর্ম্ম সবে না এ পাপ, পাবে মনস্তাপ,
এক পাপে দ্বিজ-কুল হইবে নির্ম্মূল,
যাবে সৌরভ গৌরব, নাচিবে রৌরব,
দেবে দেখা নরকের শিখা;
ছি ছি, হইয়ে ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্ম কহ শূদ্রীর সঙ্গম?
দ্বিজ, জান না কো ধর্ম্ম,
মর্ম্ম কিছু বোঝ' নি শাস্ত্রের।

কবচ। উপদেশ রাখ'। সাধকের শূদ্রী-সহবাস নিষিদ্ধ নয়। কুলচূড়ামণি-তন্ত্রে আছে, নিম্নলিখিত স্ত্রীগণ সাধকের ব্যবহার যোগ্যা, "ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা শূদ্রা চ কুলভূষণা, বেশ্যা নাপিত-কন্যা চ রজকী নটকী তথা।" সুন্দরি বৃথা কাল-ক্ষয় ক'র না। রজনীর তৃতীয় যামে সাধককে এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা সাধনা ক'ত্তে ব'লেছেন। তৃতীয় যাম অতীত হয়——
দেবীর প্রসাদ ধর' সুরা,
আত্মহারা করিবে নিমেষে!

শূন্য-দেশে দেখাইবে নন্দন-কানন!
শিরা বহি' ছুটিবে বিদ্যুৎ!
অপার্থিব সুখ!
বিদ্যাধরী করিবে কৌতুক!
আবেশে অনঙ্গ-রসে অঙ্গ রবে গ'লে!
বসুন্ধরা দুলিবে হিল্লোলে!
হের মদন-দাহনে বাক্য আসে ভেঙে,
কর'পান, দাও স্থান হৃদয়-আগারে!!

(জোর প্রকাশ।)

শূদ্রী। দ্বিজ, করহ নিবেশ, হিত উপদেশ,
ধর্ম্ম কভু নহে মদ্য-পানে,
ধর্ম্ম নাই পরস্ত্রী-সঙ্গমে,
ধর্ম্ম চিত্তের দমন, ইন্দ্রিয়-শাসন,
আত্মার প্রবোধ, যথেচ্ছতা রোধ;
দ্বিজরাজ,
অবোধ হোয়ো না, এ বেগ রবে না;
পাপময়ী হেন লিপি যার,
ধর্ম্ম লক্ষ্য নহে তার,
শাস্ত্রকার কামুক সে জন,
কভু নহে মহাকাল, শিব নাম জাল,
বাসনা মিটাতে মন-সাধে,
নির্ব্বিবাদে মন্মথে তুষিতে;
তন্ত্রে যদি এ পাপ আদেশ,
দ্বিজোত্তম,
শূদ্রীর এ ধর' উপদেশ,

হেন তন্ত্র জ্বালাও অনলে, ভাসাও সলিলে,
দাও ফেলে খণ্ড খণ্ড ক'রে ;
তাহে যদি বিন্দু পাপ থাকে,
ধর্ম্ম সাক্ষী—আমি পাপী হব সেই পাপে,
মহোল্লাসে পশিব রৌরবে !

ক্রবচ। হের' সমুজ্জল, বর্ণ নিরমল !
অন্তস্তল জুড়াইবে পানে !
ক্ষণে মাতোয়ারা ! মদনে বিভোরা !
শান্তি পাবে শান্তিহারা নারি !
আসিবে না ক্লান্তি !
রতি-শ্রান্তি নিমেষে হরিবে !
ত্রিতাপ-বারিণী সুরা দুঃখ-শোক-হরা !
তাচ্ছিল্যেতে পাপ, দেবীর প্রসাদ !
প্রসাদের বলে, অপবর্গ ফলে !
রাখ' কথা, দেই ঢেলে বদন-কমলে !!

শূদ্রী। ( হস্ত দ্বারা বাধা দিয়া )
দ্বিজ
কেন হেন সাধ ?—স্বেচ্ছায় উন্মাদ ?
ঘোর অবসাদ পিছে ;
পূর্ব্ব-পুণ্য নাশ, নিরয়ে নিবাস,
শক্তি-হ্রাস পলকে পলকে,
স্বেচ্ছাচারে মতি, উচ্ছৃঙ্খল গতি,
পরিণতি ঘোর পাপময়ী,
বুদ্ধি-বৃত্তি লোপ, অন্তে মনঃ-ক্ষোভ,

দুশ্চিকিৎস্য পীড়া, যৌবনেতে জরা,
ফেল সুরা, হিতবাণী শোন জ্ঞানিবর!

( কাপালির জোর প্রকাশ। )

দ্বিজ,
মন কর' স্থির,——কি দেখে অধীর?
মল-মূত্র পূরিত শরীর;
স্তন দুটো-মাংস-পিণ্ড-ভার, অধরে থুৎকার,
সুধার আধার কিছু নাই;
সাধ মিটে যাবে ক্ষণে, ক্লান্তি পরিণামে,
রবে মনে নিদারুণ ঘৃণা,
পাপ অচিরে ফলিবে,
বহ্নি দারুণ জ্বলিবে,
সে উত্তাপে ছাই হবে পুড়ে।

( কাপালির পূর্ব্ববৎ জোর প্রকাশ )

শুন দ্বিজোত্তম,
মাতৃ-ভাবে কর' দরশন;
যদি মন না কর' দমন,
হবে জননী-সঙ্গম,
যোগ-যাগ-দান, এত অনুষ্ঠান,
এক পাপে হবে অবসান,
মন্ত্র-পূজা-হোম, হবে পণ্ডশ্রম,
জপ-মালা, ভস্মে ঘৃত ঢালা!

( কাপালির অধিকতর জোর প্রকাশ ও তাহার
দুই এক জন শিষ্যের বেগে প্রবেশ। )

শিষ্য। রক্ষা করুন! গুরুদেব, রক্ষা করুন!

ক্রকচ। ব্যস্ত কেন?——ব্যস্ত কেন?

(বহুসংখ্যক কাপালিককে বাঁধিয়া ও ক্রকচের শিষ্যগণকে বাঁধিতে বাঁধিতে সসৈন্য সুধন্বা নরপতির ও তাহাদিগকে পথ দেখাইতে দেখাইতে সশিষ্য শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

অনেক ক্রকচ-শিষ্য। (বদ্ধ হইতে হইতে)
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, প্রভৃতি ষট্‌চক্র দেবতাগণ আজ পাপিগণের ধ্বংসের কারণ হও। শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি, মনোভবা, মনোহরা, মনোৎপাদিনী, মোহিনী, দিপিনী, শোষিনী, ষোড়শী, প্রভৃতি কামকলাগণ পাষণ্ড-দলকে আচ্ছন্ন কর'। উপচার, অভিচার, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সম্মোহ, বশীকরণ, উজ্জৃম্ভণ, প্রভৃতি যত প্রকার নিগ্রহ-উপায় তান্ত্রিক-গণ সর্ব্বদা অবলম্বন ক'রে থাকে, সব আজ পাষণ্ড-দলনে প্রযুক্ত হও। অষ্টযোগিনী, অষ্টকর্ণিকা, অষ্টনায়িকা, চতুঃষষ্টিকলা, দশমহাবিদ্যা, ষোড়শ-পরিচারিকা, প্রভৃতি শক্তির যতপ্রকার রূপ-ভেদ আছে, সব আজ নিজ নিজ প্রভাব প্রচার কর'। পূষা, রমা, সুমনা, রতি, প্রীতি, শুদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, বশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি, অমৃতা প্রভৃতি ষোড়শ কলাগণ আজ পাপিকুল নির্ম্মূল কর'।

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হওন)

শঙ্কর। হে ভূপাল,

পুনঃ হের করাল-মূরতি!

সতী-ধর্ম্ম হরে, মগ্য-পান করে,

ভূমে প'ড়ে শত শত হত-ছাগ-নর!

দণ্ডধর, ধর' দস্যু, কর' সুবিচার!

ক্রকচ। একি! একি!

উদ্দৃপ্ত মাতঙ্গ-যুথ, জ্বলন্ত পাবক,

হীন-সাজে মেষ-পাশে বদ্ধ আজ সব!

বাক্যে বসুন্ধরা টলে, বৈশ্বানর জ্বলে,

অবহেলে বাঁধে সেই সাধকের দলে!

আরে শিশু! ছার স্পর্দ্ধা কর', কত শক্তি ধর'?

শাক্ত সনে কর' বিসম্বাদ?

সত্য যদি হয় ভবে তন্ত্রের প্রভাব,

দুষ্টে ঘিরে চারিধারে জ্বলহ অনল!

(চারিধারে অগ্নি প্রজ্বলিত হওন)

শঙ্কর। তমো হ'তে বলী যদি সাত্ত্বিক প্রভাব,

নিভাতে অনল-রাশি এস মেঘদল!

(আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওন। অশ্রান্ত বৃষ্টি ও অনল নির্ব্বাণ।)

ক্রকচ। একি! একি!—শিব-বাক্য হত?

ব্যর্থ মন্ত্রের প্রভাব?

সাধনা নিষ্ফল? হীন-বল তান্ত্রিকের কথা?

শিব-বাক্য কায়-মনে স্মরি',

শিব-বাক্য মস্তকেতে ধরি',

শিব-বাক্যে সমাধান করি',

ক'রে থাকি যদি কভু ভগবতী-সেবা,

— সত্য যদি ত্রিভুবনে তন্ত্রের প্রভাব,
এই মেঘ হ'তে শিরে পড়হ অশনি !!

( বজ্র পড়িতে আরম্ভ )

শঙ্কর। তমো হ'তে বলী যদি সাত্ত্বিক-প্রভাব,
অৰ্দ্ধ-পথে রুদ্ধ হও ক্ষিপ্ত-বজ্র তুমি !!

( বজ্রের অর্দ্ধ পথে রুদ্ধ হওন )

ক্রবচ। একি ! একি ! হরে শিশু তন্ত্রের প্রভাব ?
হরে শিশু মন্ত্রের গৌরব ?
তন্ত্রকার মহেশ্বর হ'ল হীন-বল ?
ভাল,
তন্ত্র-সেবী হবে নিজে তন্ত্রের রক্ষক !
বীর-ভাবে করেছি সাধন,
বীর-ভাবে শক্তি উপাৰ্জ্জন,
বীর-ভাবে শবাসনে বসি',
বীর-ভাবে আদ্যাশক্তি তুমি ;
বীর-ভাবে আজ্ঞা করি, ত্বরায় সকল
কিলি কিলি ধেয়ে এস ভৈরবের দল !!

( চারিধারে ভীষণ মূর্ত্তি ভৈরবগণের আবির্ভাব )

শঙ্কর। তমো বল হ'তে যদি শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব-বল,
কাপালির মুণ্ড আন' ভৈরব-মণ্ডল !!

অনেক ভৈরব। (কাপালির প্রতি )
মূঢ় ! তন্ত্র না বুঝে, যে উপায় অবলম্বন ক'রে, এতদিন কঠোর সাধনা কল্লি, তাহা তমোগুণাচ্ছন্ন ঘোর পাপময়। তথাপি, সে সকল পাপ উপায়কেও

শিব-বাক্য ব'লে গাঢ় বিশ্বাস ক'রেছিলি, আর ভগবতীকে প্রসন্ন করাই তোর পরিশ্রমের ও জীবনের, একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সেই জন্যই যা' কিছু শক্তির সঞ্চার হ'য়েছে। প্রাণ-হত্যাকারী, মদ্যপায়ী, লম্পট, কাপালিককুল যদি কখনো কোন' ক্ষমতা দেখাতে পারে, সে কেবল অদ্বিতীয় বিশ্বাসের বলে। বিশ্বাসের সাহায্যে পাপকার্য্য দ্বারাও শক্তির সঞ্চার হয়। তা'ব'লে, পৃথিবী আর পাপ সহ্য ক'ত্তে অক্ষম। আজ সতীর সতীত্ব, দুর্ব্বলের আয়ু', নিষ্কণ্টক হোক্।

( কাপালির মুণ্ডচ্ছেদন ও ভৈরবগণের প্রস্থান )

শঙ্কর। রাজন্, আপনারই সাহায্যে বিদ্বৎ-প্রধান ভট্টপাদ বৌদ্ধগণকে নিরাকরণ ক'রেছেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক দিন প্রচার থাকায়, আর্য্যগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে, এইরূপ কুৎসিৎ আকারে ধর্ম্মকে এতদিন গড়্‌ছিল। আজ আপনার বাহু-বলে সমুদয় যথেচ্ছাচার নিরাকৃত হ'ল। আপনি এক্ষণে রাজধানীতে গমন ক'রে সুখে রাজ্য-ভোগ করুন। আপনার দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হ'ল, আর কোন' নরপতি সে কার্য্য ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি।

সুধন্বা। যতিবর, আপনি যখন এই মহৎ কার্য্যের গুরু-ভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন সম্পূর্ণ না হবে কেন? আশীর্ব্বাদ করুন, চিরদিন যেন ধর্ম্মে মতি থাকে।

( শঙ্করকে প্রণাম ও পরে স্ত্রীলোকটীর প্রতি )

এস মা আমার সঙ্গে।

( শিষ্যগণ ও শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান )

শঙ্কর। পদ্মপাদ, চল এইবার আমাদের সঙ্কল্প পূর্ণ করিগে।

( হস্তা ভিন্ন সকলের প্রস্থান )

হস্তা। ( নিজের মনে )

(৫০) তুচ্ছ পার্থিব-শক্তি লাভের জন্য বিশ্ব-জননীকে ডেকে ডেকে কষ্ট দিয়ো না। ভূত-প্রেত-পিশাচাদিতে সিদ্ধ হও তা'রাও তো তোমার সে নীচ ইচ্ছা পূর্ণ ক'ত্তে পার্‌বে।

(৫১) বৈষয়িক-ক্ষমতা বা বাহ্যিক-শক্তি, সাধনার পথে মহা-প্রত্যবায়কারী।

(৫২) একটা মহাশক্তির মায়ায় প'ড়্‌লে, আসল জিনিষে অনেক সময় লক্ষ্য রাখা যায় না।

(৫৩) দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা পেয়ে ভগবান্‌কে লক্ষ্য রাখ্‌তে পারে নি, যুধিষ্ঠির দীন হীন বনবাসী, কিন্তু ভগবান্‌কে রেখেছিল, তাই দুর্য্যোধনের ক্ষয়, যুধিষ্ঠিরের জয়।

(৫৪) বাহিরে কতকগুলি ঐহিক শক্তি দেখেছ ব'লে তা'কে তত্ত্বজ্ঞানী বা পরমার্থের অধিকারী বিবেচনা ক'র না।

ওমা গুরুদেব চ'লে গেলেন, আমি এম্‌নি করে বক্‌চি? আমি পাগল নাকি?

( প্রস্থান )

---

## পঞ্চম অঙ্ক।

৩য় দৃশ্য।

শৃঙ্গ-গিরি সারদা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। শিষ্যগণ-পরিবৃত্ত শঙ্কর আরতি ও পূজা প্রভৃতিতে রত।

সকলে। (করজোড়ে সমস্বরে স্তুতি পাঠ)

গাঁথা সূক্ষ্ম-শ্বেত-তারে শ্বেত-বীণা শ্বেত-করে,
শ্বেত-পদে শ্বেত-পুষ্প শোভা,
বিম্বাধরে শ্বেত-হাসি, শ্বেত-মাধুরীর রাশি,
শ্বেত-বস্ত্রে জ্বলে শ্বেত-বিভা।
শ্বেত-গন্ধ বিলেপন, শ্বেত-মণি আভরণ,
বক্ষে দোলে শ্বেত রত্ন-মালা,
সেজে চারু-শ্বেত-সাজে, শ্বেত-সরোজের মাঝে,
বিরাজ' মা শ্বেতাঙ্গিনী বালা।
জীবের একি মা নেশা, দগ্ধ সবে, তবু আশা,
শ্রান্ত, তবু ছুটিতেছে সবে,
নিভে যাক্ মনোরথ, দেখা গো নিবৃত্তি-পথ,
জ্ঞান দে মা, জ্ঞান দে মানবে।

(সকলের প্রণাম।)

শঙ্কর। (উঠিয়া)

পদ্মপাদ, অতি বাল্যকালে আমি সংসার ত্যাগ করেছি, কিন্তু ভাগ্য-দোষে একদিনের জন্যও কার্য্য

হ'তে অবসর পাই নি। আজ ভগবান্ মহেশ্বরের কৃপায় আমার জীবনের কর্ত্তব্য সকল এক প্রকার সাঙ্গ হ'ল। পরমায়ু'ও ক্রমশঃ সাঙ্গ হবে। আজ আমি নিষ্ঠুর ভাবে তোমাদের নিকট বিদায় চাচ্চি, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আমি পবিত্র বদরিকাশ্রমে একা অতিবাহিত ক'রব। তোমরা এই সারদা দেবীর সেবা কর।

পদ্মপাদ। ভগবন্! একি ভাব আজ?
একি কাজ নির্দ্দয়ের মত?
পদাশ্রিত কিঙ্করের দলে,
সাথে সাথে রেখে কার্য্য-কালে,
পা'য়ে ঠেলে পলাতে বাসনা?
বাল্যে যবে সন্ন্যাস-গ্রহণ,
পদ্মপাদ পদ-প্রান্তে আসিল প্রথম;
সে অবধি নিরবধি সাথী!
অনলে-গরলে জলে,
পদ্মপাদ পাছে পাছে চলে!
সিন্ধু-তটে, শৈল-পথে,——পদ্মপাদ সাথে!
মধ্য দিনে ক্লান্ত পরিশ্রমে,
পদ্মপাদ নিরত ব্যজনে!
ক্ষুধায় আকুল,
পদ্মপাদ আনে ফল-মূল!
ক্লান্ত পিপাসায়,
পদ্মপাদ সলিল যোগায়!
দিন পেয়ে আজ তা'য় হেন বিড়ম্বনা?

কৃপাময়! করুণায় দিন অনুমতি,
আজীবন পদ-প্রান্তে করিব বসতি!

শঙ্কর। না পদ্মপাদ, গুরুর কথা অস্বীকার ক'র না। দেখ, এক দিনও আমি নির্জ্জনে ইষ্টদেবের চিন্তা ক'ত্তে অবসর পাই নি। আমার আয়ু'তো ফুরিয়েচে, আর কতদিন তোমরা আমাকে পাবে? সকলে প্রসন্ন-চিত্তে বিদায় দাও। আশীর্ব্বাদ করি, ধরাধামে বিপুল কীর্ত্তি রেখে, জগতের উন্নতিজনক কার্য্য সকল সমাধা ক'রে, তোমাদের প্রকৃত বয়সে দেহান্ত হয়। পদ্মপাদ, গুরু-অনুমতি লঙ্ঘন ক'র না।

পদ্মপাদ। নাহি আর গতি! গুরু-অনুমতি!
কে আমার! আমি বা কাহার!
কা'র তরে পশে বা বিকার!
এক রবি জ্বলে নভস্থলে,
জল-পাত্র-ভেদে রবি কত দরশন!
জীব-ভেদে, দেহ-অবচ্ছেদে,
পরাত্মার বিকাশ তেমন!
কি কারণ আত্ম-গ্লানি! কেন করি খেদ!
'আমি' তো ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী!
'আমি' তো নির্লেপ!

শঙ্কর। শিষ্যগণ, যাবার সময় সকলকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, সহস্র বিপদেও ধর্ম্ম-পথ অতিক্রম ক'র না। জীবনকে অতি সাবধানে রক্ষা ক'র্‌বে।

কিন্তু, ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বা ধর্ম্ম-যুদ্ধে তাহার জন্যও মমতা রেখ না। মনে রেখ, সংসার পরীক্ষার স্থান। জীব-শরীরে দেহী অতি অল্প দিনের জন্য বিকাশ পায়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই যত্ন করা উচিত। আর কি বলব, আমি আসি। তোমরা কায়-মনে সারদা দেবীর সেবা কর', যাহাতে বেদান্ত-শাস্ত্র ভারতে প্রচার হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখ'। কিন্তু, প্রথমে দ্বৈত-ভাবে উপাসনাই ভগবৎ-কৃপা লাভের একমাত্র উপায়। আমি নিজে প্রথমে সেইরূপ সাধনাই করি। যখন যা'কে উপদেশ দিয়েছি, সেই ভাবে সাধনা ক'ত্তেই ব'লেছি। তোমরাও সেইরূপ উপদেশই দিয়ো। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈত-ভাব চেষ্টা ক'রে আনা যায় না; যদি আস্‌বার হয়, আপনি আসে। পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর, গিরি, আজ শেষ দিনে তবে সকলে মিলে আমার চারি-ধারে শিব-গুণ গাও।

গীত।

শিষ্যগণ।

বম্ হর শঙ্কর, পিণাকী শুভঙ্কর, বম্ বম্ শিব শূলপাণে।
নিখিল-চরাচর, 'থাবর নশ্বর, গাহ তাঁ'রে যে রহ' যেখানে।
ঊর্ম্মি-ভূধরবর, চন্দ্রমা-দিনকর,
দীপ্ত-দামিনী-ছটা, ঘর্ঘর-ঘন-ঘটা,

ভূরুহ-থলজল, নদ-নদী কলকল,
গাহ সকল মিলি' শিহরিত প্রাণে।
অষ্ট-কুলাচল, সপ্ত-সমুদ্র,
ব্রহ্ম-পুরন্দর, সুরাসুর-চক্র,
বিশ্ব বিদারি' গাহ, ব্যোম সুরভি-বহ,
প্রেম-গভীর তানে অনাদি-নিদানে।

( শঙ্করকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম )

শঙ্কর। হে জীব,
বিপথে নাহি কো শান্তি শুধু পরিশ্রম!
পেয়েছি শান্তির রাজ্য কর' নিরীক্ষণ!
নিভে গেছে অভিলাষ! নিভেছে কামনা!
অসুর-অসুরী আর হৃদয়ে নাচে না!
ভেদাভেদ, সুখ-দুঃখে, নির্ব্বিকার প্রাণ!
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ সকলি নির্ব্বাণ!
শুধু ছায়া!!—শুধু ছায়া!!—ছায়াময় স্থান!!
নির্ব্বাণ!!—নির্ব্বাণ!!—নির্ব্বাণ!!
কার্য্য লোপ! আত্মা সুশীতল!
নিবৃত্তি-জাহ্নবী-ধারা বহে কল কল!
পুরুষ পরম-ব্রহ্ম শুদ্ধ-জ্ঞানময়!
অনন্ত গগন-ব্যাপী নির্ম্মল স্বাধীন!
প্রকৃতি স্বামীর অঙ্গে লীন!
এক,—নাহি দুই আর!
আদরিণী থেমেছে এবার!

ভাসে শুধু জ্ঞানময় সচ্চিৎ মূরতি!
ওঁ শান্তি!!—ওঁ শান্তি!!—ওঁ শান্তি!!
জয় শিব ব্যোমকেশ! জয় পশুপতি!
ওঁ শান্তি!!—ওঁ শান্তি!!—ওঁ শান্তি!!

(প্রস্থান)

যবনিকা-পতন।

---